NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ 'মানুষ হিসেবে খেলোয়াড়দের বোঝা গম্ভীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ'

আধিনায়ক সূর্যকুমার বললেন, 'আমি আর আগের মানুষ নেই' ৮

কলকাতা ২৭ জুলাই ২০২৪ ১১ শ্রাবণ ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.7.2024, Vol.18, Issue No. 48, 8 Pages, Price 3.00

'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'র কথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে

নীতি আয়োগের বৈঠকে আজ যোগ দেবেন মমতা

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই: নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে একসঙ্গে সিদ্ধান্ত হলে অন্য কিছু ভাবা যেত। শুক্রবার দিল্লি পৌঁছে সাংবাদিকদের সঙ্গে চা-চক্রে এমনটাই বললেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নীতি আয়োগের বৈঠক রয়েছে। বিরোধী জোটের মুখ্যমন্ত্রীদের প্রায় সকলেই তা বয়কট করলেও সেই বৈঠকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মমতা। তিনি জানিয়েছেন, নীতি আয়োগের বৈঠকে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনও যোগ দিতে পারেন। যা নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে। 'ইন্ডিয়া'র অন্দরে 'নীতিগত বিরোধ' নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্ন ওঠে বিরোধী শিবিরের শরিকদের মধ্যে সমন্বয় নিয়েও। তার প্রেক্ষিতে শুক্রবার দিল্লিতে চাণক্যপুরীর নতুন বঙ্গভবনে মমতা বলেন, 'নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাজেট পেশের আগেই নিয়েছিলাম। কিন্তু সবাই মিলে আলোচনা করে যদি কোনও সিদ্ধান্ত হত, তা হলে অন্য কিছু ভাবতাম।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেবেন কি না, তা নিয়ে গত দু'দিন ধরেই নানাবিধ জল্পনা চলছিল। বিরোধী জোটের অন্য মুখ্যমন্ত্রীরা একে একে বৈঠকে যোগ না-দেওয়ার কথা আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। মমতাও সেই পথে হেঁটে বৈঠক বয়কট করবেন কি না, প্রশ্ন ছিল তা নিয়ে। তৃণমূলের অবশ্য দাবি, 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'র কথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে শুরু থেকেই বৈঠকে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। 'ইন্ডিয়া'র শরিকদের বৈঠকে তা জানিয়েও দেওয়া হয়েছিল দলের তরফে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য না করায় যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়, তা দূর হয় শুক্রবার দুপুরে। দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে মমতা নিজেই জানান, শনিবার তিনি নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেবেন। যোগ দিতে পারেন হেমন্তও। কলকাতা থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সময়েই নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন মমতা। দিল্লিতেও একই কথা বলেন তিনি। মমতার অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার 'বিমাতৃসুলভ' আচরণ করছে। বাংলাকে তো বঞ্চনা করাই হচ্ছে, সেই সঙ্গে বাংলা ভাগেরও চক্রান্ত করা হচ্ছে। বিজেপি সাংসদেরা তা নিয়ে লাগাতার বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছেন। এর প্রতিবাদ জানাতেই নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। মমতা বলেন, 'বৈঠকে থাকব কিছু ক্ষণ। কিছু বলতে দিলে বলব। বাংলার হয়ে কথা বলব। আর বলতে না-দিলে প্রতিবাদ করে বেরিয়ে আসব।'

মমতা যেখানে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হতেই নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন, সেখানে 'বঞ্চনা'কেই অস্ত্র করে বৈঠক বয়কট করেছেন বাকিরা। এতেই 'নীতিগত বিরোধ' দেখছেন অনেকে। মঙ্গলবার সংসদে বাজেট পেশের দিনই কংগ্রেস জানিয়ে দিয়েছিল, তাদের তিন মুখ্যমন্ত্রী কর্নাটকের সিদ্ধারামাইয়া, তেলঙ্গানার রেবন্ত রেড্ডি এবং হিমাচলপ্রদেশের সুখবিন্দর সিং সুখু নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেবেন না। এর পর একে একে বৈঠকে যোগ না-দেওয়ার কথা জানিয়ে দেন আপ নেতা তথা পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবত মান, ডিএমকে-র নেতা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনও। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নও প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চিঠি দিয়ে বৈঠকে না-থাকার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই। ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত অবশ্য তখনও প্রকাশ্যে কিছু জানাননি। তবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, মমতা কী সিদ্ধান্ত নেন, তা নিয়ে।

রাজ্যপালের মানহানি হয়েছে কি না দেখবে সিঙ্গল বেঞ্চই

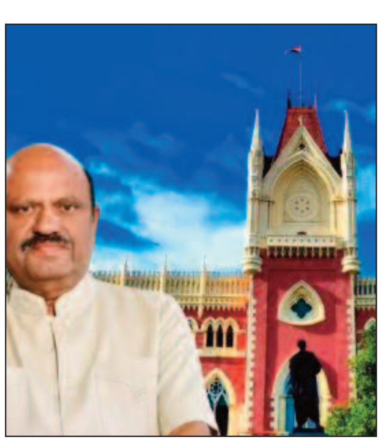

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের মানহানি হয়েছিল কি না, কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চকেই তা বিবেচনা করে দেখতে বলল ডিভিশন বেঞ্চ। নতুন করে এ ব্যাপারে হলফনামা জমা নিতে হবে সিঙ্গল বেঞ্চকে। তার পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একই সঙ্গে ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা যাবে। তবে তাতে যেন কোনও ভাবেই তাঁর সম্মানহানি না ঘটে, সে বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে।

মানহানি সংক্রান্ত মামলাটিতে সিঙ্গল বেঞ্চের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করা হয় মুখ্যমন্ত্রীর তরফে। শুক্রবার তার শুনানি ছিল। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সিঙ্গল বেঞ্চকেই। সব পক্ষের কাছ থেকে নতুন করে হলফনামা জমা নেবে আদালত। তার পর সব দিক বিবেচনা করে রাজ্যপালের মানহানি হয়েছে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর একটি মন্তব্যের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মানহানির মামলা করেছিলেন রাজ্যপাল। পরে তৃণমূলের দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রেয়াত হোসেন সরকার এবং তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকেও ওই মামলায় যুক্ত করা হয় রাজ্যপালের তরফে। গত ১৬ জুলাই বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে শুনানি হয় এই মামলার। সিঙ্গল বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে জানিয়েছিল, মামলাকারীর দাবি অনুযায়ী, বেশ কিছু মন্তব্যে তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ওই রকম মন্তব্য থেকে বিরত থাকা উচিত। আদালত জানায়, আগামী ১৪ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যপালের মানহানি হয়, এমন কোনও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। সিঙ্গল বেঞ্চের সেই অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর তরফে মামলাটি লড়ছেন আইনজীবী সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, মুখ্যমন্ত্রী জনগণের স্বার্থে ওই মন্তব্য করেছিলেন। রাজ্যপালের করা মানহানি মামলায় অভিযোগের পক্ষে কোনও প্রমাণ ছাড়াই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে সিঙ্গল বেঞ্চ। রাজ্যপালের উদ্দেশে করা মুখ্যমন্ত্রীর কোনও মন্তব্যই মানহানিকর নয় বলেও জানান তিনি। অনুরূপ দাবি করেন মামলায় অভিযুক্ত সায়ন্তিকা, রেয়াত, কুণালেরাও। আপাতত মামলাটি সিঙ্গল বেঞ্চে ফেরত পাঠাল ডিভিশন বেঞ্চ।

বাংলাদেশকে উড়িয়ে দিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেয়েদের এশিয়া কাপের নয় বারে প্রত্যেকবারেই ফাইনালে জায়গা করে নিল ভারত। এর আগের আটবারের মধ্যে সাতবারই চ্যাম্পিয়ন ভারত। অর্থাৎ, এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট, এশিয়া কাপের সবচেয়ে সফল দল ভারতই। মাত্র একবার রানার্স। ২০১৮ সালে ভারতকে হারিয়েই একমাত্র ট্রফি জিতেছিল বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল। এবার ১০ উইকেটে বাংলাদেশকে হারিয়ে এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের মহিলা দল। শুক্রবার সেমিফাইনালে মাত্র ৮১ রান তাড়া করে ফাইনালে চলে গেল ভারত।

গোটা ম্যাচে একবারের জন্যও মনে হয়নি যে জেতার জায়গায় রয়েছে বাংলাদেশ। এদিন টসে জিতে ভারতকে ফিল্ডিং করতে বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা। প্রথম স্পেলেই বাংলাদেশের টপ অর্ডারে ধস নামান রেনুকা সিং ঠাকুর। প্রথম ওভার থেকেই ম্যাচে আধিপত্য দেখাতে শুরু করে ভারত। বিষাক্ত ইনসুইঙ্গারে ওপেনার দিলারা আক্তারকে ফিরিয়ে দেন রেণুকা সিং। শুরুতেই মাত্র ২১ রানে তিন উইকেট হারায় বাংলাদেশ। সেখান থেকে আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি তাঁরা। যদিও অধিনায়ক সুলতানা একপ্রান্ত থেকে উইকেট ধরে রেখেছিলেন। তিনিও অত্যন্ত ধীরগতির ইনিংস খেলে ৫১ বলে ৩২ রান করে ফিরে যান। রেণুকার ৪ ওভারে ১টি মেডেন। মাত্র ১০ রান দিয়ে ৩ উইকেট। পেসের বিরুদ্ধেই বাংলাদেশ ব্যাটাররা শুধু খাবি খেয়েছে তা নয়। স্পিনের বিরুদ্ধেও একই পরিস্থিতি। বাঁ হাতি স্পিনার রাধা যাদব ৪ ওভারে ১টি মেডেন, ১৪ রান দিয়ে তিনিও ৩ উইকেট নেন। ১টি করে উইকেট নিয়েছেন পূজা বস্ত্রকার ও দীপ্তি শর্মা। ২০ ওভারে ৮ উইকেটে মাত্র ৮০ রান করে বাংলাদেশ।

রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই মারমুখী ভঙ্গিমা ধারণ করেন স্মৃতি মান্ধনা। ১১ ওভারেই ম্যাচ জিতে যায় ভারত। একটিও উইকেট ফেলতে পারেনি বাংলাদেশ। হাফসেঞ্চুরি করেন স্মৃতি মান্ধানা। মাত্র ৩৯ বলে ৫৫ রানে অপরাজিত থাকেন স্মৃতি। ৯টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরেছেন। আর এক ওপেনার শেফালি ২৮ বলে ২৬ রানে অপরাজিত থাকেন।

এদিন ভারতীয়দের মধ্যে মেয়েদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বাধিক রান স্কোরার হলেন ভাইস ক্যাপ্টেন স্মৃতি মান্ধানা। ছাপিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌরকে। দেশের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে ৩৪১৫ রান করেছেন হরমনপ্রীত কৌর। ওপেনার তথা ভাইস ক্যাপ্টেন স্মৃতির রান ৩৪৩৩। ফাইনালে শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তান ম্যাচের বিজয়ীদের মুখোমুখি হবে ভারত। এখন ফাইনাল এবং অষ্টম ট্রফির অপেক্ষা ভারতীয় শিবিরে।

কার্গিল বিজয় দিবসে দ্রাস থেকে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি মোদির

কার্গিল, ২৬ জুলাই: কার্গিল বিজয় দিবসের ২৫ বছর পূর্তির দিনই পাকিস্তানকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দ্রাসে দাঁড়িয়ে তাঁর বার্তা, সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকদের জানিয়ে দিতে চাই, ওদের জঘন্য ষড়যন্ত্র কোনওদিন সফল হবে না। সন্ত্রাসবাদীদের গুঁড়িয়ে দেবে আমাদের সেনা। যোগ্য জবাব দেবে শত্রুদের। উল্লেখ্য, কার্গিলে শহিদ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতে দ্রাসে ওয়্যার মেমোরিয়ালে যান প্রধানমন্ত্রী।

বিজয় দিবসের ২৫ বছর পূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গিয়েছেন কার্গিলের দ্রাসে। সেখানে সেনা জওয়ানদের সাক্ষী রেখেই প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'আজ থেকে ২৫ বছর আগে ভারত কেবল যুদ্ধে জেতেনি। পাশাপাশি সত্য, প্রতিরোধ এবং শক্তির অসাধারণ উদাহরণ রেখেছিল। লাদাখের এই পবিত্র ভূমি আজ কার্গিল বিজয়ের ২৫ বছর উদযাপন করছে। দেশের জন্য যাঁরা আত্মবলিদান দিয়েছেন, আজকের দিনটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে তাঁরা দেশের ইতিহাসে অমর।' নিজের বক্তৃতাতেই সরাসরি পাকিস্তানকে আক্রমণ করে মোদি বলেন, নাশকতা ছড়িয়ে এখনও ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তারা। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়নি পাকিস্তান। প্রতিবেশী দেশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মোদির কড়া বার্তা, 'আজ আমি এমন একটা জায়গা থেকে কথা বলছি, যেখান থেকে সন্ত্রাসের প্রভুরা সরাসরি আমার কথা শুনতে পাবে। নাশকতার পৃষ্ঠপোষকদের স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই, তোমাদের ষড়যন্ত্র কোনওদিন সফল হবে না। উলটে আমাদের সেনা সমস্ত জঙ্গিদের গুঁড়িয়ে দিয়ে শত্রুর মুখে যোগ্য জবাব দেবে।'

উল্লেখ্য, গত দেড় মাসের মধ্যে একাধিকবার কাশ্মীরে সেনাকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা। তাতে শহিদ হয়েছেন ভারতীয় জওয়ানরা। সূত্রের খবর, সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে পাকিস্তান থেকে ভারতে ঢুকে ওই জঙ্গিরা হামলা চালাচ্ছে। এমনকি পাক সেনার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরাম জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বলেও খবর। কাশ্মীরে সেনার নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্রের 'উদাসীনতা' নিয়ে তোপ দেগেছে বিরোধীরাও। এহেন পরিস্থিতিতেই কার্গিলে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানকে সরাসরি তোপ দাগলেন মোদি।

কানোয়ার যাত্রায় সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই: কানোয়ার যাত্রাপথে পড়া খাবারের দোকান, রেস্তরাঁ, ধাবায় মালিকদের নাম লিখতে বাধ্য করা যাবে না। শুক্রবার এই সংক্রান্ত মামলায় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। একইসঙ্গে যোগী সরকারের নির্দেশিকার উপর যে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল তা বহাল রাখা হয়েছে। আগামী ৫ অগাস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ততদিন পর্যন্ত জারি থাকবে এই অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ। কানোয়ার যাত্রা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই দেশজুড়ে বিতর্ক চলছে। চলতি মাসে শুরু হতে চলেছে কানোয়ার যাত্রা। তার আগে উত্তরপ্রদেশ সরকার নির্দেশ দিয়েছে, কানোয়ার যাত্রার প্রতিটি রুটে যত খাবারের দোকান রয়েছে, তার সবকটিতেই বড় বড় ব্যানার দিয়ে লিখতে হবে দোকান মালিকের নাম। যার মূল উদ্দেশ্য, পুণ্যার্থীরা যাতে আলাদাভাবে চিনতে পারেন হিন্দু ও মুসলিম দোকানগুলিকে। কেবল উত্তরপ্রদেশ নয়, একই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডেও। এই নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য ধর্মীয় বিভাজন আরও স্পষ্ট করে তোলা, তেমনটাই অভিযোগ বিরোধীদের।

১৩০০ পয়েন্ট বাড়ল সেনসেক্স

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই: গত ৫ দিন ধরে দফায় দফায় নিম্নমুখী হওয়ার পর অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল শেয়ার বাজার। শুক্রবার বিনিয়োগকারীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে ১৩০০ পয়েন্ট বাড়ল সেনসেক্স। একইভাবে ৪০০ পয়েন্টের বেশি বেড়েছে নিফটিও। ফলে বাজেটের দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে আশার আলো দেখছে দালাল স্ট্রিট। গত কয়েকদিন রক্তক্ষরণের পর সপ্তাহের শেষ ব্যবসায়িক দিনে রকেটের গতিতে বেড়েছে একাধিক স্টক। অতীতের ধাক্কা সামলে সবুজ সংকেত দিয়েই শুক্রবার খোলে দেশের শেয়ার বাজার। কিছুক্ষণের মধ্যেই ২৪৪ পয়েন্ট বাড়ে নিফটি। পাল্লা দিয়ে ৬৭২ পয়েন্ট বাড়ে সেনসেক্স। দেখা যায় বিএসই সেনসেক্সের ৩০টি স্টকের মধ্যে ২৫টি স্টকই উপরে উঠেছে। দাম পড়েছে মাত্র ৫টি স্টকের।

নিম্নচাপ বলয়ের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হয়েছে একটি নিম্নচাপ বলয়। সেই সঙ্গে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এই দুইয়ের প্রভাবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় ২৪টি বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড়, বন্যার মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় রাজ্যে নতুন ২৪টি বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এর মধ্যে পাঁচটির নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে বলে রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান জানিয়েছেন। বিধানসভায় এদিন তৃণমূল কংগ্রেস সদস্য সুকান্ত কুমার পালের এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, রাজ্যের বর্তমানে ৪৩০ টি ফ্লাড সেন্টার রয়েছে। আধুনিক বহুমুখী সাইক্লোন সেন্টারের সংখ্যা ২২১টি। রাজ্যের তিন ঘূর্ণিঝড় প্রবণ উপকূলীয় জেলায় ওই কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা হয়েছে।

বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২২১ টি নতুন বহুমুখী সাইক্লোন সেন্টারের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা ৬৩ টি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ১১৫ টি এবং পূর্ব মেদিনীপুরের ৪৩ টি গড়ে তোলা হয়েছে নতুন যে ২৪ টি সাইক্লোন সেন্টার তৈরি করা হবে তার মধ্যে চারটি উত্তর ২৪ পরগনায় ১৫টি দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এবং পাঁচটি পূর্ব মেদিনীপুরে গড়ে উঠবে। যার জন্য আনুমানিক খরচের পরিমাণ সাড়ে চার কোটি টাকা।

শুক্রবার পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। বাকি জেলাগুলিতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ঝড় হতে পারে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ উপকূলের উপর তৈরি হয়েছে একটি নিম্নচাপ বলয়। এর সঙ্গেই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭.৬ কিলোমিটার উপরে রয়েছে সেটি। রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগর, রোহতক, দিল্লি, আগরা, ডালটনগঞ্জ, আসানসোলের উপর রয়েছে মৌসুমী অক্ষরেখা। এগুলির প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্রের উপরেও বইতে পারে ঝড়। সেই ঝড়ের হাওয়ার গতি ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। সে কারণে আগামী ২৪ ঘণ্টা মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।

পুণেতে আরও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস সতর্কতা জারি মুম্বই-সহ ৫ জেলায়

মুম্বই, ২৬ জুলাই: মুম্বই এবং পুণে-সহ পাঁচ জেলায় চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করল মৌসম ভবন। এই তালিকায় ওই দুই জেলা ছাড়াও রয়েছে পালঘর, থানে এবং রায়গড়। শুক্রবার মৌসম ভবন এই জেলাগুলিতে সতর্কতা জারি করার পাশাপাশি খুব প্রয়োজন ছাড়া জনসাধারণকে বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছে।

মুম্বইয়ের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মুম্বই এবং তার আশপাশের অঞ্চলে শুক্রবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। সঙ্গে ৬০-৭০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইবে। আগামী কয়েক দিন রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির দাপট বজায় থাকবে বলেও জানিয়েছে মৌসম ভবন। এ ছাড়াও মধ্য মহারাষ্ট্র, মঠারাওয়াড়া এবং বিদর্ভ অঞ্চলের জেলাগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে পুণের বহু এলাকা জলমগ্ন। গত দু'দিনে বৃষ্টির জেরে এই শহরে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় বৃহস্পতিবারই সেনা নেমেছে উদ্ধারকাজে। এ ছাড়াও উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ), পুলিশ এবং দমকল। শহরের বেশির ভাগ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, যে সব এলাকাগুলি জলমগ্ন, সেই এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে যাতে কোনও রকম দুর্ঘটনা না ঘটে। দুর্যোগের জেরে শুক্রবারও স্কুল, কলেজে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল।

তবে মুম্বইয়ে শুক্রবার স্কুল, কলেজ খোলা থাকবে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। যান চলাচল ব্যাহত হলেও বিমান পরিষেবা সকাল থেকে খুব একটা ব্যাহত হয়নি বলে মুম্বই বিমানবন্দর সূত্রে খবর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৫/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৯৩২ নং এফিডেভিট বলে Sk. Saidul Islam S/o. Sk. Sultan Ahamed ও Sk. Saidul S/o. Sk. Sultan Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৭৭৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Fatema Bibi D/o. Sk Idris Ali, Fatema Bibi W/o. Sekh Sarafaddin ও Phatema Bibi W/o. Saraphaddin R/o. 29/424 Kajipara Road, Chinsurah, Hooghly-712101 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৯৩৪ নং এফিডেভিট বলে Sk. Sharif S/o. Sk. Haidar Ali ও Md Sharif S/o. Md Haydar সাং ১৪, পার্শী লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৬৯২ নং এফিডেভিট বলে Malay Nandi S/o. Chittaranjan Nandi ও Moloy Nandi S/o. C. R. Nandi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৬৯৯ নং এফিডেভিট বলে Samir Kumar Mondal S/o. Ranjit Mondal ও Samir Kr Mondal S/o. R. Kr. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৯২৮ নং এফিডেভিট বলে Dibedi Kumar Sur S/o. Haridhan Sur ও Dibedi Kr Sur S/o. Lt. H. Sur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭ শে জুলাই, ১১ই শ্রাবণ। শনি বার। সপ্তমী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। বিংশত্তরী বুধ র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গাণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কপুর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ওর সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে। দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৯২৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sudip Bhattacharjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Samir Bhattacharjee ও S. Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৭/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৮ নং এফিডেভিট বলে Suman Kumar Pal S/o. Dilip Kumar Pal ও Som Kumar S/o. Dilip Kumar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

Maksuda Khatun, changed her name to Meera Chattopadhyay after marrying Sourav Chattopadhyay. They reside in Krishnanagar, WB, confirming their marriage before the Metropolitan Magistrate in Calcutta on 02.07.2024. Maksuda Khatun and Meera Chattopadhyay both are same and identical person.

Change of Name

I, **HIRAL R GANDHI** W/o Ronak M Gandhi, residing at 258 2nd Avenue South Side, Kharagpur, PIN- 721301 shall henceforth be known as **HIRAL RONAK GANDHI** as declared before the First Class Ld. Judicial Magistrate Kharagpur court, Paschim Medinipur vide Affidavit No. 4309/05 Dated 22/07/2024. **HIRAL R GANDHI** and **HIRAL RONAK GANDHI** both are same and identical person.

Change of Name

I, **RONAK M GANDHI** S/o Mahendra S Gandhi, residing at 258 2nd Avenue South Side, Kharagpur, PIN- 721301 shall henceforth be known as **RONAK MAHENDRA GANDHI** as declared before the First Class Ld. Judicial Magistrate Kharagpur Court, Paschim Medinipur vide Affidavit No. 4310/06 Dated 22/07/2024. **RONAK M GANDHI** and **RONAK MAHENDRA GANDHI** both are same and identical person.

নাম-পদবী

আমি NILADRY SEKHAR MONDAL পিতা- SANDIP KUMAR MONDAL. গ্রাম+পোস্ট কীর্ণাহার, জেলা -বীরভূম, থানা -নানুর। ভুলবশত আমার Passport এ আমার বাবার নাম SANDIP MONDAL হওয়ায়, গত- ২৩-০৭-২০২৪ তারিখে, বোলপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1st কোর্ট হইতে এফিডেভিট বলে SANDIP MONDAL, SANDIP KUMAR MANDAL ও SANDIP MONDAL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলো।
আমার Passport No-J8180573.
Aadhaar No-642868406627.

নাম-পদবী

আমি Mehedi Hassan, S/O Ramjan Ali Sk., সাং- কাঁঠালবেড়িয়া, পোঃ বেথুয়াডহরী, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-5120170161516 নাম Mehedi Hasan Sekh, S/O. Ramjan Ali Sekh হইয়াছে। ২৬.০৭.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর নোটারী পাবলিকের এফিডেভিট বলে Mehedi Hassan, S/O Ramjan Ali Sk. ও Mehedi Hasan Sekh, S/O. Ramjan Ali Sekh একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Biswajit Roy পিতা মৃত Narendra Nath Roy@ Sachinandan Das, ঠিকানা- স্বরূপগঞ্জ, পোস্ট- স্বরূপগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৫, গত ৮/৭/২৪ তাং নবদ্বীপ ফাস্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিডে আমার পিতা Narendra Nath Roy ও Sachinandan Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হইল। Sanjib Roy (পিতা Narendra Nath Roy@ Sachinandan Das) আমার ভাই।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

সংশোধনী

গত ইং ২৭/১২/২০২৩ তারিখেএকদিন পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৭২/২০১৮ শ্রীমতী সীতা চৌধুরী বিজ্ঞপ্তি- টিতে তপশীল-এ L.B. No. 1978/2 এর পরিবর্তে ভুলবশতঃ L.B. No. 1978/L ছাপা হইয়াছে, L.B. No. 1978/2 পড়িতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur - II Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET NO- 03/5th SFC/ Karimpur -II/ 2024-25,** Last date of submission **31.07.2024 up to 4p.m.** For details please contract to the office or visit **www. wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Karimpur - II Gram
Panchayat.**

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

বিগত ইং- 21/10/2014 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর হুগলী অফিসে IV-0187/2014 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **পার্থ মুখোপাধ্যায়** পিতা ৺দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাকিম – সোমড়াগোড়ী, পোঃ ইলছোবা-মন্ডলাই, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী-712146 ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হই ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি **পার্থ মুখোপাধ্যায়** পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১) I-4921/2023 নং দলিল মূলে **ঝুলন মুখার্জ্জী** স্বামী তন্ময় মুখার্জ্জী, ২) I-4933/2023 নং দলিল মূলে **প্রিয়াঙ্কা মুখার্জ্জী** পিতা উৎপল মুখার্জ্জী মহাশয়াগনকে বিক্রয় করেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়ার অন্তর্গত ১) মৌজা নগরডাঙ্গা জে.এল.-34, হাল এল. আর 175 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 878 দাগে 05 শতক, ২) মৌজা গুতরা, জে.এল.-30, হাল এল. আর 196 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 549 দাগে 10 শতক, সাবেক ও হাল 572 দাগে 09 শতক, ৩) মৌজা জামগ্রাম, জে.এল.-36, হাল এল. আর 269 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 175 দাগে 7.5 শতক আমমোক্তারকৃত বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **ঝুলন মুখার্জ্জী ও প্রিয়াঙ্কা মুখার্জ্জী** উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল**
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

বিগত ইং-02/05/2023 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর হুগলী অফিসে I-2380/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **উৎপল মুখার্জ্জী** পিতা ৺মহেশ্বর মুখার্জ্জী সাকিম – সোমড়াগোড়ী, পোঃ ইলছোবা-মন্ডলাই, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী-712146 ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হই ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি **উৎপল মুখার্জ্জী** পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১) I-4921/2023 নং দলিল মূলে **ঝুলন মুখার্জ্জী** স্বামী তন্ময় মুখার্জ্জী, ২) I-4933/2023 নং দলিল মূলে **প্রিয়াঙ্কা মুখার্জ্জী** পিতা উৎপল মুখার্জ্জী, ৩) I-4912/2023 নং দলিল মূলে **মিতালী চক্রবর্ত্তী** স্বামী অরুন কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়াগনকে বিক্রয় করেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়ার অন্তর্গত ১) মৌজা গুতরা, জে.এল.-30, হাল এল. আর 326 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 611, 572, 549 দাগে 08, 09, ও 10 শতক, ২) মৌজা নগরডাঙ্গা জে.এল.-34, হাল এল. আর 260 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 590/1024 দাগে 05শতক, সাবেক ও হাল 878 দাগে 05 শতক, ৩) মৌজা জামগ্রাম, জে.এল.-36, হাল এল. আর 546 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 175 দাগে 15 শতক আমমোক্তারকৃত বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **ঝুলন মুখার্জ্জী, প্রিয়াঙ্কা মুখার্জ্জী ও মিতালী চক্রবর্ত্তী** উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল**
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

The Nadia District Settlement Employees Co operative Credit Society Ltd.
Regd NO: 228/76, Dt: 13/02/1976
Address : Old Collectorate Building, Krishnanagar, Nadia.

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় A.R.C.S., Nadia মহাশয়ের আদেশনামা নং ৯০২ তারিখ ইং ১৮/০৭/২০২৪ বলে নদীয়া জেলা সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমবায় সমিতি খসড়া ভোটার তালিকা অদ্য ২৬/০৭/২০২৪ তারিখে A.R.O. সাহেব প্রকাশ করেছেন। তালিকা সম্পর্কে কারো কোন আপত্তি থাকলে ইং ০৭.০৮.২০২৪ থেকে ১৪.০৮.২০২৪ তারিখের মধ্যে লিখিত ভাবে সমিতির অফিসে জানাতে হবে এবং ইং ১৬.০৮.২০২৪ তারিখে বেলা ১২টা সময় সমিতির অফিসে শুনানী হবে এবং ২০.০৮.২০২৪ তারিখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে।

সাক্ষর
(অমল কৃষ্ণ অধিকারী), CDO
Assistant Returning Officer
The Nadia District Settlement Employees
Co operative Credit Society Ltd.
Date : 26.07.2024

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ পিতা ৺সন্তোষ কুমার ঘোষ সাকিম দেবানন্দপুর, পোঃ ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৩, বিগত ইংরাজী ১৮/০১/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া হুগলী অফিসে I-১৫২/২০২১ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**মনজিৎ মাঝি**, পিতা ৺সুফল মাঝি সাকিম কানাগড়, পোঃ নলডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন -৭১২১২৩) ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে **শ্রী অভিজিৎ মাঝি**, পিতা ৺সুফল মাঝি, সাকিম - কানাগড়, পোঃ নলডাঙ্গা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন -৭১২১২৩, চুঁচুড়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-২৬২/২০২৪ নং দলিল মূলে ৪ কাঠা ৫ ছটাক ৪০ বর্গফুট বিক্রয় করি।

তপশীল- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, জে.এল নং ৩, হাল ২৩৫ নং খতিয়ানে আর এস ৭১০ ও এল আর ৭৬৯ নং দাগে কলাবাগান জমি ৮ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, অভিজিৎ মাঝি উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়ার, ব্যান্ডেল অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি
মনজিৎ মাঝি
আমমোক্তার

জনবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, আমার ক্লায়েন্টদের একজন, নিম্নলিখিত জমি যাহা, প্রায় ০. ১০০ একর পরিমাপের ডোবা, যাহা ০.১৫০ একর ডোবার অংশ, যাহা এল. আর. খতিয়ান নং ৯৪৬ এবং ৩৮৩০ -এর অধীনে, যথাক্রমে সম্মনিত আর. এস. দাগ নং ২৫৮২, অনুরূপ এল. আর. দাগ নং ৫৬৮২, মৌজা- কোটরং, জে.এল. নং ৮, শ্রীরামপুর- উত্তরপাড়া ব্লক -এর অন্তর্গত হুগলী জেলায় অবস্থিত, যাহার হোল্ডিং নম্বর হলো ২২, গাবতলা লেন, কোটরং, পুলিশ স্টেশন উত্তরপাড়া, পোস্ট অফিস হিন্দমোটর, উত্তরপাড়া - ৭১২২৩৩, উত্তরপাড়া-কোটরুং পৌরসভার ১ নং পৌরসভার ওয়ার্ডের মধ্যে এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের উত্তরপাড়া-এর অধীনে অবস্থিত জমি, যাহা অতঃপর " উক্ত জমি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, উহার যথাক্রমে মালিকগনের নিকট হইতে সমস্ত ঝঞ্ঝাট, লিয়েন, মামলামোকদ্দমা, এলাইনমেন্ট বা কোনও প্রকারের ট্রাস্ট হইতে মুক্ত অবস্থায় ক্রয়ে করিতে ইচ্ছুক। কোনও ব্যাক্তি উক্ত জমি-এর সম্পর্কে বা উহার কোনও অংশ সম্পর্কে কোনও সত্ত্ব, স্বার্থ, স্বামীত্ব, দাবি বা চাহিদা থাকিলে অত্র তারিখ হইতে ১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমান সাপেক্ষ সমস্ত বৈধ কাগজপত্রসহ, তাহা, নিম্ন সাক্ষরকারি ব্যাক্তি অর্থাৎ আমার নিকট জানাইতে হবে । উক্ত সময়সীমার মধ্যে এইরূপ কোনও দাবি যদি আমার নিকট দাখিল না হয়, সেক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া হইবে যে উক্ত জমি বা উহার কোনও অংশের উপর বা সম্পর্কে কাহারোর কোনও প্রকার সত্ব, স্বার্থ, স্বামীত্ব, দাবি বা চাহিদা নাই এবং আমার ক্লায়েন্ট উক্ত জমি ক্রয়ে করিতে অগ্রসর হইবো।

শ্রী চম্পক ঘোষ
অ্যাডভোকেট
'সিদ্ধা পার্ক' বিল্ডিং, ৯৯এ, পার্ক স্ট্রিট, ২য় তল, পোস্ট অফিস এবং পুলিশ স্টেশন পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬,
মোবাইল নম্বর ৯৯০৩০ ১১২০০

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা হুগলীর চুঁচুড়াস্থ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং-৭১/২০২৩

শ্রীমতী বিভা দাস, স্বামী- শ্রী নির্মল দাস, গ্রাম:- বেনাভাড়ুই, পোঃ- সগন্ধ্যা, থানা- চুঁচুড়া জেলা-হুগলী, পিন - ৭১২১০২

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানান যাইতেছে যে অত্র কেসের দরখাস্তকারী অধুনামৃত নির্মল মণ্ডলের বিগত ইং- ২৩/২/২০১৫ তারিখে ডি.এস.আর-১ হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির সাপেক্ষে সম্পাদিত ১১/২০১৫ নং রেজিস্টার্ড উইলের একজিকিউটর হিসাবে উক্ত উইলের প্রবেট পাইবার নিমিও হুজুর আদালতে অত্র কেস দায়ের করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি বা সংস্থার উক্ত প্রবেট দরখাস্তের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে তিনি স্বয়ং বা উকিলবাবু মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে হুজুর আদালতে হাজির হইয়া অত্র কেসে তাহার আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় অত্র কেসের একতরফা শুনানি হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা ও জেলা সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, এ.ডি.এস.আর. সদর হুগলী, মৌজা - বেনাভাড়ুই, জে.এল. নং-১৫, থানা- চুঁচুড়া, কোদালিয়া ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন আর.এস. খতিয়ান নং- ২২৩৩, ৪৫৩, এল.আর. খতিয়ান নং-৪৭৯, আর.এস. দাগ নং-১৩২৯ যাহার হাল এল.আর. দাগ নং- ১৪১৮, পরিমান ২ কাঠা ৬ ছটাক ২৫ বর্গফুট বা কমবেশী .০৪ একর কলাবাগান যাহা বর্তমানে বাস্তু, হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে মায় তদুপরিস্থিত ইঁটের দেওয়াল ও টালীর চালযুক্ত ৩০০ বর্গফুটের বসবাসের গৃহ।

দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু
রঞ্জন পাল

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, হুগলী

নোটিশ

আমি, রথীন্দ্র নাথ ঢালী, এ্যাডভোকেট (Enrollment No. WB/1629/2010), সাকিন- বগুলা স্টেশন পাড়া, পোষ্ট- বগুলা, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৫০২, পশ্চিমবঙ্গ, এই মর্মে জানাইতেছি যে, (১) শ্রী জয়ন্ত শাঁখারী, (২) শ্রী অনিমেশ শাঁখারী, (৩) শ্রী আশুতোষ শাঁখারী, (৪) শ্রী অভিজিৎ শাঁখারী, (৫) শ্রী অনুপম শাঁখারী, সকলের পিতা- জগদীশ চন্দ্র শাঁখারী, সর্বসাং- পায়রাডাঙ্গা, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ইহারা আমার মক্কেল হইতেছে। আমি আমার মক্কেলগনের এজেন্ট ও এ্যাটর্নি নিযুক্ত হইয়া সকলের জ্ঞাতার্থে এবং হিতার্থে ঘোষণা করিতেছি যে, নিম্ন তপশীল বর্ণীত সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ৩০/১১/০১৯৯৯ তারিখে ডি.এস.আর.-৩ আলিপুর, উত্তর ২৪ পরগণা অফিসের ইং- ১৯৯৯ সালের ৫০৯ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রীমতি ননীবালা রায়, স্বামী- মৃত বিজয় কৃষ্ণ রায়, সাকিন- ৭/৩৪, শহীদ নগর, ঢাকুরিয়া, কোলকাতা- ৭০০০৩১, থানা- কসবা, জেলা- দক্ষিন ২৪ পরগণা, ষোল আনা অংশের মালিকানা লাভ করেন। উক্ত ১) শ্রীমতি ননীবালা রায় আমমোক্তারনামা দলিল বলে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অধিকার লাভ করিয়া, অন্যান্য সরিকগন যথা (২) শ্রী বিকাশ রায়, (৩) শ্রীমতী অনিতা রায়, (৪) শ্রীমতি মমতা রায় সহ নিম্ন তপশীল বর্ণীত সম্পত্তি গত ইংরাজী ১২/০১/২০০০ তারিখে হাঁসখালী এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬০৬ নং বিক্রয় কবলা দলিল বলে আমার উপরোক্ত মক্কেলগন বরাবর বিক্রয় করিয়া দেন। উক্ত রেজিস্ট্রিকৃত ৬০৬ নং বিক্রয় কবলা দলিল বলে আমার মক্কেলগন নিম্ন তপশীল বর্ণীত সম্পত্তির মালিক হইতেছেন এবং ভোগদখলে দখলিকার ও স্বত্ববান হইতেছেন। উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে আমার বরাবর লিখিত আকারে জানাইতে হইবে, অন্যথায় কাহারো কোনপ্রকার ওজর আপত্তি বা কোন দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

১নং তপশীল জেলা- নদীয়া, থানা- হাঁসখালী, মৌজা- পায়রাডাঙ্গা, জে.এল. নং- ৩০, খতিয়ান নং- আর.এস. ১৩২৪, দাগ নং- ১৮২৩, পরিমাণ- ৮২ শতক। **২নং তপশীল** জেলা- নদীয়া, থানা- হাঁসখালী, মৌজা- পায়রাডাঙ্গা, জে.এল. নং- ৩০, খতিয়ান নং- এল.আর.এস. ১৩৫৮, দাগ নং- ১৮০৮, পরিমাণ- ৪৫ শতক। **৩নং তপশীল** জেলা- নদীয়া, থানা- হাঁসখালী, মৌজা- পায়রাডাঙ্গা, জে.এল. নং- ৩০, খতিয়ান নং- আর.এস. ১২৫২, দাগ নং- ১৮১১, পরিমাণ- ১৬.৫ শতক। **৪নং তপশীল** জেলা- নদীয়া, থানা- হাঁসখালী, মৌজা- পায়রাডাঙ্গা, জে.এল. নং- ৩০, খতিয়ান নং- আর.এস. ২১৯৫, দাগ নং- ১৮০৯, পরিমাণ- ১৫ শতক।

বিজ্ঞপ্তি

আমি বনদেব সরকার, পিতা জামিনী সরকার, সাং ও পোষ্ট ভালুকা, জেলা নদীয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইং 03.10.1988 তারিখে সাং বেলগাছিয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা নিবাসী তপন কুমার সিংহ ও প্রদীপ কুমার সিংহদ্বয় কৃষ্ণনগর জয়েন্ট অফিসের IV-298 নং আমমোক্তার দলিলদ্বারা আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিলে, আমি বিগত ইংরাজী 12.12. 2013 তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 10121 নং দলিল দ্বারা ভালুকা নিবাসী বাবলু সরকারকে বিক্রয় করি। বিক্রয়কৃত জমির মৌজা 68 নং ভালুকা, দাগ নং 3113, খতিয়ান নং 2875, পরিমান 03 শতক। যাহা আগামী দিনে দলিল গ্রহিতা জমিটির নামপত্তন করিবেন। তাহাতে কারও কোনো অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর-1 বি.এল এন্ড আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন। নতুবা আইনানুসারে কার্য্য সম্পাদন হইবে।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমি **চঞ্চল বিশ্বাস**, পিতা স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, বর্তমান ঠিকানা মুখার্জ্জী বাগান, চুঁচুড়া স্টেশন রোড, পোঃ ও থানা চুঁচুড়া জেলা হুগলী ও আমার স্ত্রী **শ্রীমতি মিতা বিশ্বাস** একসাথে আমাদের একমাত্র পুত্র **শ্রী দেবজ্যোতি বিশ্বাস** সাবালক তথা ১৯ বছর বয়স হইলেও আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি ও নীতিতে বিশ্বাসী না হইয়া বর্তমান রঙীন জগতে বিদ্যমান। আমরা তাকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করলেও আমরা ব্যর্থ হইয়াছি। আমার ছেলে **শ্রী দেবজ্যোতি বিশ্বাস** গত ইংরাজী ২০২৪ সালের জানুয়ারী মাস হইতে কোনো যোগাযোগ রাখে নাই বা কোনো ভাবে আমাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করে নাই। সে আমাদের নাম করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্যক্তিদের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া রঙীন জগতে খরচ করিতেছে। আমরা তাকে উক্ত কাজকর্ম হইতে বিরত থাকিবার জন্য নিষেধ করিয়াছি তবুও সে আমাদের কথা না শুনিয়া ক্রমাগত ঐরুপ কাজ করিয়া চলিতেছে। সেকারন একপ্রকার বাধ্য হইয়া তাহার সহিত সমস্ত প্রকারের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছি এবং তাহা চুঁচুড়া জেলার এক্সিকিউটিভ আদালতে এফিডেভিট করিয়া তাহা ঘোষনা করিয়াছি। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে আমার ছেলে শ্রী দেবজ্যোতি বিশ্বাস এর সহিত যদি কেহ কোনোপ্রকার টাকা পয়সা সহ কোনো কিছু লেনদেন করেন বা তাহার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন তাহা হইলে তিনি নিজের দায়িত্বে করিবেন সেক্ষেত্রে আমি বা আমার পরিবারের কারও কোনো রকম দায় ও দায়িত্ব থাকিবে না এবং তাহা আমাদের কাছে পরিত্যক্ত বলিয়া গন্য হইবে।

ধন্যবাদান্তে
চঞ্চল বিশ্বাস

NOTICE

I, **Subendu Maji**, Son of Nakul Chandra Maji, want to mutate of land property measuring 15 Chattak 14 Sq.ft of 32/1/1, Danesh Sk Lane, Howrah-711109, vide Mutation Case No. MN/1483/2024, MN 1484/2024, vide Deed No. I-01412/2022, where as vide previously General Power of Attorney being No. I-05197/2021 in the office of A.D.S.R Howrah Book No.1, **SIBASISH NAG**, Son of Late Subodh Chandra Nag of 49/2, Botanical Garden Road, Howrah-711103, is (principal) **appointed Subendu Maji as 'Attorney'** Property situated within Mouza-Shibpur, Sheet-158, L.R. Dag No. 06, L.R.Khatian -49, If anyone want to contest he/she can appear before Town Survey Unit, Howrah.

By order of R.O, O.C.T.S.U
3, Kartick Dutta Road,
Howrah-711103.
ANIK NANDY (Advocate)
Howrah Judge's Court

PUBLIC NOTICE

Original Title Deed of Indenture related with & in respect of **Flat No.- 3** known as **D2/3**, having Built Up Area measuring about **441 Sq. Ft.** more or less on the **Ground Floor** in **Block- D-2**, over land measuring about 10.882 Acres out of Total land measuring 28.50 Acres situated at Bidhan Nagar (Northern Salt Lake) acquired by Declaration No.- 12644, dated 17-05-1956 comprised in C.S./R.S. Plot No.- 5,6, 9, 11 (all in Part) of **Mouza- Dhapamanpur**, J.L. No. 1, Sheet No.-1, P.S.- Bhangore in the District- 24 Parganas and C.S. Plot No.- 4096, 4097, 4098 & 4100 (all in Part) of **Mouza- Krishnapur**, J.L. No.- 17, Sheet No.-1, P.S.- Rajarhat (old), Bidhan Nagar East (New) within Bidhan Nagar Municipality (Now Bidhan Nagar Municipal Corporation), Ward No.- 15, of Karunamoyee Housing Estate, Phase- I, Sector -II, Salt Lake, Block - ED, Salt Lake City, Kolkata- 700091 under A.D.S.R. Bidhan Nagar (Salt Lake), District- North 24 Parganas. Said Deed of Indenture, dated 24-12-1980, was duly registered in the office of S.R. Cossipore Dum Dum and recorded in Book No.- I, Volume No.- 180, Page From 239 to 254, Being No.- **9558** for the year 1980, said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 1724** was lodged on 24-07-2024 with Bidhan Nagar East, Police Station by my client **SUKANTA MITRA & SONALI MITRA.** The said deed was not mortgaged before any bank and wish to offer for sale of the said property and said property shall be mortgage for a loan facility. If anybody get the said deed or having any claim, should lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

RAHUL KUMAR (Advocate)
Barrackpore Court, Mobile: 9831906292

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পুলিশ কর্মীদের ইলেকট্রিক সাইকেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিবেশের কথা মাথায় রেখে রাজ্যের পুলিশ কর্মীদের এবার ইলেকট্রিক সাইকেল দেওয়া হবে। শুক্রবার বিধানসভার অধিবেশনে এমনই জানিয়েছেন পরিবেশ মন্ত্রী গোলাম রব্বানী। পাশাপাশি বিজেপিকে বিধানসভার শব্দ দূষণের কারণ বলেও কটাক্ষ করেছেন তিনি।

বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি শুক্রবার জানান। এখনও পর্যন্ত ঠিক হয়েছে এধরনের ১২০০ সাইকেল দেওয়া হবে। পরিবেশ দফতরের তরফ থেকে দূষণ বেশি রয়েছে এমন কতগুলি পুরসভায় পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেলে পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে গোটা রাজ্যে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে। মন্ত্রী জানিয়েছেন হলদিয়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, কলকাতা, হাওড়া এবং ব্যারাকপুরের মতো পুরসভা ও পুরনিগমে সাইকেল দেওয়ার কাজ হয়েছে। এই সমস্ত এলাকায় পুলিশ কর্মীদের সাইকেল দেওয়ার ফল কী হয় তা ভালোভাবে পরীক্ষা করা হবে। দূষণের বিভিন্ন মানদণ্ডে কতটা পরিবর্তন আসছে সেটা মাথায় রেখে অন্য পুরসভা এলাকায় সাইকেল দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে।

একই সঙ্গে এদিন বিধানসভার ছাদে 'নয়েস পলিউশন' পরিমাপের জন্য একটি আধুনিক ডিভাইস বসানোরও প্রস্তাব দিয়েছেন মন্ত্রী । তাঁর দাবি, এই অত্যাধুনিক যন্ত্র গোটা দেশের কোথাও নেই। এর সাহায্যে শব্দ দূষণের পরিমাণ কত তা নির্দিষ্ট করে জানা যাবে। এদিন এই প্রস্তাব দিতে গিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষও করেছেন মন্ত্রী। তাঁর কথায়, এই মুহূর্তে বিধানসভায় সবথেকে বেশি শব্দ দূষণের কারণ রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল। তারা কারণে অকারণে যেভাবে হইচই করে সে কারণেই তাদের প্রতি এই কটাক্ষ মন্ত্রীর।

শুক্রবার এমসিসিআই কনফারেন্স হলে জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি সেক্টরে সুযোগ, চ্যালেঞ্জ এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে দীশা কি হবে তাই একটি বিশেষ সভা আয়োজিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহাবীর দানওয়ার জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অরবিন্দ সোনি, জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের ইআর, প্রাক্তন আঞ্চলিক চেয়ারম্যান প্রকাশ চন্দ্র পিঞ্চা, এমএসএমই এর যুগ্ম পরিচালক ডাক্তর মৌ সেন, এমএসএমই অধিদপ্তর, জিওডব্লিউবি সিদ্ধার্থ শবনসুখা সহ প্রমুখ।

লাভের মুখ দেখছে বন্ধন ব্যাঙ্ক

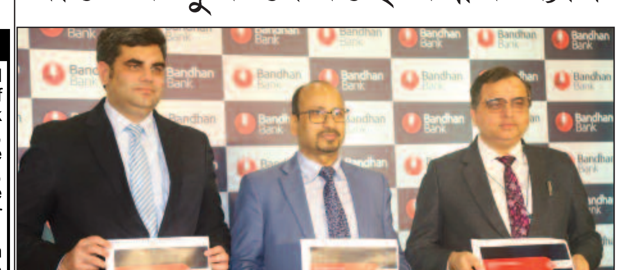

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বন্ধন ব্যাঙ্ক ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করল। শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে ব্যাঙ্কের তরফ থেকে জানানো হয়, ব্যাঙ্কের মোট ব্যবসা ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.৫৯ লাখ কোটি টাকায়। ব্যাঙ্কের মোট আমানতের মধ্যে রিটেল ব্যবসার পরিমাণ প্রায় ৬৯ শতাংশ। ডিস্ট্রিবিউশনের সম্প্রসারণ এবং অনুকূল পরিচালন পরিবেশের সাথে ব্যাঙ্ক এই ত্রৈমাসিকে সুষম ব্যবসায়িক বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে, ব্যাঙ্কের আমানত আমানত গত বছরের এই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থিক ফলাফলের প্রসঙ্গে বন্ধন ব্যাঙ্কের এমডি এবং সিইও রতন কুমার কেশ বলেন, 'আমরা সমস্ত প্রধান প্যারামিটারে স্থিতিশীলতা এবং বৃদ্ধি অর্জন করেছি। আমরা বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের মতন পারফরম্যান্স সারা বছর বজায় রাখতে চাই।'

বিদ্যুতের ইউনিটের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিজেপি প্রতিবাদ সভা ভিক্টোরিয়া হাউস সামনে।

বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীকে পূর্বস্থলীর বিধায়ক হেনস্থায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীকে পূর্বস্থলীর বিধায়ক হেনস্থা করার ঘটনায় পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের হরেকৃষ্ণ কোঙার সেতুর সামনে ১৫ মিনিট ধরে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। শুক্রবার বিকেলে বিজেপির এই রাস্তা অবরোধে যোগ দেন জামালপুরের বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। বিজেপির পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া সাংগঠনিক জেলা সহ সভাপতি জীতেন ডকাল জানিয়েছেন, শুভেন্দু অধিকারীকে হেনস্থা করার ঘটনায় পুলিশ যদি কোনও ব্যাবস্থা গ্রহণ না করে তা হলে আগামী দিনে তাঁরা আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এদিন বিজেপির পথ অবরোধ করে বিক্ষোভের জেরে ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের উঠিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

ফসলের বিমার ন্যায্যমূল্যের দাবিতে কৃষকদের বিক্ষোভ: গত মরসুমে আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি ২ নম্বর ব্লকের কৃষকরা। প্রথমবার আলু চাষ করার পর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেই আলু। ফের দ্বিতীয়বার নতুন করে চাষ করতে হয়েছিল কৃষকদের। অভিযোগ, নষ্ট হয়ে যাওয়া সেই আলুর বিমার অর্থ এখনও তাঁরা পুরোপুরি পাননি।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২৭ জুলাই ২০২৪ ১১ শ্রাবণ ১৪৩১ শনিবার

নিয়োগ দুর্নীতির চার্জশিটে বিস্ফোরক তথ্য সামনে আনল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত কয়েকমাসে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার পুরপ্রধান বা কাউন্সিলরদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এবার প্রকাশ্যে এল সেই মামলার চার্জশিট। ৩২ পাতার চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন পুরসভায় কত বেআইনি নিয়োগের তথ্য এসেছে তাদের হাতে। শুধু তাই নয়, কীভাবে বেআইনি নিয়োগ হল, সেই তথ্যও সামনে এনেছে তারা। অভিযুক্ত অয়ন শীলের সংস্থার হাতেই ছিল নিয়োগের দায়িত্ব। সিবিআই-এর অভিযোগ, নিয়ম খাতায় কলমে মানা হলেও সে সব নিয়মের ধারে কাছ দিয়েও কেউ হাঁটেনি। ১৮৫০ জনের নিয়োগ হয়েছে বিভিন্ন পদে। রয়েছে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি পদের কর্মী নিয়োগও। বিপুল অঙ্কের দুর্নীতি হয়ে থাকতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতির ব্যাপারে ১৩টি পুরসভার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

সিবিআই-এর দেওয়া তথ্য বলছে, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় সবথেকে বেশি বেআইনি নিয়োগ হয়েছে। আর সেই নিয়োগে নাম জড়িয়েছে ওই পুরসভা তৎকালীন পাঁচু গোপাল রায়ের। আরও বলা হয়েছে যে, ২০১৪ সাল থেকে ওই পুরসভাগুলিতে মোট ৩৬৫০ জনের চাকরি হয়েছিল, যার মধ্যে ১৮১৪ জনের চাকরির আইন মেনে হয়নি।

সিবিআইয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছে তাদের নজরে রয়েছে কোন পুরসভায় কতগুলি নিয়োগ হয়েছে তাও। যেমন, টাকি পুরসভা- ১৫, বাদুড়িয়া পুরসভা- ৩৯, কামারহাটি পুরসভা- ৪৯, দমদম পুরসভা- ৬১, দক্ষিণ দমদম- ৩২৯, হালিশহর পুরসভা- ৩৯, কাঁচড়াপাড়া পুরসভা- ৩০৩, নিউ ব্যারাকপুর পুরসভা- ৭৪, টীটাগড় পুরসভা- ২২১, রানাঘাট পুরসভা- ১০১, নবদ্বীপ পুরসভা- ১, বীরনগর পুরসভা- ২৬, কৃষ্ণনগর পুরসভা- ২০০, ডায়মন্ড হারবার পুরসভা- ১৮, উত্তর দমদম পুরসভা- ৬৪, বরানগর পুরসভা- ২৭৬, উলুবেড়িয়া পুরসভা- ১৮। এইসব নিয়োগ সন্দেহজনক বলে উল্লেখ করেছে সিবিআই। অভিযোগ, এই নিয়োগ উপযুক্ত পদ্ধতি মেনে হয়নি।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় সবথেকে বেশি বেআইনি নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে। তবে প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচুগোপাল রায় এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, সরকারের অনুমোদনেই সবটা হয়েছে। তিনি বলেন, 'সরকারি বিভাগ অনুমোদন দিয়েছে। সেই অনুযায়ী নিয়োগ হয়। আলাদা বোর্ড ছিল। তারা নিয়োগ করেছে। এটা বিচারাধীন বিষয়, তাই নিয়োগ বেআইনি কি না, তা বলতে পারবে আদালত।'

অন্যদিকে, কামারহাটি পুরসভার নিয়োগে কোনও দুর্নীতি হয়নি বলে দাবি করেন পুর প্রধান গোপাল সাহার। তিনি বলেন, 'যদি কেউ জবাবদিহি চায়, তার জন্য প্রস্তুত আছি।'

অন্যদিকে পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলার চার্জশিট পেশ হতেই, কড়া প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা গেল রাজ্যের পুরো ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। কিছুটা বিরক্ত হয়েই এই ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে ফিরহাদ বলেন, 'ছাড়ুন তো ওই সব পুরসভার নিয়োগ কেলেঙ্কারি।' এরই রেশ ধরে এদিন রাজ্যের মন্ত্রী বেনজির আক্রমণ করেন সিবিআইকে। সামনে আনেন তাঁর গ্রেফতারির প্রসঙ্গও। পাশাপাশি আক্রমণ শানান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। সিবিআইকে প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরে জানান, 'আগে শুভেন্দু অধিকারীকে ছুঁয়ে দেখাক সিবিআই। যে কারণে আমায় জেলে ঢুকিয়েছিল, বাপের বেটা হলে শুভেন্দুকেও ছুঁয়ে দেখাক।' বস্তুত, ২০২১ সালে নারদ-কাণ্ডে এই সিবিআই-এর হাতেই গ্রেফতার হন ববি। চেতলায় তাঁর বাড়ি থেকে সেই সময় গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এ দিন, সেই ঘটনা সামনে এনে তাঁকে গ্রেফতারির প্রসঙ্গই আরও একবার উস্কে দেন ফিরহাদ।

ফিরহাদের মন্তব্য ঘিরে উত্তাল বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্ম নিয়ে ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শুক্রবার উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভিতর ও বাইরে। ফিরহাদের মন্তব্য নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব জমা দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু সেই প্রস্তাব এবং তা নিয়ে আলোচনার দাবি খারিজ করে দেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর গীতা হাতে বিধানসভার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়করা। পরে বিধানসভার বাইরে এসেও এই নিয়ে সরব হন তাঁরা। এই ঘটনার পর শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে বরখাস্ত করার দাবি তুলেছেন।

উল্লেখ্য, একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ফিরহাদ হাকিম যে মন্তব্য করেছিলেন। সেই ঘটনার উল্লেখ করে শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় মুলতবি প্রস্তাব জমা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মুলতবি প্রস্তাব ও আলোচনার দাবি খারিজ করে দিলে, অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সরব হয় প্রধান বিরোধীদল বিজেপি। গীতা হাতে বিজেপি বিধানসভার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেও বিধানসভার অধিবেশন চালিয়ে যান অধ্যক্ষ।

এই অবস্থায় বিধানসভার ভবন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে মানববন্ধন করেন বিজেপি বিধায়করা। পরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সৌজন্যে তিনি মন্ত্রী হিসেবে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি এই বিতর্কিত কথা বলেছেন। আমরা অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দাবি জানিয়েছি, ফিরহাদ হাকিমকে ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যক্ষ বললেন, বিষয়টি পড়তেও দেবেন না। সরকার ও বিধানসভার সঙ্গে এটি সম্পর্ক যুক্ত নয়।' বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, 'অল ইন্ডিয়া কোরআন প্রতিযোগিতায় ফিরহাদ হাকিম গিয়েছিলেন মন্ত্রী ও মেয়র হিসাবে। তিনি সংবিধানকে সামনে রেখে শপথ নিয়েছেন। তাঁর কোনও অধিকার নেই হিন্দু, শিখ, জৈন, পারসিকদের অপমান করার। এই অবস্থায় আমাদের দাবি ফিরহাদ হাকিমকে বরখাস্ত করতে হবে। তা না হওয়া পর্যন্ত আমরা বাংলাজুড়ে আন্দোলন করব। আজ গীতা মাথায় নিয়ে মানববন্ধন করলাম। আগামিদিনে রাজপথে দেখা হবে।' এদিকে ফিরহাদ হাকিম বিরোধীদের পাল্টা কটাক্ষ করে বলেন, 'আমি বাড়ির পাশে মসজিদে প্রার্থনা করি আবার দুর্গাপুজোও করি। যারা এসব করছেন তাঁদের কার্ড দিয়ে আমার পুজোয় আমন্ত্রণ জানাব।'

প্রলোভন, কোটি টাকা হাতিয়ে বেপাত্তা দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চড়া সুদ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে গ্রামের মহিলাদের থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে চম্পট দম্পতি। প্রতারণার এই ঘটনাকে ঘিরে শুক্রবার তীব্র উত্তেজনা ছড়াল নিউ ব্যারাকপুর থানার বিলকান্দা দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালবান্দার কামালগাতি গ্রামে। অভিযোগ, তিন কোটিরও বেশি টাকা হাতিয়ে বেপাত্তা ওই গ্রামেরই বাসিন্দা আরতি রায় এবং তাঁর স্বামী বিনয় রায়। অভিযোগ, চড়া সুদ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে গ্রামের শতাধিক মহিলার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয় আরতি রায়। কেউ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকা টাকা তুলে, কেউ বেসরকারি ঋণদানকারী সংস্থা থেকে লোন নিয়ে, আবার কেউ সোনার গয়না বন্ধক রেখে টাকা তুলে আরতি রায়কে দিয়েছিলেন বিশ্বাস করে। এদিন সকালে প্রতারিতরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতারকদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হন। এমনকি ক্ষোভে মহিলারা রায় বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। যদিও বৃহস্পতিবার রাতে বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে বেপাত্তা আরতি রায় এবং তার পরিবার। এদিন নিউ ব্যারাকপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন প্রতারিতরা। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে। সেইসঙ্গে পুলিশ প্রতারক রায় দম্পতির খোঁজ চালাচ্ছে।

প্রতারিত গৃহবধূ শান্তি বিশ্বাস জানান, 'সাত-আট মাস আগে পাড়ার কাকিমা আরতি রায়কে এক লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম। শ্বাশুড়ির কাছ থেকেও এক লক্ষ টাকা নিয়ে আরতি রায়কে দিয়েছিলাম। প্রথম দু'মাস ৮ হাজার করে উনি দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে চারটি বেসরকারি ঋণদানকারী সংস্থা থেকে লোন নিয়ে ওনাকে টাকা দিয়েছি। সবমিলিয়ে সাড়ে চার লক্ষ টাকা ওনাকে দিয়েছি। দিনের পর দিন টাকা মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে অবশেষে পরিবার নিয়ে অন্যত্র চম্পট দিয়েছেন।' চোখে জল নিয়ে শান্তি দেবী বলেন, 'গয়না বন্ধক রেখে টাকা তুলে এখন লোনের টাকা মেটাচ্ছি। এখন তাঁর পক্ষে লোন পরিশোধ করা খুব মুশকিল হয়ে পড়ছে।' আরেক প্রতারিত মহিলা উষা রানী রায় জানান, 'নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা এবং সোনার গয়না বন্ধক রেখে আরও দেড় লক্ষ টাকা আরতি রায়কে দিয়েছিলাম। কিন্তু এক টাকাও ফেরৎ পাইনি। বারবার বলেছিল একটু অপেক্ষা করতে উনি টাকা ফেরৎ দিয়ে দেবেন। এখন বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে ওরা পালিয়ে গেছে।' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সুমন্ত ওঝা জানান, 'গ্রামের মহিলাদের বিভিন্নভাবে প্রলোভন দেখিয়ে তিন-চার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে পরিবার নিয়ে চম্পট দিয়েছেন আরতি রায় ও তার পরিবার। নিরুপায় হয়ে প্রতারিতরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। খুবই গুরুতর অভিযোগ।'

তিস্তা জলচুক্তি পুনর্নবীকরণ চায় রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিস্তা জলচুক্তি পুনর্নবীকরণ নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনার দাবি জানিয়ে বিধানসভায় শুক্রবার এক প্রস্তাব আনা হয়। প্রস্তাব আলোচনার জন্য সভায় উত্থাপন করেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে ডুয়ার্স বাঁচাতে ইন্দো-ভুটান যৌথ নদী কমিশন তৈরি করার জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানান। তিনি বলেন, 'রায়ডাক, সঙ্কোশ, কালচিনি প্রভৃতি একাধিক নদী ভুটান থেকে আসে। এই সব নদীর জল বেড়ে হরপা বানে উত্তরবঙ্গ বারবার বিধ্বস্থ হচ্ছে। চা বাগান, কৃষি জমি, বনাঞ্চলেরও পাশাপাশি সাধারণ জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে।' আলোচনায় অংশ নিয়ে রাজ্যের জলসম্পদ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, 'উত্তরবঙ্গের এই সমস্যা নিয়ে পূর্বতন ইউপিএ সরকার বা বর্তমান এনডিএ সরকার উদাসীন। চলতি বছরের বাজেটে অন্যান্য একাধিক রাজ্যকে অর্থ সাহায্য করা হল, কিন্তু এ রাজ্যের গঙ্গা-পদ্মা ভাঙ্গন রুখতে এক পয়সা দেওয়া হয়নি।'

অন্যদিকে, বিরোধী বিজেপি বিধানসভায় আনা এই প্রস্তাবকেই অসংবিধানিক বলে আখ্যা দিয়েছে। বিরোধী পক্ষের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, তিস্তা চুক্তি বা ফারাক্কার জল বণ্টন প্রশ্নে দুটি প্রতিবেশী দেশ ভুটান এবং বাংলাদেশ যুক্ত রয়েছে। প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমেরও ভূমিকা রয়েছে। এই ধরনের আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে বিধানসভার আলোচনার একতিয়ার আছে কিনা তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। একই সুরে আরেক প্রবীণ বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ী এই প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এ ধরনের সংবিধান বিরোধী প্রস্তাব আলোচনা করায় রাজ্য বিধানসভার মর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে। আগামী সোমবার পুনরায় এই প্রস্তাবের ওপর আলোচনা হবে।

চা বাগান মালিকদের জন্য কঠোর আইন নেই: মলয় ঘটক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোনও কঠোর আইন নেই চা বাগান মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার। চা শ্রমিকদের বরাবরের অভিযোগ, এই কারণে সুযোগ নিয়ে যখন তখন বাগান বন্ধ করে পালিয়ে যাচ্ছেন বাগান মালিকরা। সরকারের তরফে তাদের নোটিশ দিয়েও সন্ধান মিলছে না। এক ধাক্কায় বেকার হয়ে পড়ছে বহু চা শ্রমিক। শুধুমাত্র আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া যাচ্ছে না বলে শুক্রবার বিধানসভায় স্পষ্ট করলেন শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক।

বিজেপি সদস্য বিশাল লামার এক অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রম মন্ত্রী জানান, চা বাগান সংক্রান্ত কোনও আইন প্রণয়নের এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের নেই। চা বাগানের সমস্ত আইন কেন্দ্রীয় আইন। চা পর্ষদের বিঘিতেও চা বাগানের মালিক পালিয়ে গেলেও, ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও বিধান নেই। আগে সাময়িক নিষ্পত্তি সংক্রান্ত একটি বিধান থাকলেও তা এখন তুলে দেওয়া হয়েছে। কিছু সংখ্যক চা বাগান মালিকরা এর সুযোগ নিচ্ছেন। শ্রম মন্ত্রী জানান, এই মুহূর্তে আইনি জটিলতার কারণে রাজ্যের দশটি চা বাগান বন্ধ রয়েছে।

গিরিশ পার্ক সংলগ্ন বাড়িতে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাতসকালে গিরিশ পার্ক থানা সংলগ্ন ছাতুবাবুর বাজারের কাছে একটি বাড়িতে বিধ্বংসী আগুন লাগার ঘটনা ঘটল। মুহূর্তে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৫টি ইঞ্জিন। ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন দুই মহিলা। তাঁদের ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ গিরিশ পার্ক থানা সংলগ্ন ছাতুবাবুর বাজারের কাছে রামদুলাল সরকার স্ট্রিটের একটি বাড়িতে আচমকা আগুন লেগে যায়। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় দোতলা বাড়ির উপরের চিলেকোটা ঘর। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। এরপর দমকলে খবর দেওয়া হয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকল আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, রান্না করার সময় গ্যাস লিক করেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ঘরের মধ্যে থাকা সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটায়, আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে হাত লাগায়। আশপাশের সবকটি বাড়ি থেকে সিলিন্ডার বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। এমনকী, বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখা হয়।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, প্রথমে একটি বাড়ি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখতে পান তাঁরা। এরপরই নজরে পড়ে লেলিহান শিখা। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে। এদিকে ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় দ্রুত গতিতে ছড়াতে থাকে আগুন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন আয়ত্তে আনার কাজ শুরু করেন দমকল আধিকারিকরা।

প্রাথমিকভাবে দমকল আধিকারিকদের ধারনা, গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এই ভয়ংকর কাণ্ড ঘটেছে। এদিকে এই অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন এলাকার কাউন্সিলর তারক চট্টোপাধ্যায় এবং শ্যামপুকুরের বিধায়ক শশী পাঁজা। তারা গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

সৌমিত্র খাঁ'র বিরুদ্ধে এফআইআর খারিজ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদের স্বস্তি। সৌমিত্র খাঁ-র বিরুদ্ধে এফআইআর খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ খারিজ করলেন এফআইআর। ২০২৩ সালে বাঁকুড়ার সোনামুখি থানা এলাকায় একটি অশান্তির ঘটনায় মামলা দায়ের হয় বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে।

সৌমিত্রের বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ানো, মারধর এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগও ওঠে। সেই মামলাতেই তদন্ত করে এমপি, এমএলএ বিশেষ আদালতে চার্জশিট পেশ করে পুলিশ। এর পরেই সৌমিত্রকে তলব করেছিল নিম্ন আদালত। অভিযোগ, একাধিকবার তলব করা হলেও

হাজিরা দেননি তিনি। বারবার হাজিরা এড়িয়েছেন। আর তা নিয়েই বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে নিম্ন আদালত। ৯ জুলাই এবিষয়ে সৌমিত্রকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। হাজিরা এড়ালে তাঁকে গ্রেফতারের নির্দেশও দেয় এমপি-এমএলএ আদালত। এরপর সৌমিত্র সেই এফআইআর খারিজের আবেদন জানান হাইকোর্টে। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতেই শুক্রবার সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খারিজ করে দিল হাইকোর্ট।

উত্তাল গঙ্গা বক্ষ, প্রাণহাতে নিয়ে কোনওমতে পাড়ে ফিরল যাত্রীবোঝাই লঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার গঙ্গার বুকে উথাল-পাথাল ঢেউয়ের মধ্যে কোনওমতে পাড়ে ফিরল যাত্রীবোঝাই লঞ্চ। ফেরার একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার ছবি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় নেট দুনিয়াতে।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মাঝ গঙ্গায় জোয়ারে প্রবল ঢেউতে বেসামাল হয়ে যাচ্ছে যাত্রীবোঝাই লঞ্চটি। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় যাওয়ার সময় উত্তাল গঙ্গায় বেসামাল হয়ে পড়ে লঞ্চটি। ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় যাত্রীদের মধ্যে। এরইমধ্যে ঘটনার আকস্মিকতায় অসুস্থ হয়ে পড়েন বেশ কয়েকজন যাত্রী বলে খবর। কোনওমতে লঞ্চটি স্থানীয় লালগোলা ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গত মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় মঠের লালগোলা ঘাটে আসার সময় একটি যাত্রিবাহী লঞ্চ গঙ্গার বুকে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মুখে পড়ে। সেই সময় গঙ্গাতে জোয়ার চলছিল। জোয়ারের সময় বিপরীতমুখী স্রোত থাকার জন্য উথাল-পাতাল ঢেউয়ের সামনে মোচার খোলার মতো দুলছিল লঞ্চটি। এমকি মাঝে মধ্যে ঢেউয়ের জেরে ডুবে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। যাত্রী বোঝাই লঞ্চে আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। চিন্তার জেরে কয়েকজন যাত্রী বমিও করে ফেলেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন সকলে। এইভাবে প্রায় ১৫-২০ মিনিট চলার পর অবশেষে লঞ্চ এসে থামে বেলুড় মঠের পাশে লালগোলা ঘাটে। কোনওমতে নামার পর যাত্রীরা হাফ ছেড়ে বাঁচেন। কয়েকজন সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়লেও বড় বিপদ থেকে অল্পের জন্য যাত্রীদের প্রাণ রক্ষা পায়।

ওই রুটে নিত্যযাত্রী সমর ঘোষ বলেন, 'লঞ্চে অনেক সময় লাইফ জ্যাকেট পর্যাপ্ত থাকে না। অফিস টাইমে যে পরিমাণ যাত্রী ওঠে সেই তুলনাতে লাইফ জ্যাকেট পর্যাপ্ত থাকে না। আরও ব্যবস্থা করা দরকার। তবে এরজন্য শুধু সরকারকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অনেক সময় থাকলেও অনেক যাত্রী তা পড়তে চান না। এক্ষেত্রে সকলের সচেতন হওয়া উচিত।' তিনি আরও জানান, বর্ষার সময় গঙ্গায় বড় ঢেউ ওঠে। আবহাওয়া দফতর থেকে সতর্কবার্তা থাকলে লঞ্চ না চালানোই ভাল।

অপরদিকে ফেরিঘাট কর্মী বিশ্বজিৎ সরকারের অবশ্য দাবি, 'দুর্ঘটনা কিছু ঘটেনি। পূর্ণিমা, অমাবস্যায় নিয়মিত বান আসে। এই সময় লঞ্চ নিয়ে মাঝখানে থাকাই নিরাপদ। যাত্রীদেরও এতে সুবিধা হয়। যারা মাস্টার, লঞ্চ চালায় তাঁরা নিরাপদ জায়গায় নিয়েই রেখেছিল। বানের সময় সতর্কতা রেখেই লঞ্চ তোলা থাকে। কিন্তু টাইম ছিল বলেই ছেড়ে দেওয়া হয় লঞ্চটি।' যদিও তার দাবি, 'চিন্তাভাবনা করা দরকার ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে বান আসবে তা বুঝতে পারেনি। ২০ মিনিটের রাস্তা। ওই সময়ের মধ্যে এসে ঘাটে লঞ্চ ভিড়তে পারেনি বলেই সমস্যা হয়ে গিয়েছে।'

তবে যাত্রীরা প্রশ্ন তুলেছেন, প্রতিদিন জোয়ারের নির্দিষ্ট সময় বন্ধ থাকে লঞ্চ যাতায়াত। তাহলে কেন জোয়ারের সময় ওই লঞ্চ ছাড়া হল? পাশাপাশি সরকারি নির্দেশিকা মেনে লাইভ জ্যাকেট কেন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে না তাই নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন তারা। সব মিলিয়ে মঙ্গলবারের ভাইরাল হওয়া এই ছবি জলপথ পরিবহন নিয়ে অসুরক্ষার প্রশ্ন উঠছে।

বেলুড় থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ফেরি সার্ভিস চলে সারফেস ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের অধীনে। এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অসিত দাস জানান, যে ধরনের লঞ্চ তারা এই রুটে চালান সেগুলো সবই নিরাপদ। মাঝেমধ্যে আসা বানে বিপদ হবার সম্ভাবনা নেই। কোটালের বান কিংবা বড় বান এলে জানা যায়। তখন যাত্রী পারাপার বন্ধ রাখা হয়। লঞ্চগুলো সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় জেটি থেকে।

আইসিডিএস প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বারাদ্দ কমানোয় সরব শশী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকার আইসিডিএস প্রকল্পের বারাদ্দ কমানোয় ব্যহত হচ্ছে মিড ডে মিল প্রকল্প। প্রশ্নের মুখে পড়ছে প্রান্তিক পরিবারের মা ও শিশুদের পুষ্টি। শুক্রবার বিধানসভার মিড প্রশ্নোত্তর পর্বে এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন নারী, শিশু ও সমাজকল্যাম মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি বলেন, '২০১২-১৩ সালে কেন্দ্রীয় বাজেটে আইসিডিএস প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল ওই মন্ত্রকের মোট বরাদ্দের ৪.৭৬ শতাংশ। এবারের বাজেটে তা হয়েছে মোট বরাদ্দের ২.২৮ শতাংশ। গোটা বিশ্বে এদেশেই সব থেক বেশি শিশুরা অনাহারে থাকে। শিশু মৃত্যুর হারের নিরিখে গোটা বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। এই তো কেন্দ্রের শিশু কল্যাণের নমুনা।'

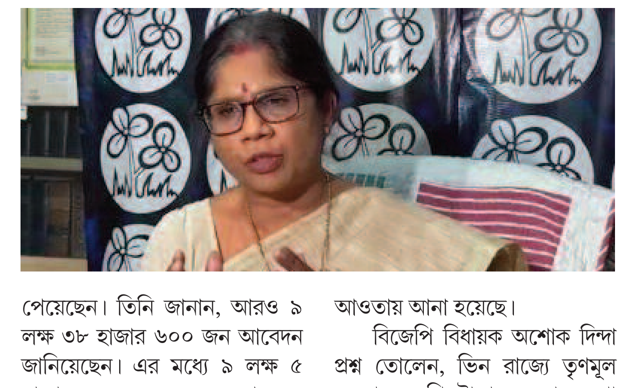

এদিকে বিধানসভায় এদিন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প নিয়েও তৃণমূল ও বিজেপি সদস্যদের মধ্যে তরজা চলে। এই সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে শশী পাঁজা পরিসংখ্যান তুলে ধরে সভায় জানান, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় ২ কোটি ১৬ লক্ষ জন মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পেয়েছেন। তিনি জানান, আরও ৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬০০ জন আবেদন জানিয়েছেন। এর মধ্যে ৯ লক্ষ ৫ হাজার ২৬৭ জনের আবেদন অনুমোদন করা হয়েছে। আবেদন বাতিলের কারণ ব্যাখ্যা করে শশী পাঁজা জানান, শুধুমাত্র ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী নারীরাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য বিবেচিত হবেন। একইসঙ্গে তিনি আরও জানান, জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থাকার কারণেও অনেকের আবেদন বাতিল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সিঙ্গেল বা একক অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি জানান, বয়স ৬০ বছর পেরিয়ে যাওয়ায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ৩ লাখ ১৬ হাজার ৭২৭ জন সুবিধাভোগীকে বার্ধক্য ভাতার আওতায় আনা হয়েছে।

বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দা প্রশ্ন তোলেন, ভিন রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস বেশি টাকা দেওয়ার কথা বললেও, বাংলায় কেন তা হয় না। তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করার দাবি জানান। দিন্দার জবাবে শশী পাঁজা বলেন, 'তার মানে স্বীকার করছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভাল? আর এই প্রকল্প বিজেপি শাসিত রাজ্য কপি করছে।' আলোচনার সূত্র ধরেই মন্ত্রী বলেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পুরোপুরি রাজ্যের প্রকল্প। রাজ্য সরকার নিজের আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী টাকা দিয়ে থাকে। ভবিষ্যতে সামর্থ বাড়লে, টাকার পরিমাণও বাড়ানোর চেষ্টা হবে বলে জানান তিনি।

ভারমুক্ত হোক জলঙ্গি

ডা সতীনাথ ভট্টাচার্য

গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের লেখনী বেয়ে নেমে এসেছে বিখ্যাত নাটক 'আন্তিগোনে'। রাজশক্তির অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানো এক অরাজনৈতিক শক্তির নাম আন্তিগোনে। তার ভাই পলিনিসেস। স্বেচ্ছাচারী রাজা ক্রেয়ন যুদ্ধে নিহত পলিনিসেসের মৃতদেহের শেষকৃত্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। খোলা রাজপথে শিয়াল-শকুনের খাদ্য হয়ে পড়ে থাকে তার মৃতদেহ। মৃতদেহের প্রতি এই অসম্মান মেনে নিতে পারে না আন্তিগোনে। রাজাজ্ঞা অমান্য করে পলিনিসেসের মৃতদেহ সসম্মানে সমাধিস্থ করে আন্তিগোনে।

আন্তিগোনে রাজার আদেশ অগ্রাহ্য করে পলিনিসেসের মৃতদেহ সমাধি দেয়। আর বর্তমানে দেশের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কিছু দুর্বৃত্ত জীবন্ত জলঙ্গি নদীকেই সমাধিস্থ করতে উঠেপড়ে লেগেছে। পার্থক্য একটাই — আন্তিগোনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে মৃত পলিনিসেসকে সমাধি দেয় আর আজ ন্যায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্যায়ভাবে জীবন্ত জলঙ্গিকে সমাধিস্থ করা হচ্ছে। হতভাগিনী জলঙ্গির পোড়া কপালে বিধাতা পুরুষ বোধহয় ন্যায় কথাটি লিখতে ভুলে গিয়েছিলেন। জলঙ্গি নদীর সারা শরীর জুড়ে তাই আজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শুধুই অন্যায়। এখন দেশ জুড়ে উন্নয়নের নিশান উড়ছে। উন্নয়নের হাওয়া লেগেছে নদীর গায়েও। উন্নয়নের নামে জলঙ্গির পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে একাধিক সেতু। সম্প্রতি জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য জলঙ্গিবক্ষে দ্বিজেন্দ্র সেতুর পাশে তৈরি হয়েছে একটি নতুন সেতু। কিন্তু নির্মাণকার্য শেষ হয়ে গেলেও নদীগর্ভ থেকে মাটি ও নির্মাণসামগ্রী তুলে ফেলা হয় নি। ঠিকাদার সংস্থা কাজের শেষে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে পাত্তাড়ি গুটিয়ে চলে গেছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সেতু নির্মাণেই সন্তুষ্ট, নদী বাঁচলো না মরলো, তা নিয়ে ভাবিত নয়। এদিকে মাটি ও নির্মাণসামগ্রীতে চাপা পড়ে দমবন্ধ অবস্থায় ছটফট করছে মুমূর্ষু নদী। গতিপথ অবরুদ্ধ। নৌকা চলাচল করতে পারছে না। এবছর দশহরাতে কৃষ্ণনগর থেকে একটা নৌকাও জলঙ্গির জলে ভেসে প্রথামাফিক স্বরূপগঞ্জে যেতে পারে নি।

গত ১৬-১৯ মার্চ কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে হয়ে গেলো 'কৃষ্ণনগর সিঞ্চন নাট্যোৎসব' — নাট্যপার্বণ ২০২৩-২০২৪। ১৮ মার্চ মঞ্চস্থ হয়েছে 'কৃষ্ণনগর সিঞ্চন' -এর নিজস্ব প্রযোজনা 'শ্যামলা গাঁয়ের গল্পগাছা'। কুচক্রী, বিদেশি নীল দত্ত রাজাকে হাত করে উন্নয়নের নামে পাহাড় গুঁড়িয়ে দিতে চায়। পাহাড় না থাকলে হারিয়ে যাবে রূপাই নদী। পুণ্যতোয়া নদীকে বাঁচাতে শ্যামলা গায়ের সাধারণ মানুষ একজোট হয়ে প্রতিবাদ করে। ভয়ে পালিয়ে যায় নীল দত্ত। ভুল বুঝতে পারে রাজা। সুরক্ষিত থাকে শ্যামলা গাঁয়ের শ্যামল শোভা। একইভাবে এখন উন্নয়ন নামক নীল দত্ত রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের 'গাঙ্গিনী', কবি হেমচন্দ্র বাগচীর 'গঙ্গার সখী', নদীয়ার জীবনরেখা জলঙ্গি নদীকে হত্যা করার চক্রান্ত করছে। প্রশাসনের কোনও মাথাব্যথা নেই। আধিকারিকরা শুধু জানেন দামী তোয়ালে দিয়ে ঢাকা রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকতে আর মাস শেষ হলে কড়কড়ে নোট গুনে নিতে। নদী ভোট দেয় না। তাই, নদীর দুখ-কষ্ট দেখার সময় নেই রাজনৈতিক নেতাদের। সাধারণ মানুষ নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে।

এমতাবস্থায় শ্যামলা গাঁয়ের সাধারণ মানুষদের মতোই কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কৃষ্ণনাগরিক একজোট হয়ে জলঙ্গির ওপর হয়ে চলা অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন। ২০১৯ সালের ২৩ জুন জন্ম নিল একটি অরাজনৈতিক নদীপ্রেমী নাগরিক সংগঠন 'সেভ জলঙ্গি'। এই সংগঠনের সদস্য-সদস্যারা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বুঝে নিতে চাইলেন জলঙ্গির শরীরে কোথায় কোথায় কি কি রোগ বাসা বেঁধে আছে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর দলে নাম লেখানো এইসব তরুণ-তরুণীর অন্তরে তখন অনুরণিত হচ্ছে আন্তিগোনের কথা — 'জীবনের মানে কি শুধু সুখ?... জীবনের আর বড় কোনও অর্থ নেই?... নিজের ন্যায়-অন্যায় বোধ, বিবেক-মনুষ্যত্ব — সব বিসর্জন দিয়ে কেবল এই শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে?' এই সময় আসরে নামলেন কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট নদীগবেষক ড বলাইচন্দ্র দাশ। তাঁর একটি গবেষণাপত্র চোখে আঙুল দিয়ে 'সেভ জলঙ্গি'কে দেখিয়ে দেয় যে, নতুন সেতু নির্মাণ হয়ে যাওয়ার পর সেইসব মাটি ও নির্মাণসামগ্রী এখনও জমে আছে নদীগর্ভে, তা তুলে ফেলা হয় নি। শুরু হলো ছুটোছুটি। পৌর এবং জেলা প্রশাসনের দরজায় বারংবার কড়া নাড়তে থাকলো 'সেভ জলঙ্গি'। প্রথমে কৃষ্ণনগর পৌরসভার তৎকালীন প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি জেলাশাসকের সাথে এই বিষয়ে কথা বলেন। পরে তিনি 'সেভ জলঙ্গি'কে জানান, জেলাশাসকের সম্মতি আদায় করে আনতে পারলে পৌরসভাই মাটি তুলে দেবে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত সেই সময় 'সেভ জলঙ্গি' জেলাশাসকের অনুমতি আনতে সক্ষম হয় নি। ২০২২ সালে ৩১ মার্চ জেলা প্রশাসনিক ভবনে জেলাশাসকের উদ্যোগে একটি উচ্চপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক হয়। বৈঠকে যোগ দেয় 'সেভ জলঙ্গি'। সেখানে জলঙ্গির বিভিন্ন দুর্দশার সাথে নদীগর্ভে সেতু নির্মাণের পর সেই মাটি ও নির্মাণসামগ্রী থেকে যাওয়ার কথা তোলে এই নদীপ্রেমী সংগঠন। যদিও এর আগে ২০২০ ও ২০২১ সালে মাননীয় জেলাশাসককে এই সংগঠন যে ডেপুটেশন দিয়েছে, সেখানে নদীর বুক থেকে এই মাটি ও নির্মাণসামগ্রী তুলে ফেলার কথাও বলা হয়েছিল। তারপর ২০২২ সালের আগস্ট মাসে পুনরায় এই বিষয়ে জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় নি। এখানেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এই কাজ পৌর বা জেলা প্রশাসনকে দিয়ে হবে না।

এবার 'সেভ জলঙ্গি' পৌঁছে যায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে। ২০২৩ সালের ২ ডিসেম্বর জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে একটি মেল মারফৎ বিষয়টি জানানো হয়। তারপর ২০২৪ সালের ২৭ মার্চ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কৃষ্ণনগর শাখা অফিসে প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে ডেপুটেশন দেয় 'সেভ জলঙ্গি'। এক মাস পর ৩০ এপ্রিল আবার ডেপুটেশন। এবার জগদ্দল পাথর নড়ে ওঠে। গত ৩ মে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থাকে অবিলম্বে পরিত্যক্ত মাটি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সে সময় আদর্শ নির্বাচন বিধি লাগু থাকা এবং অন্যান্য জায়গায় সড়ক তৈরির কাজ চলতে থাকায় মাটি তোলার কাজ শুরু হয় নি। গত ৪ জুন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর গত ৭ জুন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দিল্লির সদর দপ্তরে পুনরায় মেল করে 'সেভ জলঙ্গি'। গত ১০ জুন সদর দপ্তর থেকে কৃষ্ণনগর শাখায় এই বিষয়ে একটি নির্দেশিকা আসে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থাকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ গত ২৫ জুন পুনরায় চিঠি দেয়। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এবার সুফল পাওয়া গেলো। জলঙ্গিবক্ষ থেকে পরিত্যক্ত মাটি ও নির্মাণসামগ্রী তুলতে শুরু করলো ঠিকাদার সংস্থা। খানিক স্বস্তি পেলো নদী। 'সেভ জলঙ্গি' সফলতার সিঁড়ি বেয়ে এক ধাপ ওপরে উঠে গেলো। কেননা, এই জয় একমাত্র এই নদীপ্রেমী সংগঠনেরই সুদীর্ঘ লড়াইয়ের জয়। এই সত্যকে মানা ছাড়া আর উপায় নেই।

গত ১৭ জুন 'কৃষ্ণনগর সিঞ্চন' আয়োজিত এক স্মারক সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে হয়ে গেলো এই নাট্যদল প্রযোজিত 'দূরবীন' নাটকের একশত মঞ্চায়ন। নাটকের শেষ দৃশ্যে আর্নল্ডের কাছে দূরবীনের দাম জানতে চায় শুভম। প্রত্যুত্তরে আর্নল্ড জানায়, 'মাই চাইল্ড, দিস ইজ আওয়ার হিস্ট্রি। ইটস নট ফর সেল।' নাটক শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এই সংলাপটি প্রেক্ষাগৃহের দেওয়ালে দেওয়ালে অনুরণিত হয়ে বারেবারে যেন ধাক্কা দিতে থাকে প্রতিটি দর্শকের অবচেতনে। সত্যিই তো, আমাদের ইতিহাস, আমাদের ঐতিহ্যই তো এক বড়সড় দূরবীন। এর সাহায্যেই আমরা দেখতে পাই দূরের ভবিষ্যৎকে। ইতিহাস কখনও বিক্রীত হয় না। ইতিহাসকে বিকৃত করাও যায় না। সেই অপচেষ্টা কেউ করলে, তা অপরাধ এবং দেশের জন্য, দশের জন্য তা এক ভয়াবহ ক্ষতিকে ডেকে আনে। ফলশ্রুতিতে তছনছ হয় দেশের, দশের ভবিষ্যৎ। আমরা মাঝেমধ্যেই ভুলে যাই যে, সবচেয়ে বড় বিচারক হলো সময়। সময় ইতিহাস বিকৃতকারী, মিথ্যাবাদীদের চিনে নিয়ে তাদের মুখোশ টেনে খুলে দেবেই। তখন সত্যের অপলাপকারীরা সমাজে মুখ লুকানোর জায়গা খুঁজে পাবে না। তাই, সত্যকে মান্যতা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

জলঙ্গি নদী বাঁচানোর আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে 'সেভ জলঙ্গি'র নাম। নদীপ্রেমী এই সংগঠনকে স্বীকৃতি দেবে সময়। 'সেভ জলঙ্গি' পরিবেশকে ভালবেসে অসুস্থ পরিবেশকে সুস্থ করতে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে, নাম কেনার জন্য শখের পরিবেশ আন্দোলন করছে না। তাই, যখন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে ঠিকাদার সংস্থা জলঙ্গির বুক থেকে পরিত্যক্ত মাটি তুলছে, তখন এই সংগঠন সেখানে উপস্থিত থেকে সময় নষ্ট করতে চায় নি। সংগঠনের সদস্য-সদস্যারা জানেন, 'ধূসর ধূলির পথ - / ভেঙে পড়ে আছে রথ - / বহুদূর — দূর যেতে হবে।' তবে, উল্লিখিত কাজের খোঁজখবর রাখতে ভুলে যান নি তাঁরা। কাজ সন্তোষজনক না হলে, আবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি হবে 'সেভ জলঙ্গি'। এখন পরবর্তী লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এগিয়ে চলেছে এই নদীপ্রেমী সংগঠন। সংগঠনের সদস্য-সদস্যারা এখন বর্ষায় মন ঢেলে দিয়েছেন বনসৃজনে।

নতুন সেতুর নীচের মাটি ও নির্মাণসামগ্রী তোলা হয়ে গেলে 'সেভ জলঙ্গি' নদীর বুকে অবস্থিত অন্যান্য সেতুর নীচেকার মাটি তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। জলঙ্গির জলে ভাসমান অবরোধ সৃষ্টিকারী কচুরিপানা ও প্লাস্টিকজাত বিভিন্ন বর্জ্য তোলার জন্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ শিখরে বারেবারে নাড়া দিয়েছে 'সেভ জলঙ্গি'। এবার সাড়া মিলেছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই নদীর বুকে নামবে কচুরিপানা ও বিভিন্ন প্লাস্টিকজাত আবর্জনা উত্তোলক যন্ত্র। এখন নদী থেকে কচুরিপানা তুলে কৃষিজমিতে জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করে নাইট্রোজেন কমে যাওয়া নদীয়ার মাটিতে নাইট্রোজেন বাড়ানোর লক্ষ্যে এগোচ্ছে এই নদীপ্রেমী সংগঠন। মুমূর্ষু জলঙ্গি নদীর জন্য মৃতসঞ্জীবনী সুধা আনতে বদ্ধপরিকর 'সেভ জলঙ্গি'। এই সংগঠনের সদস্য-সদস্যারা বুক দিয়ে আগলে রাখতে চান নদীকে। তাঁরা যেন সর্বদাই গুনগুন করছেন 'কৃষ্ণনগর সিঞ্চন' -এর 'ও নদী রে' নাটকের শেষদৃশ্যে নাট্যকর্মীদের গাওয়া গান - 'যেও না যেও না নদী / ক্ষণিক ফিরে তাকাও যদি / দু'টি কথা পরাণ খুলে কই / ভালবেসে রাখবো ধরে / বাঁধবো তোরে প্রেমডোরে / পরাণমাঝে থাকিস তুই সই।'

এ হুঁশিয়ারি কি গণতন্ত্রের নাকি স্বৈরতন্ত্রের !

সুপ্রিয় দেবরায়

২১ জুলাই শহিদ মঞ্চের সমাবেশ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের ভাষণ মনে করিয়ে দিল, কলেজ জীবনে 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্রটির সেই গানটি; 'নহি যন্ত্র নহি যন্ত্র, আমি প্রাণী / আমি জানি — রাজা রাখল তাদের চেপে / যারা উঠল পরে খেপে / রাজার আসনখানা করবে টলমল / রাজা ঠিক কিনা ঠিক কিনা, তুই বল।' সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' শুধু বাংলা নয়, বরং সমগ্র উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যেই পড়ে। ছড়ায় লেখা আর হাস্য-রসে ভরা গুপী-বাঘার এই অভিযানটি আপাতদৃষ্টিতে হালকা হলেও মানবসমাজে চিরকাল ধরে চলে আসা এক স্বৈরাচারী রাজের অনাচার-অবিচারের স্পষ্ট সমালোচনা, আর তা হতে উত্তরণের উপায়ের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের কারণে চলচ্চিত্রটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষত বর্তমান এই যুগেও। আপাতদৃষ্টিতে অভিষেকের কথাগুলি শুনে মনে হতে পারে এ তো একটা দলের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত। একেবারে প্রাইভেট কোম্পানির মত টার্গেট পূরণের অক্ষমতার জন্য শাস্তি। কিন্তু খতিয়ে দেখলে এই সিদ্ধান্তের প্রভাব কিন্তু আমাদের নির্বাচনী গণতন্ত্রের জন্য অনুকূল নয়। অনেক বেসরকারী সংস্থাতেই বছরের শুরুতে টার্গেট নির্ধারণের সময় থাকে একটি প্রচ্ছন্ন হুমকি, শুধু বার্ষিক আর্থিক বৃদ্ধি বা পদোন্নতির ভীতি নয়, থাকে চাকরি খোয়াবার আশঙ্কাও। ফলে যেনতেন প্রকারেণ টার্গেট পূরণের চেষ্টাতে রত থাকেন অনেকেই এবং সেটা অনেকসময়ই পূরণ করা হয় অসাধু উপায়েও। তাতে প্রচ্ছন্ন সায়ও থাকে বেসরকারী সংস্থাগুলির। লোকসভা ভোটে তৃণমূলের সংঘঠন পরিচালনার পুরোভাগে ছিলেন অভিষেক। ভোটের ফল ঘোষণার পরে ব্যক্তিগত চিকিৎসার কারণে ছোট বিরতির পর ২১ জুলাই মঞ্চে তাঁর প্রথম রাজনৈতিক কর্মসূচির ঘোষণা। তিনি বলেন, 'যে কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত প্রধান, উপ-প্রধান নিজের ভোটে জিতবেন আর লোকসভা বা বিধানসভা ভোটে তা হবে না, দল আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। যত বড় নেতার ছত্রচ্ছায়ায় থাকুন না কেন! — আগামী তিন মাসে তার ফল আপনারা দেখতে পাবেন। কাউকে রেয়াত করা হবে না।' যে হুঙ্কার দিয়ে তিনি তাঁর এই ভাষণ দিচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন এক স্বৈরাচারী ব্যক্তিবিশেষের কণ্ঠ। এই হুমকি, এই হুঁশিয়ারি কি গণতান্ত্রিক মনোভাব? যে ভাবেই হোক, জিততেই হবে! সেটা তো আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখেছি এবং আংশিকভাবে লোকসভা ভোটেও। লোকসভা ভোটে শহরাঞ্চলের ভোটের হিসেবে রাজ্যের প্রায় ৬০ শতাংশের বেশি পুরসভায় পিছিয়ে রয়েছে তৃণমূল। ওয়ার্ডের হিসেবে বহু পুরসভায় তাদের ফল আরও খারাপ। সমাবেশে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের বক্তব্যে স্পষ্ট নীচুতলার পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান, পুরসভার কাউন্সিলর, পুরপ্রধান ইত্যাদিদের মধ্যে যাঁরা গত লোকসভায় তৃণমূলকে নিজের বুথে বা এলাকায় জেতাতে পারেন নি, তাঁদের শাস্তি হবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না। এই ভাষণ কি শহিদ মঞ্চ থেকে যুক্তিযুক্ত? শুভ-বুদ্ধি সম্পূর্ণ প্রত্যেক পশ্চিমবঙ্গবাসীর কান সেই কবে থেকে উন্মুখ হয়ে আছে, কেউ একজন শহিদ মঞ্চ থেকে ঘোষণা করবেন, 'আর মারামারি রক্তপাত নয়, আমাদের কর্মসূচী; বিনা রক্তপাতে পরবর্তী নির্বাচন সংঘটিত করা। যার জন্যে আমাদের তেরো জন তরতাজা দলীয় কর্মী শহিদ হয়েছিলেন ২১ জুলাই ১৯৯৩ সালে।' এখন তো আবার নির্বাচনী হিংসার সাথে জুড়ে গেছে মধ্যযুগীয় বর্বরতা, নির্যাতন। এই দুর্বৃত্তদের বাড়বাড়ন্ত কি প্রশাসন ও পুলিশের কল্যাণহস্ত ছাড়া সম্ভব! পুকুর বোজানো, গণপিটুনি, নির্যাতন, ধর্ষণ, প্রাণের ভয় দেখানোর মতো জঘন্য সব অপরাধ করেও এই মাতব্বরেরা আখেরে পার পেয়ে যায়। ভিডিও ভাইরাল হলে, কিছুদিনের জন্য লোকদেখানো পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়। এদের বিরুদ্ধেও কি কোনও কর্মসূচি ঘোষণা করা জরুরী ছিল না, এই শহিদমঞ্চ থেকে! ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হল বর্ধিত হারে অর্থ অনুদান প্রায় ৪৩ হাজার পুজো কমিটিগুলিকে, সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি ফি মকুব সহ বিদ্যুৎ বিলে ৭৫ শতাংশ ছাড়। খরচ হতে পারে ৩৬৫ কোটি টাকার বেশি। আগাম ঘোষণা ২০২৫ সালের আর্থিক অনুদানের সংখ্যাও। এটা কি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই! শিক্ষাদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, এই বছর থেকে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারাও ট্যাবের জন্য টাকা পাবেন। এত দিন সেই টাকা বরাদ্দ হত দ্বাদশ শ্রেণির জন্য। ফলে খরচের পরিমাণ বেশি, চলতি বছরে সরকারের ১৫০০ কোটি টাকা খরচ হবে। ট্যাব, মোবাইল, ল্যাপটপের গুরুত্ব সর্বাধিক অনুভূত হয়েছিল অতিমারির সময়। সেই পরিস্থিতি এখন আর নেই। যেখানে স্কুল ভবন সারানোর টাকা নেই, বৃষ্টিতে ছাদ দিয়ে জল পড়ে, ২০১৬ সাল থেকে চলতি বছর পর্যন্ত প্রায় ১৩ লক্ষ পড়ুয়া একাদশ শ্রেণি থেকেই স্কুলছুট; এ কোন শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে আগ্রহী সরকার! শিক্ষক-ছাত্রের অভাবে ধুঁকতে থাকা স্কুলগুলি এবং শিক্ষাব্যবস্থার জন্য এ কোন চমক! এ যেন এক দান-খয়রাতির রাজনীতি, উন্নয়নের নয়। একই জিনিস পরিলক্ষিত সম্প্রতি ঘোষিত কেন্দ্রীয় বাজেটে। কেন্দ্রীয় বাজেটের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করবেন বিশ্লেষণকারীরা, কিন্তু এককথায় এটিও একটি দান-খয়রাতির বাজেট, শরিকদের খুশি করার বাজেট।

যে প্রসঙ্গে ছিলাম, কোনো দলের সাংগঠনিক রদবদল কী হবে সেটা সেই দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু যদি সেই সিদ্ধান্তের প্রভাব বাইরের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পড়ে, তখন তা আলোচনার বিষয় হয়ে যেতেই পারে। বিগত বাম শাসনকালেও, তাদের সাংগঠনিক সংস্কৃতির মন্দ দিকগুলি যখন জনজীবনে পড়েছিল তখন তা সমালোচনার যোগ্য হয়ে উঠেছিল স্বাভাবিকভাবেই। এবং জনগণ ও তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতায় তৃণমূল তার বিরোধিতাও করেছিল। এখন তৃণমূল কংগ্রেসের মত ব্যক্তিকেন্দ্রিক দলে, যেখানে কর্তা বা কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম, সেখানে এবেলা ওবেলা স্নেহভাজন আর অভাজনদের নামের তালিকা পরিবর্তন হবে, কারো কারো ক্ষেত্রে তা চক্রাকারে আবর্তনশীল হবে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের দেশের ভোটারদের তাদের নির্বাচনী বিজ্ঞতা মতদানের জন্য অনেক সময় প্রশংসা করা হয়। তারা লোকসভা, বিধানসভা, পৌরসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে আলাদা আলাদা বিবেচনার ওপর নির্ভর করে অনেক সময় ভোট দেন। ফলে তাঁদের পছন্দের দল ও প্রার্থী, নির্বাচন সাপেক্ষে অনেক সময় পরিবর্তন হয়। এটা ভারতীয় গণতন্ত্রের বহুবর্ণিল চরিত্রের একটি পরিচয়। আর এবার লোকসভা ভোটে শহরাঞ্চলের ভোটের হিসেবে রাজ্যের প্রায় ৬০ শতাংশের বেশি পুরসভায় তৃণমূলের পিছিয়ে থাকার কারণ সর্বজনবিদিত। এটির সংশোধনের কোনও প্রয়াস না দেখিয়ে, কণ্ঠের শিরা ফুলিয়ে অভিষেকের এই ফতোয়া পরোক্ষে এই নির্বাচকমণ্ডলীর স্বাতন্ত্র্যকেই অস্বীকার করতে চায়। চাপিয়ে দিতে চায় একদলীয় শাসনব্যবস্থার আধিক্য বা আধিপত্য। কারণ শাস্তির ভয়ে উৎপীড়িত নেতারা তাঁদের নিজের নিজের এলাকায় এরপর থেকে যেনতেন প্রকারেণ জয়ের জন্য আরও মরিয়া হয়ে উঠবেন। তাঁরাও নিজের এলাকার ভোটারদের একইভাবে জবাবদিহি চাইবেন যে পুরসভা বা পঞ্চায়েতে তাঁরা তৃণমূলকে ভোট দিলেও লোকসভায় কেন দেননি। ইভিএমে ভোটপ্রদান করায় এখন বুথভিত্তিক ও এলাকাভিত্তিক ভোটারদের ভোটদানের প্রবণতা সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব। ফলত এই জবাবদিহি চাওয়া, পরিষেবা সাময়িক বন্ধ রেখে এলাকার মানুষের ওপর চাপ তৈরি করা; যেটা ইতিমধ্যেই ঘটছে কিছু এলাকায় এবং আরও ঘটবে এবং বাড়বে। হয়তো কলকাতার কোনও সাংবাদিক এই নিয়ে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করার সাহস নাও দেখাতে পারেন। ২১ জুলাইয়ে নেওয়া দলীয় কর্মসূচির পালা শেষ। অনুরোধ সেই দলীয় নেতাদের প্রতি একজন সাধারণ জনগণ হিসেবে, একবার গিয়ে দাঁড়ান আয়নার সামনে, ভুলে যান ভোটে জেতার আত্মতুষ্টি কিছুক্ষণের জন্যে। প্রশ্ন করুন নিজেকেই, দেখতে পাবেন তৃণমূল জমানায় পশ্চিমবঙ্গের দিনকাল কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে! যে গণতন্ত্র কায়েম করতে জনগন সরকারের বদল ঘটিয়েছিল ২০১১ সালে, সেই সাম্য কি ফিরে এসেছে, নাকি স্বৈরতন্ত্র নিজের নিয়মেই নিজেকে প্রসারিত করছে!

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সম্পাদকীয়

দেশ ও প্রজন্মের স্বার্থে সরকারের প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে নজর দিতেই হবে

রাজ্যের সরকার-পোষিত বিদ্যালয়গুলোর খুবই দুরবস্থা। এর অন্যতম উদাহরণ বেশ কিছু অঞ্চলের বেশ কয়েকটি সরকার-পোষিত বিদ্যালয়, যেগুলি হয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর নাহয় ছাত্রাভাবে ধুঁকছে। এর মধ্যে কলোনি এলাকার প্রাথমিক স্কুলগুলোও আছে। এই সব ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রথম থেকেই সরকার-পোষিত ছিল না। সমাজের বিভিন্ন মানুষের বদান্যতায় পরাধীন ভারতবর্ষে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষার প্রসারের জন্য এগুলি গড়ে উঠেছিল। অনেক গুণী মানুষ এই সব সাবেক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। অথচ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান হাল দেখলে অনুমান করা যায় যে, সরকারের সুনজরের অভাবেই আজ তাদের এমন ভগ্নদশা। সরকারের পরিকল্পিত অবহেলা ও ভ্রান্ত নীতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে যেমন এখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে, তেমনই বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকেও কোনও নজর দেওয়া হয়নি। এই সুযোগে বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোর, যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ অর্থের দিক থেকে সহজসাধ্য নয়। সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির এতই করুণ অবস্থা যে, সেখানে ছাত্রাভাবে অনেক বিভাগ উঠিয়ে দিতে হচ্ছে। কোনও কোনও বিদ্যালয়ে মাস্টারমশাই বা দিদিমণিরা যথেষ্ট ছাত্রছাত্রী না থাকায় স্টাফরুমে বসে অলসবেলা কাটিয়ে দিনের শেষে বাড়ি চলে যাচ্ছেন। বেশ কিছু স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা আসছে শুধুমাত্র মিড-ডে মিলের জন্য। দিদিমণি মাস্টারমশাইরাও মিড-ডে মিলের ব্যাপারটা দেখে নিয়ে আর পড়াশোনার দিকে নজর দিচ্ছেন না। বরং দায়সারা গোছের দায়িত্ব সেরে বাড়িতে গিয়ে মন দিয়ে গৃহশিক্ষকতা করছেন। প্রশ্ন হল, স্বাধীনতার সাতাত্তর বছর পরে কি আমরা এই শিক্ষাব্যবস্থা চেয়েছিলাম, যেখানে নীরবে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অপমৃত্যু ঘটবে আর বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ভুঁইফোঁড়ের মতো গজিয়ে উঠে রমরম করে ব্যবসা চালাবে? দেশ ও প্রজন্মের স্বার্থে সরকারের কাছে আবেদন, প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি নজর দেওয়া হোক। শুধুমাত্র শিক্ষা নয়, ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের প্রতিও নজর দিতে হবে। বিশেষ করে স্কুলের পরিবেশ এমন হোক যেখানে ছাত্রছাত্রীরা আসতে উৎসাহ পাবে। এই দশকের শপথ হোক; প্রতিটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেন হয়ে উঠতে পারে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের মন্দির।

আনন্দকথা

উপরে বিদ্যাসাগর থাকেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটি কামরা, তাহার পূর্বদিকে হলঘর। হলের দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটি কামরা আছে — এই কয়টি কামরা বহুমূল্য পুস্তক পরিপূর্ণ। দেওয়ালর কাছে সারি সারি অনেকগুলি পুস্তকাধারে অতি সুন্দররূপ বাঁধানে বইগুলি সাজানো আছে। হলঘরের পূর্ব সীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। বিদ্যাসাগর যখন বসিয়া কাজ করেন, তখন সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাঁহারা দেখাশুনা করিতে আসেন, তাঁহারাও টেবিলের চতুর্দিকে চেয়ারে উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর লিখিবর সামগ্রী — কাগজ, কলম, দোয়াত, ব্লটিং, অনেকগুলি চিঠিপত্র, বাঁধানো হিসাব-পত্রের খাতা, দু-চারখানি বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তক রহিয়াছে — দেখিতে পাওয়া যায়। ওই কাষ্ঠাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাতে খাট-বিছানা আছে — সেইখানেই ইনি শয়ন করেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

কল্পনা দত্ত

১৯১৩ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী কল্পনা দত্তের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট গিটার শিল্পী বিশ্ব মোহন ভাটের জন্মদিন।*
১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাহুল বোসের জন্মদিন।*

ডেঙ্গুতে শিলিগুড়ির শিশু মৃত্যুতে শিক্ষা এবার বিষ্ণুপুরে পথে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: চলতি সপ্তাহে শিলিগুড়িতে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয় এক শিশুর। সংবাদমাধ্যমে এ খবর দেখে কমবেশি প্রত্যেকেই। এবার শিলিগুড়িতে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগেভাগেই নিজেদের গ্রামকে সুরক্ষিত রাখতে পথে নেমে পড়ল স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাঁচারা। এ ছবি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ব্লকের চৌকান গ্রামের।

এদিন চৌকান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাঁচারা নিজেদের হাতে করে চৌকান গ্রামের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঝোপ-জঙ্গল সাফ করলেন। পাশাপাশি গ্রামের মাঝখান দিয়ে যাওয়া ড্রেনের মধ্যে এবং বিভিন্ন বাড়ির আশপাশে ব্লিচিং পাউডার ছড়াতেও দেখা যায় ছাত্রছাত্রীদের। শুধু তাই নয়, ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কারের সময় ছাত্রছাত্রীদের পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে সামাজিক সচেতনতা করতেও দেখা যায়, প্রধান শিক্ষক দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়কে। এই ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করার উপকারিতা বোঝান প্রধান শিক্ষক।

স্কুলের ছাত্রীরা জানায়, তারা টিভিতে দেখেছে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে এক শিশুর। যে কারণে তারা আগেভাগেই নিজেদের গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখছে, যাতে মশার বংশবিস্তার না ঘটে এবং মশার কামড়ে যাতে কাউকে মরে যেতে না হয়। চৌকান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়ের দাবি, ছাত্রছাত্রীদের এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যাতে করে বাড়িতে গিয়েও গুরুজনদেরও এই শিক্ষা দিতে পারে তারা ডেঙ্গু সচেতনতায়।

জেলাশাসকের বাজার পরিদর্শনেই আসানসোলে কমল আলুর দাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আলু সরবরাহকারী ব্যবসায়ী সংগঠন তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করার পর পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক এস পোন্নবলম বৃহস্পতিবার রাতে আসানসোলের বিভিন্ন খুচরো ও পাইকারি বাজার পরিদর্শন করার পর শুক্রবার সকাল থেকে এক ধাক্কায় অনেকটা দাম কমল আলুর।

উল্লেখ্য, আলুর দাম স্বাভাবিক করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভিন রাজ্যের আলু রপ্তানি করা বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। তারই প্রতিবাদে আলু সরবরাহকারী রাজ্যের ব্যবসায়ী সংগঠন রাজ্যে আলু সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। স্বভাবতই আলুর দাম কিলো প্রতি ১০ থেকে ১৫ টাকা বেড়ে ৪০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে। কপালে ভাঁজ পড়ে বিক্রেতা থেকে শুরু করে ক্রেতাদের মধ্যে। পরে আলু সরবরাহকারী ব্যবসায়ী সংগঠন ধর্মঘট প্রত্যাহার করলে স্বাভাবিক হতে থাকে আলু সরবরাহ।

আলু সরবরাহ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতেই বৃহস্পতিবার রাতে আসানসোলের জিটি রোড সংলগ্ন মুখ্য বাজার, আসানসোল কোর্ট সংলগ্ন সবজি বাজার পরিদর্শন করেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক। এই পরিদর্শনের পর শুক্রবার সকালে শহরের বিভিন্ন খুচরো বাজারে এক ধাক্কায় আলুর দাম কমে ৩০ থেকে ৩৫ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে। ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের আশা আলু সরবরাহ বাড়লে আরও কমবে আলুর দাম।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

SBI | **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, দক্ষিণবঙ্গ**
জীবনদীপ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন-(০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স-(০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু:
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি দক্ষিণবঙ্গ শাখা-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১৬.০১.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **ঋণগ্রহীতাগণ: (১) শ্রী মানবেন্দ্র মন্ডল** প্রয়াত দিলীপ কুমার মন্ডলের পুত্র **(২) শ্রীমতী রীতা মন্ডল** প্রয়াত দিলীপ কুমার মন্ডলের স্ত্রী -কে নোটিশে উল্লিখিত **২৭,৩৩,৫৭৫.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র)** ১৬.০১.২০২৪ অনুযায়ী সেইসঙ্গে ১৭.০১.২০২৪ থেকে অতিরিক্ত সুদ পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **২৫ জুলাই,২০২৪** তারিখে, উক্ত এক্টের রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ -এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **২৭, ৩৩,৫৭৫.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র)** ১৬.০১.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৭.০১.২০২৪ থেকে বকেয়াকৃত তদুপরি আরও সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট একতলায় পূর্ব দিকে (সামনের অংশে) পরিমাণ কমবেশি ৫১৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ফ্ল্যাট নং জি-১ ‘‘অলংকার অ্যাপার্টমেন্ট’’ , ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট তিনতলা ভবনে অবস্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ৮৩১, পূর্বাচল রোড, থানা : কসবা, কলকাতা ৭০০০৭৮, ওয়ার্ড নং ১০৬ অধীন, সাব রেজিস্ট্রি অফিস পূর্বতন আলিপুর, বর্তমানে : শিয়ালদহ, অ্যাসেসি নং ৩১-১০৬-১৭-০৮৩১-৯। সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-৫ আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, স্বত্বাধিকারী শ্রী মানবেন্দ্র মন্ডল পিতা প্রয়াত দিলীপ কুমার মন্ডলএবং রীতা বর্মন মন্ডল স্বামী প্রয়াত দিলীপ কুমার মন্ডল , উল্লেখ্য দলিল নং ১-৬৩০০১৩৮৮-২০২১ সালের। **অ্যাপার্টমেন্ট এর চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী) :** উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া চলার পথ মালিক কর্তৃক ব্যবহৃত শ্রীমতি শেফালী নন্দী উক্ত প্রেমিসেসের। পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া চলার পথ বর্তমানে কেএমসি রোড, পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ৯৯২।

দ্রষ্টব্য: দখলের নোটিশটি ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিষেবার পরিবর্ত পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ: ২৫.০৭.২০২৪
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি- দক্ষিণবঙ্গ

মালদার বাজারে ৩৬ থেকে ২৬ টাকা কিলো দরে নামল আলুর দাম !

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপের পর অবশেষে মালদার বাজারে ২৬ টাকা দরে বিক্রি হতে শুরু করেছে আলু। উত্তরবঙ্গের মালদা জেলাতেই সর্বপ্রথম শুক্রবার থেকেই এক ধাক্কায় ৩৬ টাকা থেকে ২৬ টাকা কিলো দরে আলুর দর নেমে এসেছে। এজন্য জেলা প্রশাসনকে সাধুবাদ জানিয়েছে মালদার সাধারণ নাগরিকেরা। পাশাপাশি জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া আলুর কালোবাজারি রুখতে গত জুন মাস থেকেই ময়দানে নেমে তদারকি শুরু করেছিলেন। গঠিত হয়েছিল টাস্কফোর্স। সেই টাস্কফোর্সের কর্তারা শহর থেকে গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন বাজারগুলিতেও নিয়মিত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি দফায় দফায় হিমঘর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার করে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে জেলা প্রশাসন। দু’দিন আগেও যেভাবে আলুর দাম বেড়ে গিয়েছিল, সেখ ানে মালদার বিভিন্ন বাজারে ২৬ টাকা কিলো দরে শুরু হয়েছে আলু বিক্রি। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার আলুর দর স্বাভাবিক রাখ তেই কড়া নির্দেশ জারি করেছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আলুর পাইকারি বিক্রেতা, হিমঘর কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার বৈঠক করা হয়েছে। অবশেষে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আরো দুই টাকা কমিয়ে ২৪ টাকা কিলো দরে খুচরো বাজারে আলু বিক্রির হবে বলেও জানিয়েছেন জেলাশাসক। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় ১৩টি হিমঘর রয়েছে। প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টন আলু মজুত রয়েছে বিভিন্ন হিমঘর গুলিতে। যেসব পাইকারি বিক্রেতা অথবা কৃষকেরা আলু হিমঘরগুলিতে মজুত রেখেছেন, তাদেরকে সরকারি সহায়ক মূল্যে হিমঘর থেকে আলু তুলে নিয়ে খোলা বাজারে খুচরো বিক্রেতাদের কাছে স্বাভাবিক মূল্যে বিক্রির নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। এক্ষেত্রে হিমঘর কর্তৃপক্ষগুলিও যাতে সহযোগিতা করে সে কথাও জানানো হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তবে কোনও হিমঘরে কৌশলে আলু মজুত করে রাখা যাবে না বলেও জানিয়েছিল প্রশাসন। একাধিকবার এইসব বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক করার পরেই আলুর দম অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের কর্মকর্তাদের এক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি হিমঘর কর্তৃপক্ষগুলিকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে কোনওভাবেই বিনা কারণে আলু মজুত না রাখে। স্বাভাবিক মূল্যে পাইকারদের মাধ্যমে খুচরা বাজারে যাতে আলো বিক্রি হয় সেদিকেও নিয়মিত নজর রাখছে জেলা প্রশাসন।

উল্লেখ্য আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইতিমধ্যে মালদা জেলায় ৪৩টি জায়গায় সহায়ক মূল্যে আলু বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। এছাড়াও শহর থেকে গ্রামীন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ সাতটি গাড়িতেও আলু বিক্রি করা হচ্ছে।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন ,সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বাজারে গিয়ে আলুর দাম স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে প্রচার চালানো হচ্ছে। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, আলুর দর এখন মালদা জেলায় ২৬ টাকা কিলো। আশা করছি কয়েকদিনের মধ্যে ২৪ টাকা কিলো দরে নেমে যাবে।

কাউন্সিলরের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের তেলিপুকুর এলাকায় কাউন্সিলর রূপালী কৈবর্তর উদ্যোগে সত্তরটি গাছের চারা লাগানো হয়। এছাড়াও ওয়ার্ডে মোট ৩০০টি গাছের চারা লাগানো হবে বলে জানিয়েছেন কাউন্সিলর রূপালী কৈবর্ত। তিনি জানিয়েছেন, তেলিপুকুর এলাকায় জাতীয় সড়কের ঠিক পাশের জায়গাটি আগে অপরিচ্ছন্ন নোংরা আবর্জনায় ভরে থাকত পুরসভার পক্ষ থেকে জায়গাটি পরিষ্কার করে এখানে গাছের চারা লাগানো হচ্ছে। এই জায়গাটিতে আশপাশের এলাকা এবং যেখান সেখান থেকে মানুষ এসে নোংরা আবর্জনা ফেলে দিয়ে চলে যেত তাই জায়গাটি পুরসভার পক্ষ থেকে অধিগ্রহণ করে পরিষ্কার করা হয় তারপরে গাছের চারা লাগানোর কাজ চলছে এবং এর চারপাশে গাছে চারা লাগিয়ে সৌন্দর্যায়ন করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এই এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশ বরাবর একটি পুকুর ছিল সেই পুকুরটি বুজিয়ে বেড়া লাগিয়ে সেখানেও গাছের চারা লাগিয়ে সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত ছাত্রনেতার মৃত্যুবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ছাত্র আন্দোলন করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল অখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ১৯৭৩ থেকে অখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়ে আসছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজবাটি ক্যাম্পাসে। সেখানে বসানো রয়েছে তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তি। সেই মূর্তিতে দীর্ঘ দিন ধরে তৃণমূলের নেতা শ্যামাদাস বৈরাগ্য উদ্যোগ নিয়ে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে আসছেন। কংগ্রেসের আমলে একটি দলীয় কর্মসূচির সময় পেছন থেকে ছুরি মেরে দুষ্কৃতীরা আঘাত করেছিল অখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেখানেই তিনি মারা যান।

ওই সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেস সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। সেই ঘটনার পর থেকেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় রাজবাটি ক্যাম্পাসে তাঁর পথিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

সিজবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
(CIN: U65191WB1994PLC065401)
রেজিঃ অফিস: কেসিআই প্লাজা, ৮ম তল, ২৩সি, আশুতোষ এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯
ফোন: ০৩৩-২৪৫৪-৩০৬৩, ই-মেল: co@kirtivardhan.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি নোটিস

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বুধবার বিকেল ৪.০০টায় হাইব্রিড মোডে অনুষ্ঠিত হবে এবং এছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/আদার অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে এজিএমের নোটিসে বর্ণিতমতো সাধারণ কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য যা এজিএম আহ্বানে প্রচারিত হবে :-

১) ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণ গ্রহণ করা।

২) ডিরেক্টর(বর্গ) নিয়োগ করা।

প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী এজিএম-এর নোটিস এবং ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট নোটিস পাঠানোর কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ৯ অগস্ট, ২০২৪ তারিখমতো যাঁদের ইমেল অ্যাড্রেস কোম্পানি/ডিপজিটরি-র কাছে রেজিস্টার্ড আছে সেইসব সদস্যকে কেবল বৈদ্যুতিন মোডে পাঠানো হবে। সুতরাং সদস্যদের এতদ্দ্বারা অনুরোধ করা হচ্ছে অবিলম্বে কোম্পানিতে **co@kirtivardhan.com**/ রেজিস্টারস-র কাছে – **mcssta@rediffmail.com**/ডিপজিটরির কাছে তাঁদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার্ড/ হালনাগাদ করাতে। নোটিসের হার্ড কপি এবং বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাওয়া যাবে।

এজিএম-র সময় কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং সেইসঙ্গে ভোটিং-এর ব্যবস্থাও করবে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলি এজিএম -এর নোটিসে দেওয়া হবে। কোম্পানি শ্রী অমিত চোরারিয়া, প্র্যাকটিসিং চ্যার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট -কে ভোটিং প্রক্রিয়ার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করেছে।

কোনও প্রশ্ন বা বিষয়ের ক্ষেত্রে যোগাযোগ করা যেতে পারে এখানে — কোম্পানি - **co@kirtivardhan.com**/রেজিস্টারস- **mcssta@rediffmail.com.**

সিজবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
এ. কে. কানোরিয়া
ডিরেক্টর
DIN : 00093666

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৫ জুলাই, ২০২৪

অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিঃ
রেজিঃ অফিস: ১৩/৩ স্ট্র্যান্ড রোড,
কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন: ২২২৬ ৮৬১৯
ফ্যাক্স: ২২২৯ ৯১২৪
ই-মেল : Kolkata@alfredherbert.com
ওয়েবসাইট : www.alfredherbert.co.in
CIN: L74999WB1919PLC0035169

বিজ্ঞপ্তি

৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখ শুক্রবার কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং তিন মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড) নথিভুক্ত করা হবে।

পর্ষদের পক্ষে
শোভনা শেঠি
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং
চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৬.০৭.২০২৪

আইপ্রো ক্যাপিটাল লিঃ
CIN: U51491WB1947PLC061685
বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: ipro.capital@gmail.com ফোন নং : (০৩৩) ৪০৮২ ৩৭০০/২২২০ ০৬০০
ওয়েবসাইট: iprocapital.in

বিজ্ঞপ্তি
(কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য দ্রষ্টব্য)
বিষয় : কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার হস্তান্তর করা হবে ডিম্যাট খাতায় ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথোরিটিতে

কোম্পানি আইন ২০১৩, ধারা ১২৪(৬) সঙ্গে পঠিতব্য ইনভেস্টার এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) আইন ২০১৬ সঙ্গে পঠিতব্য যা বর্ণনা করছে বিভিন্ন পরিবর্তন।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, রুলস অনুযায়ী যদি কোম্পানির ইনভেস্টার এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (‘‘দি অথোরিটি’’)-এর ডিম্যাট খাতায় থাকা সমস্ত শেয়ার স্থানান্তরকরণের ক্ষেত্রে যদি কোনও ডিভিডেন্ড কেউ দাবি না করে থাকেন, সাত বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য।

উপরিউক্ত আইনের বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারগণকে তাদের শেষ নথিভুক্তকৃত ঠিকানায় যোগাযোগ করেছেন যারা আর্থিক বর্ষ ২০১৬-১৭ ও তৎপরবর্তী সময়ের ডিভিডেন্ড দাবি না করে থাকেন সেই সম্পর্কিত কার্যের বিবরণ দিয়েছেন।

কোম্পানি সেইসমস্ত শেয়ারহোল্ডারগণের ফোলিও নং অথবা ডিপি আইডি/ক্লায়েন্ট আইডি এবং ইক্যুইটি শেয়ার সংখ্যা যা ডিম্যাট খাতায় পরিবর্তিত হবে তার বিবরণ আপলোড করেছেন তার ওয়েবসাইট iprocapital.in -তে। শেয়ারহোল্ডারগণকে ওই ওয়েবসাইট থেকে ডিভিডেন্ডের বিবরণ যা ভাঙানো হয়নি এবং ইক্যুইটি শেয়ারের বিবরণ যা ডিম্যাট খাতায় পরিবর্তিত হবে তা ওয়েবসাইট থেকে যাচাই করে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

এই বিষয়ে যুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ যাদের ইক্যুইটি শেয়ার আছে ফিজিক্যাল ফর্মে এবং তাদের ইক্যুইটি শেয়ারগুলি অথোরিটি অ্যাকাউন্টের ডিম্যাটে স্থানান্তরিত করার জন্য বাধ্য তাঁরা লক্ষ্য করবেন যে, কোম্পানি আসল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি)-এর পরিবর্তে নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) ইস্যু করবেন ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করার জন্য এবং এব্যাপারে আইন অনুযায়ী আসল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) যেগুলি নিবন্ধভুক্ত আছে সেগুলি স্বয়ংক্রীয়ভাবে বাতিল হবে এবং অ-আলোচনাযোগ্য হিসেবে গণ্য হবে। যেসমস্ত সভ্যগণের ইক্যুইটি শেয়ার ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে আছে এবং যেসমস্ত ইক্যুইটি শেয়ারগুলি ডিম্যাট খাতায় পরিবর্তিত হবে তাদের জন্য কোম্পানি তার কর্পোরেট কাজের দ্বারা ডিপোজিটরিকে জানিয়ে দেবেন। শেয়ারহোল্ডারগণ আরও লক্ষ্য করুন যে, কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে যে বিবরণ আপলোড করেছেন তা নতুন সার্টিফিকেট(গুলি) জারি করার জন্য যথেষ্ট সময় প্রদান করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে, যার দ্বারা ইক্যুইটি শেয়ারগুলি ডিম্যাট খাতায় পরিবর্তিত হবে।

শেয়ারহোল্ডারগণ লক্ষ্য করুন যে, অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড এবং যেসমস্ত শেয়ারসমূহ আইইপিএফ খাতে/ডিম্যাট খাতায় জমা করা হয়েছে সেখানে ওই সম্পর্কিত শেয়ারের ক্ষেত্রে সুবিধাসমূহ একইরকম থাকবে এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রথাগত মাধ্যমে আইইপিএফ থেকে দাবি করা যায়।

যদি কোম্পানি ২০.০৯.২০২৪ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারের কাছ থেকে কোনও বৈধ দাবি না পান তবে রুলস-এ বর্ণিতমতো পদ্ধতি মেনে অথরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে তা হস্তান্তর করা হবে।

শেয়ারহোল্ডারগণের এই বিষয় এবং রুলস সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন/জ্ঞাতব্য যদি থাকে তবে তাঁরা যোগাযোগ করতে পারেন কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অথবা মাহেশ্বরী ডেটোমেটিক্স প্রাঃ লিঃ, রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট, ২৩ আরএন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১ ফোন: +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮/২২৪৩ ৫০২৯, ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৪৭৮৭; ই-মেল mdpldc@yahoo.com -তে যোগাযোগ করুন।

আইপ্রো ক্যাপিটাল লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
ইউ সি জৈন
ডিরেক্টর
DIN: 00008980

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬.০৭.২০২৪

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর,
জেলা: বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং- ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১) দেখুন]

এ/সি নং- ৪২৩৬৩০১০০০০০২২৮, ৪২৩৬৭৩৬১০০০০১৫৫, ৪২৩৬৬৫৯১০০০০০১১

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৪.০৭.২০২৩** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **মেসার্স মহাপ্রভু মুড়ি মিল, স্বত্বাধিকারী- শ্রী নিতাই সরকার** - কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ **১১,৭৪,৫৫৪.২৪ টাকা (এগারো লাখ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন টাকা চব্বিশ পয়সা মাত্র)** অনাদায়ী সুদ সহ উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, **২৩ শে জুলাই, ২০২৪ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১১,৭৪,৫৫৪.২৪ টাকা (এগারো লাখ চুয়াত্তর হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন টাকা চব্বিশ পয়সা মাত্র)** এবং তার উপর সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম) এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

শ্রী নিতাই সরকারের নামে ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা সাতগাছিয়া, জেএল নং ৮১, এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৮৭, এল.আর. প্লট নং ৯৫, গ্রাম ও পোস্ট- সাতগাছিয়া, থানা- মেমারি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪২২ দলিল নং. আই, ১৮৪২ সাল-১৯৯৯। **পরিবেষ্টিত: উত্তরে**- সাধারণ পথ তারপর জগলাল চৌধুরীর বাড়ি, দক্ষিণে- শঙ্কর কীর্তনিয়ার সম্পত্তি, পূর্বে- লক্ষন মণ্ডলের খালি জমি, পশ্চিমে- মেমারি মালন্ধা রোড দ্বারা।

তারিখ: ২৩.০৭.২০২৪, স্থান: সাতগাছিয়া **অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস- চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২১০৩
ফোন নং: (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেইল: zochinsurah@indianbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে রুল ৮-এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল করেছেন ।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণএবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে ।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বিবরণ
১.	**অ্যাকাউন্ট : শ্রী সুব্রত মুখার্জি, ঋণগ্রহীতা :** শ্রী সুব্রত মুখার্জি, পিতা সত্য বিজয় মুখার্জি, ফ্ল্যাট নং ৪০৪, ৪র্থতল, ১৪৪ বীরেশ্বর ব্যানার্জি স্ট্রিট, পো : ভদ্রকালী, থানা : উত্তরপাড়া,জেলা : হুগলি,৭১২২৩২, পঃবঃ। **শাখা :** রিষড়া।	১৫.০৭.২০২২ এবং ২২.০৭.২০২৪	**১৬৬৮৫৫২/- টাকা** (ষোলো লক্ষ আটষট্টি হাজার পাঁচশত বাহান্ন টাকা মাত্র) ১৫.০৭.২০২২ অনুযায়ী এবং উক্ত পরিমানের উপর ১৬.০৭.২০২২ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে আরো সুদ বহন করে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চার্জ এবং খরচ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪০৪, ৪র্থতল, পরিমাণ ৮১১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি অবিস্থত আরএস দাগ নং ১৫১৮ এবং ১৫১৯ , এলআর দাগ নং ৩৬১৩ এবং ৩৬১৮, আরএস খতিয়ান নং ৮৭৭স এলআর খতিয়ান নং ৪৪১০, ৪৪৪৬, ১২৮৭, ৮৫৫৪, ৮৫৫০ এবং ৮৫৫৬ , মৌজা : উত্তরপাড়া কোতরং, জেএল নং ৮, হোল্ডিং নং ১৪৪, বীরেশ্বর ব্যানার্জি স্ট্রিট, থানা: উত্তরপাড়া, পোঃঅঃ- ভদ্রকালী, জেলা : হুগলি, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৬২২ তারিখ ১০.০২.২০২০ , বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০২০, পৃষ্ঠা ২০৯৮৯ থেকে ২১০২৫, এডিএসআর উত্তরপাড়া, স্বত্বাধিকারী শ্রী সুব্রত মুখার্জি।

তারিখ: ২৭.০৭.২০২৪, স্থান: ব্যান্ডেল **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

UCO Bank

জোনাল অফিস : বালাসোর
ও. টি. রোড, পুলিশ লাইন ছক -এর নিকটে,
বালাসোর, ওড়িশা-৭৫৬০০১

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
(সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ অধীন)

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য ই-নিলামের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি এবং নথি দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় : ২১.০৮.২০২৪ বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত

২০০২ সালের (২০০২-এর ৫৪ নং) সিকিউরিটাইজেন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট -এর অধীন ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়। যেহেতু, ইউকো ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস -এর এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহ দখলীকৃত **‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যেখানে যা আছে’’ এবং ‘‘যে অবস্থায় আছে’’** ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক তার বকেয়া সুদ আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের **ধারা ১৩(৪) অধীনে** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে উসুল করবেন।

ক্র. নং	সুগো শাখা / ঋণগ্রহীতাগণের / জামিনদারগণের নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	বিজ্ঞপ্তির পরিমাণ	দাবি/দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	মজুত মূল্য/ ইএমডি	শাখা ম্যানেজারের নাম এবং ঠিকানা
১.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স রাধামাধব ট্রেডিং, স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী রাধারাণী প্রামানিক,** ঠিকানা: সুনাকানিয়া, পোঃঅঃ : দাঁতন, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪২৬ / **জামিনদারগণ: ১) সুরেন্দ্রনাথ প্রামানিক,** পিতা ভরত চন্দ্র প্রামানিক, **২) রাজেশ কুমার প্রামানিক,** পিতা সুরেন্দ্রনাথ প্রামানিক, **৩) উত্তম কুমার প্রামানিক,** পিতা সুরেন্দ্রনাথ প্রামানিক, **সকলের ঠিকানা:** সুনাকানিয়া, পোঃঅঃ : দাঁতন, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪২৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী **১) শ্রী সুরেন্দ্রনাথ প্রামানিক,** গ্রাম /মৌজা : সুনাকানিয়া, পো : দাঁতন, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৪২৬, খাতা নং : ১৭৬, ২৩৭, ২৯৩/১, প্লট নং ২১৪ (অংশ), ২১৫ (অংশ), ২১৩ (অংশ), **এরিয়া : এসি.০.০০৫ ডেসি., এরিয়া : এসি.০.০৮০ ডেসি., এরিয়া : এসি.০.০৫০ ডেসি., চিহ্নিত স্থান : রেলওয়ে/বাস স্ট্যান্ড থেকে দূরত্ব ৫ কিমি, ২) শ্রী রাজেশ কুমার প্রামানিক,** গ্রাম /মৌজা : সুনাকানিয়া, পো : দাঁতন, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৪২৬, খাতা নং ২২৭/২, প্লট নং ২১৪/(অংশ), ২১৫ (অংশ), **এরিয়া : এসি.০.০৩০ ডেসি., এসি.০.০৩০ডেসি. চিহ্নিত স্থান : রেলওয়ে/বাস স্ট্যান্ড থেকে দূরত্ব ৫ কিমি, ৩) উত্তম প্রামানিক,** গ্রাম / মৌজা : সুনাকানিয়া, পো : দাঁতন, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৪২৬ , খাতা নং ২৪/১, প্লট নং ২১৪ (অংশ), ২১৫ (অংশ), **এরিয়া : এসি.০.০২০ ডেসি., এরিয়া : এসি.০.০৪০ ডেসি., চিহ্নিত স্থান : রেলওয়ে/বাস স্ট্যান্ড থেকে দূরত্ব ৫ কিমি,** সম্পত্তির ধরন: বসবাসের বাস্তু, সম্পত্তির উপ শ্রেণি : জমি এবং তদস্থিত ভবন, স্বত্ব বিস্তারিত : বিক্রয় দলিল , নির্মিত : ১৩০৬৩ বর্গফুট, ভবনের বয়স : ৪৮ বছর।	₹৪৮,০৯,৮১৩/- ৩১.০৮.২০১৫ তারিখ অনুযায়ী + সুদ এবং অন্যান্য খরচ	১১.০৯.২০১৫ / ২২.০১.২০১৬	₹৫৯,৯১,৬৫০/- / ₹৫,৯৯,১৬৫/-	জয় পট্টনাইক মোঃ নং : ৯৯৪০৯৫৫১০৮

ই-অকশনের তারিখ এবং সময় : ২২.০৮.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে রাত ৮.০০টার মধ্যে
(প্রতিটি ১০ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ সহ)

অনলাইন ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি : ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রলসের নির্ধারিত নিয়ম এবং শর্তাধীনে এবং নিম্নোক্ত অতিরিক্ত শর্তাধীনে বিক্রয় সম্পাদিত হবে।
১) নিলাম বিক্রয় সম্পাদিত হবে ‘‘অনলাইন মাধ্যমে ই-নিলামে’’ পোর্টাল **https://ebkray.in/education-psb/x-login তারিখ ২২.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।** ২) আগ্রহী ডাকদাতারা সংশ্লিষ্ট পোর্টালে **https://ebkray.in/education-psb/x-login** তাদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। ৩) নিম্নোক্ত বিবরণাদি প্রাপ্ত নথি এবং অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী প্রদত্ত। ৪) ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন, ব্যাঙ্কেরও জ্ঞাত নয় -সংশ্লিষ্ট কোনও সরকারি বকেয়া বা ব্যক্তি বকেয়া, চার্জ, লিয়েন, দায়বদ্ধতা সম্পর্কে কোনওরূপ দায় গ্রহণ করবেন না। ৫) সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে **‘‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’’, ‘‘যেখানে যা আছে ভিত্তিতে’’** এবং **‘‘যেমন আছে ভিত্তিতে’’** এবং আগ্রহী ডাকদাতাদের সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে কোনও দখলদারি, বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া-সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ বিল বকেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞাত হতে হবে এবং সম্পত্তির স্বত্ব, সম্পত্তির মান ইত্যাদি সম্পর্কে ডাক দাখিলের পূর্বেই জেনে নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও চার্জ, দখলদারি,বা অন্যকোনও ভাবে ইত্যাদি সম্পর্কে অনলাইন ডাক দাখিলের পর. কোনও দাবি গ্রাহ্য করা হবে না। ৬) আগ্রহী ডাকদাতা বা ক্রেতাকে তাদের নাম ই-বিকারি পোর্টালে নথিভুক্ত করতে এবং বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) পরিমাণ উল্লিখিত মতে অনলাইনে আরটিজিএস বা এনইএফটি মাধ্যমে করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ **২১.০৮.২০২৪ বিকেল ৪টা পর্যন্ত।** ৭) ডাকদাতারা তাদের প্রস্তাব ডাক ২০,০০০.০০ (কুড়ি হাজার টাকা) টাকার গুণীতকে প্রতিটির ক্ষেত্রে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে বৃদ্ধি করতে পারেন। ৮) সফল ডাকদাতাকে ডাক মূল্যের ২৫ শতাংশ অর্থ (প্রদত্ত ইএমডি সহ) , দাখিল করতে হবে ই-নিলাম বিক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট দিনেই বা পরবর্তী কাজের দিনে এবং অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ পরিমাণ তাদের জ্ঞাত করা সংশ্লিষ্ট বিক্রয় বিষয়ে গৃহীত/নির্ধারিত অনুযায়ী তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যু করা ব্যাঙ্কার্স চেক/ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে **‘‘অনুমোদিত অফিসার ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস বালাসোর, বালাসোরে প্রদেয় -এর অনুকূলে বা আরটিজিএস/ এনইএফটি মাধ্যমে এ/সি নং ০৪৬২০২১০০০২৭০৪ আইএফএসসি - UCBA0000462** দাখিল করতে হবে। ৯) ব্যাঙ্কের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বিক্রয় সম্পাদিত হবে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা বিক্রয়ের পূর্বে ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া প্রদান করেন তবে বিক্রয় সম্পাদিত হবে না। ১০) অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ই-নিলাম চূড়ান্ত ঘোষণার পর কেবল সফল ডাকদাতাকেই বিষয়টি পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা কর্তৃক এসএমএস/ইমেল মাধমে জানানো হবে (মোবাইল নম্বরে/তাদের প্রদত্ত ইমেল ঠিকানায়/পরিষেবা প্রদায়কের নিকট নথিভুক্ত) অনুযায়ী। ১১) নিম্নস্বাক্ষরকারী কোনও কারণ ব্যতীতই বা কোনও পূর্ব নোটিশ ব্যতীতই যেকোনও ডাক গ্রহণ বা বিক্রয় বাতিল বা স্থগিত/মুলতবি/বাতিল/সংশোধন/বন্ধ করতে পারেন বা নিয়ম এবং শর্তাদি পরিবর্তন করার অধিকার রাখেন। ১২) ক্রেতাকে সম্পত্তি বিক্রয় এবং দখল সম্পর্কিত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংশ্লিষ্ট করের হার এবং বর্ধিত হার উভয়ত সরকারে প্রদেয় বিধিবদ্ধ বকেয়া, সম্পত্তি বিক্রয় নথিভুক্তির পরিবর্তন চার্জ সমুদয় স্ট্যাম্প ডিউটি বহন করতে হবে। সম্পূর্ণ ডাক পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে কেবল সফল ডাকদাতার নামেই বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে। ১৩) সফল ডাকদাতা কর্তৃক বিক্রয় মূল্য ব্যাঙ্কের নিকট প্রদান করা হবে ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের ধারা ১৯৪-আইএ অধীনে টিডিএস সাপেক্ষে এবং টিডিএস প্রদান করতে হবে সফল ডাকদাতাকে অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ ডাক পরিমাণ/ সম্পূর্ণ ডাক পরিমাণ দাখিলের সময়ে। ১৪) আগ্রহী ডাকদাতা বা ক্রেতা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ই-নিলাম বিক্রয়ের ৭ দিন পূর্বে **১৬.০৮.২০২৪ থেকে ২১.০৮.২০২৪ পর্যন্ত তারিখে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। ১৫) উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৯(১) অধীনে **১৫ দিনের** বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ হিসেবে প্রকাশ করা হল এবং সংশ্লিষ্ট সকল সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত।

স্থান : বালাসোর, তারিখ: ২৬.০৭.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, বালাসোর**

খোলা বাজারে আলু আসলেও সুফল বাংলার স্টলে সকাল থেকেই লাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ব্যবসায়ীদের 'ধর্মঘট' উঠে গেলেও বাজারে পর্যাপ্ত আলুর জোগান না থাকায় খোলা বাজারে দাম সেভাবে কমেনি বলে দাবি। ফলে আলুর কেনার জন্য ক্রেতাদের ভিড় বাড়ছে রাজ্য সরকারের 'সুফল বাংলা'র স্টলগুলিতে। গত কয়েক দিনের চেনা ছবি শুক্রবার সকালেও দেখা গেল বাঁকুড়ার ওই সরকারি বিক্রয় কেন্দ্রে। ২৭ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি হচ্ছে এখানে। কিছুটা হলেও আর্থিক সাশ্রয়ের আশায় এদিন লাইন দিয়েই আলু কিনেছেন সাধারণ মানুষ।

উল্লেখ্য, এ রাজ্যের সীমান্তগুলিতে পুলিশি জুলুমের অভিযোগ তুলে গত সোমবার থেকে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। এই অবস্থায় হিমঘর থেকে আলু বেরনো প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। যার জেরে আড়তগুলিতেও আলুর জোগান কমে যায়। পরে রাজ্য সরকারের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা শেষে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হলেও আলুর দাম এখনও আশানুরূপ কমেনি বলেই ক্রেতা সাধারণের দাবি।

এদিন বাঁকুড়া শহরর 'সুফল বাংলা'র স্টলে আলু কিনতে আসা প্রায় প্রত্যেকেই দাবি করেন, খোলা বাজারে আলুর পর্যাপ্ত জোগান নেই, এখনও কেউ কেউ ৪০ থেকে ৪৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছেন। ফলে এখানে দাম অনেকটাই কম হওয়ায় সাত সকালে আলু কেনার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছেন বলে তাঁরা জানান। যদিও ক্রেতাদের দাবি মানতে নারাজ শহরের আলু ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ী দুলাল পালের দাবি, বাজারে আলুর যথেষ্ট জোগান রয়েছে। এই মুহূর্তে তিনি ৩০-৩২ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করছেন।

ডেপুটেশন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সামিল বিড়ি শ্রমিকেরা। শুক্রবার বালুরঘাটে ডেপুটি লেবার কমিশনারের কাছে নিজেদের দাবি পত্র তুলে দেন দক্ষিণ দিনাজপুর বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের কর্মী ও সমর্থকেরা। মূলত বিড়ি শ্রমিকদের জন্য ওয়েলফেয়ার স্কিম চালু করা, সরকারি হারে ন্যূনতম মজুরি চালু করা সহ প্রায় সাত দফা দাবিতে এদিন ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সামিল হন বিড়ি শ্রমিকরা। তাঁদের দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের সামিন হবেন বলেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সামিল বিড়ি শ্রমিকরা। এ বিষয়ে সংগঠনের জেলা সভাপতি দেবাশিস সাহা জানান, 'সাতদফা দাবিতে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি। লেবার কমিশনার আমাদের সঙ্গে সব বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন। আমাদের দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হব।'

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ''আনডেলিভার্ড'' হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল&টি ফাইনান্সিয়া সার্ভিসকে। (পূর্বে, এল&টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
KOLHL18000408	1. মেসার্স লোকনাথ এন্টারপ্রাইস (ইহার মালিক গৌরচাঁদ ভৌমিক মাধ্যমে) 2. গৌরচাঁদ ভৌমিক 3. তমালিকা ভৌমিক	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 16/07/2024 এনপিএ তারিখ : 05/12/2019	31/05/2024 তারিখের হিসাবে টাঃ 32,03,062.96/- (টাকা বত্রিশ লাখ তিন হাজার বাষট্টি এবং ছিয়ানব্বই পয়সা মাত্র)	অনুসূচি-I যার ওপর অধিষ্ঠিত কাঠামোর সঙ্গে একত্রে, জমির সমস্ত খণ্ড ও অংশের পরিমাণ 10 ছটাক, যেটা পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটি, কোলকাতার চৌহদ্দির মধ্যেই মৌজা – পানিহাটি, জে.এল. নং 10, ই.পি. নং 47বি, এস.পি. নং 33/2, আর.এস. প্লট নং 3359, হোল্ডিং নং 86, বি.এন. সামসাল, জেলা উত্তর 24 পরগণা, ওয়ার্ড নং 5, থানা খড়দহ, জেলা 24 পরগণা'তে থাকা ও অবস্থিত।

তারিখ: 27.07.2024
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জোনাল অফিস চুঁচুড়া,
সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল,পোস্ট ও জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২১০৩, ই-মেইল- zochinsurah@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ" [অনুবিধি রুল ৮(৬) -তে দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার বাস্তবিক দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বেকার এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি করা হবে **''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে, আগামী **২১.০৮.২০২৪ তারিখে, সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা** পর্যন্ত।

ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ সম্পত্তির অবস্থান	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমাণের নথি	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
ক) শ্রী অনুপম দাস (ঋণগ্রহীতা), পিতা-প্রয়াত রণধীর দাস, নাইটি রোড, ছোট বহেরা, পোস্ট - বেড়া বহেরা, নবগ্রাম, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, ৭১২২৪৬ ,পঃবঃ, **শ্রী রাজীব দাস (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- প্রয়াত রণধীর দাস, নাইটি রোড, ছোট বহেরা, পোস্ট - বেড়া বহেরা, নবগ্রাম, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, ৭১২২৪৬, পঃবঃ, **শ্রীমতী পম্পি দাস (জামিনদার),** স্বামী- অনুপম দাস, নাইটি রোড, ছোট বহেরা, পোস্ট - বেড়া বহেরা, নবগ্রাম, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, ৭১২২৪৬, পঃবঃ, এবং **শ্রীমতী শম্পা দাস (জামিনদার),** স্বামী- শ্রী রাজীব দাস, নাইটি রোড, ছোট বহেরা, পোস্ট - বেড়া বহেরা, নবগ্রাম, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী, পঃবঃ - ৭১২২৪৬ **খ) শাখা- কোন্নগর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৭০ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্টআপ এরিয়া) ঢাকা এরিয়া ৬৪২ বর্গফুট কমবেশি ফ্ল্যাট নং বি, ৪র্থতলে, ঝিনুক অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত ভবনে, জেএল নং ৬, মৌজা : খড়দোবাহেরা, আরএস দাগ নং ১৭৭ এবং ১৭৪,সিএস দাগ নং ২১৯, এলআর দাগ নং ১০৭১,আরএস খতিয়ান নং ৭৪এহং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৬০/১, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা: হুগলি, প্রেমিসেস নং ২৩, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ২১৯০-২০১৫ সালের তারিখ ২৬.০৩.২০১৫, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা ৬৪৮১ থেকে ৬৪৯৮, অনুমপম দাস এবং রাজীব দাসের নামে সম্পত্তি।	**১৮,০৯,২৭৬.০০.০০ টাকা** (আঠারো লক্ষ নয় হাজার দুইশত ছিয়াত্তর টাকা মাত্র)	ক) ১২,২৫,০০০/- টাকা খ) ১,১২,৫০০ /- টাকা ১০,০০০/- টাকা ঘ) IDIB50272032847 ঙ) আমাদের কাছে অজানা চ) বাস্তবিক
ক) শ্রী বিক্রম সিং, পিতা- শ্রী গোপাল সিং, শিব দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক বি, ৪র্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ৪০৫, সাঁপুইপাড়া পূর্ব, গ্রাম - সাঁপুইপাড়া বিবাসুকাটি, থানা- নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা- হাওড়া, পঃবঃ, ৭১১২২৭ এবং শ্রীমতী কাঞ্চনা দেবী, স্বামী- শ্রী বিক্রম সিং, শিব দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক বি, ৪র্থ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ৪০৫, সাঁপুইপাড়া পূর্ব, গ্রাম - সাঁপুইপাড়া বিবাসুকাটি, থানা- নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা- হাওড়া, পঃবঃ, ৭১১২২৭ **খ) শাখা- বেগমপুর**	শিব দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট, ব্লক বি উত্তর পশ্চিম দিকের ৪র্থ ফ্লোরে কমবেশি ৭৮৬ বর্গফুট (সুপার বিল্টআপ এলাকা) পরিমাপের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪০৫ এর এক অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১৪, মৌজা- বালি, আরএস দাগ নং ৬১৮৩ আরএস খতিয়ান নং ৫৮৯, সাপুইপাড়া বাসুকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, থানা- নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা- হাওড়া এডিএসআর হাওড়া ,দলিল নং- ২০১৯ সালের ২৭১৩ ,তারিখ ০৪.০৪.২০১৯, বই নং ১, ভলিউম নং ০৫০২-২০১৯, পৃষ্ঠা ৯১০১০ থেকে ৯১০৪৪ পর্যন্ত তে বিক্রম সিং এবং কাঞ্চনা দেবীর নামে নিবন্ধিত।	**১৯,৬২,৪৪৪.০০.০০ টাকা** (উনিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার চারশত চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র)	ক) ১৫,৫০,০০০/- টাকা খ) ১,৫৫,০০০ /- টাকা ১০,০০০/- টাকা ঘ) IDIB50481187894 ঙ) আমাদের কাছে অজানা চ) গঠনমূলক (প্রতীকী)

অনলাইন বিডে অংশ নিতে দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা সরবরাহকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট (https://www.ebdray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য দয়া করে ৮২৯১২২০২২০ কল করুন। নিবন্ধকরণ স্থিতির জন্য ও ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে support.ebkray@psballiance.com -এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য দয়া করে দেখুন https://www.ebkray.in এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টতার জন্য, দয়া করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in সহ ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

কিউআর কোড - অনুপম দাস

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ভিডিও	সম্পত্তির ছবি

কিউআর কোড - বিক্রম সিং

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ভিডিও	সম্পত্তির ছবি

এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

অনুপম দাস (ঋণগ্রহীতা)
যোগাযোগের ব্যক্তি : ১, অশ্বিন কুমার দাশ, অনুমোদিত অফিসার (মোঃ - ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫), ২. বিশ্বজিৎ বৈদ্য, শাখা ম্যানেজার (মোঃ - ৮৪৭৩৮২৯৯৫২)

শ্রী বিক্রং সিং (ঋণগ্রহীতা)
যোগাযোগের ব্যক্তি : ১, অশ্বিন কুমার দাশ, অনুমোদিত অফিসার (মোঃ - ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫), ২. শঙ্খ শুভ্র ঘোষ (মোঃ - ৮০১৭৭৯৯৭২০)

তারিখ : ২৭.০৭.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

যুনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया — Union Bank of India — A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেল: crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank
ফোন নং : ০৩৩ ৪০০৬ ০২৮৯

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেইসি অ্যাক্ট অধীন)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) ও ৯ (১) বিধানের সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট অধীন অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে যে বন্ধকীকৃত/দায়বদ্ধ/অঙ্গীকারকৃত/চার্জকৃত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া/সুরক্ষিত ঋণদাতার** নিকট যা সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত **২৯.০৮.২০২৪** তারিখে বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে''** এবং **''যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে'' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি এর বিবরণ উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পত্তির (গুলির) সাপেক্ষে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন অর্থাৎ **https://ebkray.in** এবং **www.unionbankofindia.co.in** দেখুন। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি 'অনলাইন ই-অকশনের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **https://ebkray.in** এর মাধ্যমে এবং **ই-বিক্রয়** ই-কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ **support.ebkray@psballiance.com** এর মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ২৯ আগষ্ট, ২০২৪ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ই-নিলাম শুরু হওয়ার আগে বা তার আগে

ইএমডি জমা দেবার ধরন ঃ ডাকদাতা তার ই-বিক্রয় ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ জমা দিতে পারেন

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) সম্পত্তির বিবরণ গ) মালিক/সমূহের নাম ঘ) সম্পত্তি আইডি (ই-বিক্রারি পোর্টালে ইতিমধ্যেই আপলোড করা সম্পত্তির ক্ষেত্রে)	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না অর্থ জমা টাকায়	ডাকের এক্সটেনশন এবং ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) বকেয়া ঋণ খ) যোগাযোগের ব্যক্তি এবং মোবাইল নং	ক) দায়বদ্ধতা খ) গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল
১.	**ক. শ্রী সারদা প্রসাদ কর** খ. একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেলের মেঝের আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩/সি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ ৭২১ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এলাকা যার আছে ২ (দুই) বেড রুম, ১ (এক) ডাইনিং-কাম-কিচেন, ১ (এক) বাথ-কাম-প্রিভি, ১ (এক) বারান্দা তৃতীয় ফ্লোরে সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত নিরপেক্ষ আনুপাতিক শেয়ার এবং সাধারণ এলাকার ব্যবহারকারীদের অধিকার সহ, সিঁড়ি কেস এবং আনুপাতিক ছাদের অধিকার এবং বিভিন্ন ব্লক সমন্বিত 'মোনামি টাওয়ার' নামক বহুতল ভবন (জি+৫) 'ব্লক-এ' এর অধীনে লিফট সুবিধাগুলি যা প্রায় ১৯ কাঠা ১২ ছটাক ২২ বর্গফুট পরিমাপের বা সামান্য কমবেশি জমির প্লটের উপর অবস্থিত। সেইসঙ্গে উল্লিখিত বহুতল বিল্ডিং (জি+৫) সহ ১৬ কাঠা ৮ ছটাক ৩৫ বর্গফুট জমির উপর বেশ কয়েকটি ব্লক সহ উপরোক্ত মোট একত্রিত জমির অধীনে অনেকগুলি ফ্ল্যাট সমন্বিত /গ্যারেজ স্পেস, যার অবস্থান- মৌজা-জ্যাংড়া, জেএল নং ১৬-এ অবস্থিত, আরএস দাগ নং ১৪৭৩, ১৪৭৪, ১৪৭৫, ১৪৭৮, এবং ১৪৭৯ থানা - রাজারহাট এর অধীনে, বর্তমানে বাগুইহাটি, রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, বর্তমানে বিধাননগর পৌর কর্পোরেশনের অধীনে, ১৫ নং ওয়ার্ড, প্রেমিসেস জ্যাংড়া দক্ষিণ মঠে, থানা- বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ১৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৫৯ বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থানীয় সীমার মধ্যে, **শ্রী সারদা প্রসাদ করের নামে। (কনভিয়েন্স দলিল নং আই-৩৯৬৪/২০১৭ তারিখ- ১৫.১২.২০১৭ অনুযায়ী) চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - বাবু ভাওয়েলের ফ্ল্যাট দ্বারা; দক্ষিণে - রানা ঘোষের ফ্ল্যাট দ্বারা; পূর্ব দিকে - ৬'০ প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা; পশ্চিমে, ২৮' ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা। **গ. শ্রী সারদা প্রসাদ কর** **ঘ. UBINKOLKOG5487**	ক. ২০,৫০,০০০.০০ টাকা খ. ২,০৫,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ দর বৃদ্ধির পরিমাণ **২০,৫০০.০০ টাকা**	**ক) ১৭,৮৭,১৪৯.০০ টাকা** (সতেরো লক্ষ সাতাশি হাজার একশো ঊনপঞ্চাশ টাকা মাত্র) তদুপরি চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে । **খ. শ্রী রাজেশ কুমার সিং মোবা: ৯৯১৮৫ ০৮৩৩৩**	**ক)অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) গঠনমূলক দখল**
২.	**ক. শ্রী ভবেশ দাস ও শ্রীমতী শুক্লা দাস** খ. 'করুণাময়ী অ্যাপার্টমেন্ট' জি +৩ আবাসিক বিল্ডিং এর তৃতীয় ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ডি/৩, এর সকল যার পরিমাপ ৬২৮ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এলাকা সেইসঙ্গে কমবেশি ০৫ কাঠা ১৩ ছটাক ৩৯ বর্গফুট জমি যার উপর নির্মিত অ্যাপার্টমেন্ট এর অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং প্লট নং ১, ২, ৩ এবং ৪, ২১ ডেসিমেল এর মধ্যে ১০.৫ ডেসিমেল আরএস দাগ নং ১০৯, আরএস. খতিয়ান নং ৫০০ অধীনে এবং মৌজা - দোহারিয়া, জে.এল. নং ৪৫, রে. সা. নং ১৩২, ১৩৯; তৌজি নং ১৪৬, মধ্যমগ্রাম পৌরসভা ওয়ার্ড নং ২৩ এর স্থানীয় সীমার মধ্যে পরগনা আনোয়ারপুর, হোল্ডিং নং ৯১/এ, ১৯২/২, ১৯২/৩ এবং ১৯২/৪; একত্রিত হোল্ডিং নং ১৯২/২, দক্ষিণ বীরেশ পল্লী (বিদ্যাসাগর সরণি); থানা- মধ্যমগ্রাম; এডিএসআরও - বারাসাত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১২৯। (মূল কনভেয়েন্স ডিড নং আই-৫১০৪/২০১৯ তারিখ- ১৩.০৮.২০১৯ অনুযায়ী)। **ফ্ল্যাটের সীমানা: উত্তরে, খোলা আকাশ দ্বারা;** পূর্ব দিকে - ফ্ল্যাট নং সি৩ দ্বারা; দক্ষিণে- খোলা আকাশ দ্বারা, পশ্চিমে - ফ্ল্যাট নং ই৩ দ্বারা। জমির সীমানা যেখানে ফ্ল্যাট অবস্থিত- উত্তর- অনিতা হালদারের জমি (প্লট নং ৪), দক্ষিণ- ১০ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পূর্ব- ১৬ ফুট চওড়া কমন মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিম - পি. চক্রবর্তী ও সি. এন. ভট্টাচার্য-এর জমি। **গ. শ্রী ভবেশ দাস ও মিসেস শুক্লা দাস।** **ঘ. UBINKOLKOG5404**	ক. ১৬,১০,০০০.০০ টাকা খ. ১,৬১,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ দর বৃদ্ধির পরিমাণ **১৬,১০০.০০ টাকা**	**ক. ১৫,৫৮,৬৫০.০০ টাকা** (পনের লক্ষ আটান্ন হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকা মাত্র) তদুপরি চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে । **খ. শ্রী রাজেশ কুমার সিং মোবা: ৯৯১৮৫ ০৮৩৩৩**	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) গঠনমূলক দখল**
৩.	**ক. শ্রী সঞ্জয় পোদ্দার ও শ্রীমতী সাগরিকা পোদ্দার মেসার্স আর. কে. রিটেল, স্বত্বাধিকারী- শ্রী সঞ্জয় পোদ্দার** খ. সামনের দিকে ৩য় ফ্লোরে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল যার সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ কমবেশি ৭৯০ বর্গফুট এবং যার আছে ২টি বেড রুম, ১টি ডাইনিং রুম, ১টি রান্নাঘর এবং ১টি টয়লেট মার্বেল মেঝে সহ এবং সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ, যা কমবেশি ০২ কাঠা ০৪ ছটাক ০৫ বর্গফুট বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের উপর নির্মিত এবং গোরুই মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ১৬, আরএস নং ২৪, তৌজি নং ১৭২, আর.এস. খতিয়ান নং ২৮৩, ৩১০/১ এর অধীনে দাগ নং ৫২, ৫৩ এবং ৬১, এলআর দাগ নং ১৩০, এলআর খতিয়ান নং ৭০৭, হোল্ডিং নং ১১৫, বিবেকানন্দ পল্লী, ওয়ার্ড নং ০২, দক্ষিণ দমদম পৌরসভার পৌর সীমার মধ্যে দমদম থানার এখতিয়ারের মধ্যে, কলকাতা - ৭০০০৬৫, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রী সঞ্জয় পোদ্দারের নামে। সীমানা:** উত্তরে- অরবিন্দ অধিকারী এবং অন্যান্যদের জমি দ্বারা, দক্ষিণে - শ্রী অনিল অধিকারীর জমি, পূর্বে - পৌর সড়ক, পশ্চিমে - নিখিল রঞ্জন ঘোষ এর লানা দ্বারা। **গ. শ্রী সঞ্জয় পোদ্দার** **ঘ. UBINKOLKOG6683**	ক. ১৮,১৫,০০০.০০ টাকা খ. ১,৮১,৫০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ দর বৃদ্ধির পরিমাণ **১৮,১৫০.০০ টাকা**	**ক ২০,১৯,২৩৭.০৯ টাকা** (কুড়ি লক্ষ উনিশ হাজার দুইশো সাঁইত্রিশ টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র) তদুপরি চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে । **খ. শ্রী রাজেশ কুমার সিং মোবা: ৯৯১৮৫ ০৮৩৩৩**	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) গঠনমূলক দখল**
৪.	**ক. মেসার্স লাইফ লাইন অ্যাপ্লায়েন্সেস, স্বত্বাধিকারী- সঙ্গীতা চক্রবর্তী (বর্তমানে মৃত)।** খ. ৬ কাঠা ২ ছটাক অর্থাৎ ৬.১৩ কাঠা পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরগণা- মাগুরা, তৌজি নং ৩, ৪ ও ৫, জেএল নং ১৭, রে. সা. নং ৪৮৬, মৌজা - সরসুনা, আরএস খতিয়ান নং ৪৫২, দাগ নং ৬৪৬, আশুতি- ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- আশুতি, থানা- মহেশতলা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০ ১৪১ এডিএসআর- বেহালা, ডিএসআর - আলিপুর এর অধীনে, **শ্রী তপব্রত চক্রবর্তী ও সঙ্গীতা চক্রবর্তীর নামে (বর্তমানে মৃত)। (২০১০ সালের দলিল নং আই-৬৩৫৩ অনুযায়ী)। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- ১৬' এবং ১২' প্রশস্ত সাধারণ পথ এবং দাগ নং ৬৪৬ এর অংশ, দক্ষিণে - হরি দাসের সম্পত্তি, পূর্বে- কাঞ্চন নস্কর এবং কার্তিক সর্দারের সম্পত্তি, পশ্চিমে - দাগ নং ৬৪৬ এর অংশ দ্বারা। **গ. সঙ্গীতা চক্রবর্তী (বর্তমানে মৃত) এর আইনি উত্তরাধিকারী ।** **ঘ. UBINKOLKOG9309**	ক. ২৬,০৩,০০০.০০ টাকা খ. ২,৬০,৩০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ দর বৃদ্ধির পরিমাণ **২৬,০৩০.০০ টাকা**	**ক ৩৩,৩০,০২৭.৭৩ টাকা** (তেত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার সাতাশ টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা মাত্র) তদুপরি চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে । **খ. শ্রী রাজেশ কুমার সিং মোবা: ৯৯১৮৫ ০৮৩৩৩**	**ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই** **খ) বাস্তবিক দখল**

*** সরকারি রুল অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য।**
*** সরকারি রুল অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য।**

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি বিস্তারিত জানতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.unionbankofindia.co.in** এবং **ই-বিক্রয় পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ebkray.in** দেখুন। ই-নিলামের অংশগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের ই-বিক্রয় ইকমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ **support.ebkray@psballiance.com** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ডাকদাতাকে আবশ্যিকভাবে কেওয়াইসি নীতি পালন করতে হবে ই-অকশন পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং অংশগ্রহণের জন্য।

যেকোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য **ই-বিক্রয় হেল্পডেস্ক ৮২৯১২২০২২০ এবং ইমেল আইডি - support.ebkray@psballiance.com** -তে কল করুন। পরিচালন / রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা জানতে **https://ebkray.in** আর্থিক/ইএমডির অবস্থান জানতে **https://ebkray.in** সাহায্য নিন। সহায়ক নম্বরগুলি **'৮২৯১২২০২২০' ই-বিক্রয় পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।**

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১) অধীনে

সংশ্লিষ্ট নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬) / ৯(১) অধীনে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে ই-নিলাম বিক্রয় উক্ত তারিখ অনুযায়ী

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১. **''যেখানে যা আছে''** এবং **''যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে''** এবং **''যেখানে যেমন ভাবে আছে ভিত্তিতে''** বিক্রয় করা হবে, এবং ''অন লাইনে'' পরিচালিত হবে।

২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট:
(ক) **https://www.unionbankofindia.co.in/auctionproperty/view-auction-property.aspx** এবং **www.unionbankofindia.co.in** (খ) **https://ebkray.in**। দরদাতারা **https://ebkray.in** দেখতে পারেন, যেখানে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও সহ দরদাতার জন্য ''নির্দেশিকা'' পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অগ্রিম নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে :
ধাপ ১:- দরদাতা/ক্রয়কারী নিবন্ধন দরদাতাদের ই-নিলাম অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিংক এ) তাদেরতার মোবাইল নম্বরএবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২:- কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি পাওয়ার পর এবং তার যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) ই নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপলব্ধ করা হবে।
ধাপ ৩:- দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থ স্থানান্তর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে ইএমডি পরিমান অর্থ দরদাতার ওয়ালেটে উপলব্ধ হতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী কাজ পরিপূর্ণ হয়।
ধাপ ৪:- নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত **ই-বিক্রয় পোর্টালে** লগ ইন করতে হবে।

৩. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা শেষ পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় উক্ত সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দ্বায়ভার নেই। যদিও ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে রাখা উক্ত সম্পত্তির জায়ভার, দাবি/অধিকার/বকেয়া/স্বত্ব এবং যা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাংকের কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধি গঠন করে বলে গণ্য হবে না। ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দ্বায়ভার নিয়ে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক /সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে বিক্রির জন্য রাখা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।

৪. অনলাইন ই-অকশন পরিচালিত হওয়ার তারিখ **২৯.০৮.২০২৪ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল০৫.০০ টার মধ্যে।**

৫. ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: **এবং সময় ই-অকশন শুরুতে বা তার আগে।**

৬. পরিদর্শনের তারিখ - **২৮.০৮.২০২৪ তারিখ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত।**

৭. শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে।

৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তার ওয়ালেটে বিড মূল্য থাকতে হবে। দরদাতাকে সেই সম্পত্তি(গুলির) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা করা হচ্ছে।

৯. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির বিষয়ে পরিদর্শন ও সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ইচ্ছুক দরদাতাদের। **ই-বিক্রয়** ৩ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোন সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে সফল বিডের পরিমাণের ২৫% (ক্রয় মূল্যে) (আপনার গ্লোবাল ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ১০% রিজার্ভ মূল্য সহ) জমা দিতে হবে অবিলম্বে যেটা নিলামের দিনে বা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে, এবং তার অনুকূলে থেকে ই-নিলামের বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল ডাকদাতাকে বিডের অবশিষ্ট ৭৫% পরিমাণ (ক্রয়মূল্য)জমা করতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।

১১. ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকশন ১৯৪-আইএ অনুসারে, টিডিএস @ ১.০০% বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিক্রয় বিবেচনা ৫০,০০,০০০/-টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার উপরে। সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে আয়কর দফতরে ফরম নং ১৬-বি-তে জমা দেবে, যাতে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নম্বর এএএসিইউ০৫৬৪জি বিক্রেতার হিসেবে থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেট এর মূল রশিদ জমা দেবে ব্যাংকে। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)

১২. সফল বিডার কর্তৃক অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হলে ইতিমধ্যে জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে রাখা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের ব্যাপারে কোন দাবি/অধিকার থাকবে না।

১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/টিডিএস নিলাম মূল্য/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবে এবং সেই সাথে বিধিবদ্ধ/অ -সংবিধিবদ্ধ পাওনা, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি।

১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোন কারণ উল্লেখ না করে ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় বিক্রির পূর্বনির্ধারিত তারিখ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বলবৎ এবং প্রশ্নাতীত।

১৫. বিক্রেতার সার্টিফিকেট অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সফল বিডারের অনুকূলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/ বিড পরিমাণ জমা করার পরে এবং সমস্ত কর/ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শুধুমাত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে দেওয়া হবে না।

১৬. পরিবহন, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে।

১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে /জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

১৮. যে সকল দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রির শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে শেষ মিনিট/ সেকেন্ডের ডাক এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের (ইন্টারেনেট ফেলিওর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি) ত্রুটির জন্য দায়ী হবে না সব দায় নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার যেমন ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

তারিখ : ২৬.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী হামলার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বাড়তি নজর

দলবদ্ধভাবে ক্যাম্পাসে ঘোরার পরামর্শ কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিজ্ঞান ভবনে অতর্কিতে স্নাতকোত্তরের এক ছাত্রীর উপর ছুরি নিয়ে হামলার ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই অবশেষে আঁটোসাঁটো করা হল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। যদিও ওই ছাত্রীকে জখম করে নিজেও আত্মঘাতী চেষ্টা চালায় সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন পড়ুয়া। দু'জনেরই আশঙ্কা জনক অবস্থায় এখনো চিকিৎসাধীন মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এদিকে শুক্রবার থেকে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথেই বাড়ানো হয়েছে বাড়তি নজরদারি। বসানো হয়েছে নিরাপত্তার রক্ষীদের। রীতিমতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ করতে গেলে নাম, পরিচয় রেজিস্টারে নথিভুক্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। যদিও এই ব্যবস্থা আগে থেকেই প্রয়োজন ছিল বলেও একাংশ ছাত্র ও শিক্ষক মহলের দাবি।

তাহলে হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর উপর হামলার ঘটনাটি ঘটত না বলেও মনে করছে অনেক পড়ুয়ারা।

এদিন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন ঘুরে দেখেন উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, রেজিস্টার বিশ্বজিৎ দাস সহ পদস্থ কর্তারা। বিভিন্ন বিভাগে ঘুরে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যেকোনও রকম সমস্যা বুঝলে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের নজরে দেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে একা না ঘুরে বেরিয়ে দলবদ্ধভাবে বা অন্তত দু'জন থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে।

এদিকে জখম ছাত্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী দুইজনের শারীরিক অবস্থা এখনও সংকটজনক। অস্ত্রোপচারের পর আপাতত ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটের রেখে চিকিৎসা চলছে তাঁদের। এদিন সকালে উপাচার্য-সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দু'জনের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে মেডিক্যাল কলেজে যান। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশপথে নাম, পরিচয় রেজিস্টারে খাতায় নথিভুক্ত করার প্রথম থেকেই ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের গলায় আইডেন্টি কার্ড ঝোলানোর ব্যবস্থা রয়েছে। নিয়মিত যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করেন তাদের পরিচিতিটা হয়ে যায় প্রবেশ গেটে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীদের। ফলে কোনও সময় পরীক্ষা থাকলে অথবা ক্লাসে দেরি হতে গেলে পড়ুয়ারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশ করেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নানান জায়গায় সিসি ক্যামেরা বসানো রয়েছে। কিন্তু বসানো সিসি ক্যামেরা সমস্ত জায়গার অ্যাঙ্গেল কভার করতে পারে না। সেই দিকটাও বিচার করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রাক্তন পড়ুয়া এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে, সে একজন ফিজিক্সের ছাত্র। ফলে সে বুঝে শুনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশ করেছে। নিরিবিলি জায়গায় ওই ছাত্রীকে নিয়ে গিয়েই তারপরে হামলা চালিয়েছে। ঘটনাটি দুঃখজনক, তবে বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তার কোনও অভাব নেই। এব্যাপারে পুলিশ ও প্রশাসন তদন্ত করে দেখছে।

বলাবাহুল্য, বৃহস্পতিবার দুপুরে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনে ক্লাস রুম থেকে ডেকে এনে স্নাতকোত্তরের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রীকে গলায় ছুরি মেরে নিজেও আত্মঘাতী চেষ্টা চালায় প্রাক্তন পড়ুয়া। জখম ছাত্রীর বাড়ি আসামে। মালদা শহরের মেস ভাড়া করে থাকে ওই ছাত্রী। হামলাকারী প্রাক্তনী মালদার রতুয়া থানা এলাকায় বাসিন্দা।

হিমঘরের পচা আলু ও পেঁয়াজের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ পড়ুয়ারা, গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হিমঘরের ফেলা রাখা পচা আলু ও পেঁয়াজ। পচা আলু ও পেঁয়াজের প্রচন্ড দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ প্রাণ। স্থানীয় বাসিন্দা ছাড়াও কয়েকটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা দুর্গন্ধে টিকতে পারছেন না। বার বার বলা সত্ত্বেও হিমঘর কর্তৃপক্ষ কোনও কথাই শোনেনি। পঞ্চায়েতে থেকে বলেও কিছু হয়নি। আর এরই প্রতিবাদে ও অবিলম্বে এই দুর্গন্ধ সরিয়ে ফেলে পরিবেশ বাঁচানোর ডাক দিয়ে এলাকার বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে ও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা পথ অবরোধ করেন। ঘটনাটি ঘটে আরামবাগের হরিণখোলা এলাকায়। এদিন হিমঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন তারা। আরামবাগ কলকাতা রাজ্য সড়কে তারা বসে বিক্ষোভ দেখান। রাস্তার মাঝে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করে রাখা হয়। তাতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এখানে মোহিনী হিমঘরে অতিরিক্ত আলু ও পেঁয়াজ পচার দুর্গন্ধ টিকতে পারছে না এলাকার মানুষ। অবিলম্বে এই দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি দিতে হবে,

সেই দাবি নিয়ে হিমঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন স্কুলের পড়ুয়া সহ অভিভাবক অভিভাবিকারা। অবরোধ চলাকালীনই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় আরামবাগ থানার পুলিশ। পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয়। পরবর্তীকালে স্টোর মালিকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে উত্তেজিত জনতা স্টোর ম্যানেজারকে দেখতে পেয়ে ছুটে যায় এবং ম্যানেজারের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। পুলিশ তাদের আশ্বাস দিলে তারা অবরোধ তুলে নেয় কিন্তু হিমঘরের সামনে বিক্ষোভ চালায়। এই বিষয়ে স্থানীয় মানুষ গৌতম কর্মকার বলেন, পচা পেঁয়াজ ও আলুর দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষ ও স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা। প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। বার বার জানিয়েও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি হিমঘর কর্তৃপক্ষ। স্কুলের শিক্ষিকা স্বর্ণালী রায় বলেন, দুই মাস ধরে এই পচা গন্ধ বের হচ্ছে। স্কুলে থাকা যাচ্ছে না। মালিকপক্ষ ও ম্যানেজারকে জানানো হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে কথা বলার পর অবরোধ উঠে যায়।

গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়া গাড়ি হাইড্রা মেশিনে তুলল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ত্রিবেণী: চালক ছাড়াই চলতে শুরু করল গাড়ি, সোজা গিয়ে ডুব দিল গঙ্গায়! রাতের অন্ধকারে ঘটে যায় এমনই অদ্ভুত ঘটনা। অনেক চেষ্টার পর ত্রিবেণীর সপ্তর্ষি ঘাটে তলিয়ে যাওয়া চারচাকা গাড়িটি হাইড্রা মেশিন দিয়ে টেনে তোলা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার চারজন গঙ্গার ঘাটে স্নান করার জন্য গিয়েছিলেন। তাঁরা বর্ধমানের আনন্দপল্লির বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। রাত ১১টা নাগাদ তাঁরা সপ্তর্ষি ঘাটের সামনে বসেছিলেন। কিছুটা দূরে তাঁদের চারচাকা হুন্ডাই গাড়িটি রাখা ছিল। ঘাটের পাশের একটি সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, কী ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটি হঠাৎ করে চলতে শুরু করে। হঠাৎ গতি বাড়িয়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে সেটি। গাড়িটি সোজা গঙ্গার দিকে যাচ্ছে দেখে তাকে থামানোর চেষ্টা করতে গিয়ে আহত হন

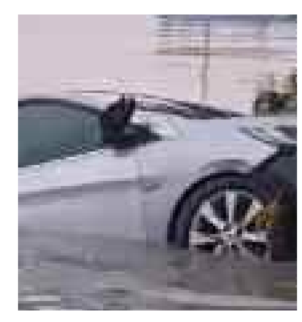

এক মহিলা। যদিও গাড়িটিকে আটকানো যায়নি। গাড়ি সোজা গঙ্গায় নেমে জলে ডুবে যায়। খবর দেওয়া হয় মগরা থানায়। পুলিশ রাতেই গাড়িটি তোলার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। জলে ডুবে থাকায় সমস্যায় পড়তে হয়। জোয়ারের জল থাকায় ভাটার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। পরে সন্ধ্যার কিছু আগে স্থানীয় এক যুবক ডুব দিয়ে গাড়িটিতে দড়ি বেঁধে দেন। তারপর পুলিশ হাইড্রা মেশিন দিয়ে টেনে গাড়িটি তোলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সম্ভবত হ্যান্ডব্রেক দেওয়া না থাকায় গড়িয়ে এগিয়ে যায় গাড়িটি।

পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শান্তিপুর পুরসভাকে সিবিআইয়ের ক্লিনচিট

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিএইয়ের ক্লিনচিট শান্তিপুর পুরসভাকে।

গতবছর ৭ জুন ২০২৩ হঠাৎই শান্তিপুর পুরসভায় হানা দেয় সিবিআই প্রতিনিধি দল পুরনিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করতে। এরপর গত বছর ২৬ জুলাই কলকাতায় সিবিআই দপ্তরে নিজাম প্যালেসে পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায়, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয় শান্তিপুর পুরসভার পুর প্রতিনিধিদের। তখনই সিবিআই দপ্তরে সিবিআইয়ের ডাকে সমস্ত নথি নিয়ে হাজির হয়েছিল শান্তিপুর পুরসভার আধিকারিকরা। যদিও জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শান্তিপুর পুরসভা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কথাও সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানিয়েছিলেন শান্তিপুর পুরসভার আধিকারিকরা। ২৬ জুলাই ২০২৪ সিবিআই তলবের এক বছরের বর্ষপূর্তির দিন শান্তিপুর পুরসভাকে ক্লিনচিট দিল সিবিআই। আর তাতেই রীতিমতো আনন্দিত শান্তিপুরবাসী সহ পুরসভার আধিকারিকরা এবং চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষ নিজেও।

প্রসঙ্গত, ৬০টি পুরসভাকে নিয়ে চলছিল এই পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলার সিবিআই তদন্ত। তবে এদিন সিবিআই রাজ্যের ৩টি পুরসভা বাদে বাকি ৫৭টা পুরসভার বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট পেশ করল। আর যে তিনটি পুরসভা ক্লিনচিট পেল তারা হল শান্তিপুর, পানিহাটি এবং টাকি। এ বিষয়ে শান্তিপুর পুরসভার প্রধান করণিক উদয়ন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সিবিআই পুরসভায় এসেছিল তদন্তে আসার দিন থেকে আমরা সব রকম তদন্তে সহযোগিতা করেছি। আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছিলাম যে শান্তিপুর পুরসভা নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মতে জড়িত থাকতে পারে না। আজ সেটা প্রমাণ হল। সত্যের জয় হল। সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে শান্তিপুর পুরসভার একজন করণিক হিসেবে যে স্বচ্ছ হিসেবে আজও রাজ্যে তিন পুরসভার মধ্যে ক্লিনচিট পাওয়া পুরসভা শান্তিপুর হওয়ায়।' এদিন ক্লিনচিট পাওয়াতে আনন্দিত শান্তিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষ। তিনি বলেন, 'প্রথম থেকে আমরা বলে আসছিলাম যে এই পুরসভায় কোনও রকম দুর্নীতি হয়নি আজ তা প্রমাণিত হল।'

অবৈধ দোকান সরাতে শিক্ষক, শিক্ষিকাদের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুলের সামনে থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার পর পুনরায় হকারদের দোকান লাগানোর প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শিক্ষক ও শিক্ষিকারা। শহরকে যানজট মুক্ত করতে এক সপ্তাহ আগে ঐতিহ্যবাহী মেদিনীপুর কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুলের সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে সদর মহকুমা প্রশাসন এবং পুর কর্তৃপক্ষ কলেজের সামনে থাকা হকার ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদের অন্যত্র সরিয়ে দেয়। শুক্রবার সকালে কয়েকজন হকার ও ফুটপাত ব্যবসায়ী পুনরায় ওই স্কুল ও কলেজের সামনে দোকান বসায়। তারই প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুর প্রধান সৌমেন খান। কলেজ ও স্কুলের সামনে নতুন করে বসা হকার ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার আশ্বাস দিলে, হকারও ফুটপাত ব্যবসায়ীরা দোকান সরিয়ে নেন। শহরের সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, পরসভার প্রচ্ছন্ন মদত না থাকলে বেআইনিভাবে সরকারি জায়গা ও রাস্তা দখল করে দিনের পর দিন বেআইনি শপিং মল, আকাশ ছোঁয়া বাড়ি হয় কি করে? শহরে জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও রাস্তাঘাটের পরিসর বৃদ্ধির বদলে ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। এভাবে রাস্তা দখলদারি চললে আগামী দিনে সাধারণ মানুষ হেঁটেও চলাচল করতে পারবে না। আগে যে রাস্তায় বাস চলাচল করতো এখন অবৈধ দখলের কারণে এখন মোটর সাইকেলে যাতায়াত করা মুশকিল হয়ে উঠেছে। মেদিনীপুর পুরসভার নিকাশি নালা থাকলেও তাও দখলদারদের কবলে চলে গেছে।

শাসকদলের বিরুদ্ধে লুঠ-অত্যাচারের অভিযোগ, রাস্তায় এক বিধবার পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শাসকদলের বিরুদ্ধে সর্বস্ব লুঠ ও নেতাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ তুললেন এক বিধবা ও তাঁর পরিবার। যার জেরে প্রতিবাদে পথে নামেন বিধবার পরিবার। অভিযোগ, বিগত চার বছর ধরে এলাকার তৃণমূল নেতাকর্মীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ এই পরিবার, কিন্তু হাল ছাড়েননি পূর্ব বর্ধমান জেলার দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মেমারি ব্লকের হেমত পুর গ্রামের বিধবা কোহিনুর শেখের পরিবার।

গত ২১ জুলাই ধর্মতলার মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল নেতাকর্মীদের উদ্দেশে জানিয়েছিলেন, কোনও অত্যাচারিত নিপীড়িত পরিবার কোনও রকম অসুবিধায় যেন না থাকে। তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই বক্তব্য শুনে বিধবা কোহিনুর শেখের পরিবার মেমারি থেকে দুই ছেলে এক মেয়েকে নিয়ে হাতে জাতীয় পতাকা ধরে পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে ধর্নায় বসেন। মা কোহিনুর শেখ ও ছেলে জীবান শেখের দাবি, তাঁর পরিবার প্রথম থেকে জাতীয় কংগ্রেস করেন। এমনকি ৩৪ বছরের বাম জামানায় তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, কিন্তু

২০১১ সালের পর তৃণমূল কংগ্রেস আসায় শুরু হয় অত্যাচার, কেড়ে নেওয়া হয় জমি জায়গা,বিবাহের প্রস্তাব এলে ভাঙিয়ে দেন। সর্বস্ব লুঠ করে নেওয়ার পরও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের কাছেও দরবার করা হয়। তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনও সুরাহা মেলেনি। তাই মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী আবারও জেলাশাসকের কাছে দরবার করতে আসেন। যদি কোনও সুরাহা না মেলে এই ভাবে রাস্তায় এবং প্রশাসনের সামনে ধর্না চালিয়ে যাবেন তাঁরা।

আলুর লাগামছাড়া দামবৃদ্ধির অভিযোগে বিডিও-পুলিশ আধিকারিকদের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: লাগামছাড়া আলুর দাম বৃদ্ধির ফলে সমস্যায় পড়েছেন আমজনতা। আলুর দামবৃদ্ধি নিয়ে শুক্রবার সকালে জামালপুর সবজি বাজারে অভিযান চালালেন জামালপুর ব্লকের বিডিও ও পুলিশ আধিকারিকরা। অতিরিক্ত দামে আলু সহ সবজি বিক্রি যাতে না হয়, ন্যায্য মূল্যে যাতে আলু বিক্রি হয় তার জন্যই প্রশাসনিক আধিকারিকদের এই অভিযান। ইতিমধ্যেই প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ীরা তাঁদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেছেন বৈঠকের পর। লাগামছাড়া আলু সহ সবজির দাম বৃদ্ধি হওয়াতে ভুরিভুরি অভিযোগ আসছিল প্রশাসনের কাছে। তাই বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো বিভিন্ন বাজারগুলিতে প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘুরে ঘুরে ন্যায্য মূল্যে যাতে সবজি সহ আলু বিক্রি হয় তার জন্যই বিশেষভাবেই পরিদর্শন করেন। যে সকল অসাধু ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত দামে আলু সহ সবজি বিক্রি করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে কড়া ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

কার্গিল বিজয় দিবস পালিত কাঁকসায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কার্গিল বিজয় দিবস পালিত হল কাঁকসার মিনি বাজারে। শুক্রবার সন্ধ্যায় মিনি বাজারে কার্গিল বিজয় দিবস পালনে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিজেপি কর্মীরা। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমণ শর্মা, বিজেপির গলসি ৬য় নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাস, জেলা কমিটির সদস্য রবীন্দ্রনাথ ওঝা, দেবানন্দ কুমার সিং, গলসি ৬য় নম্বর মণ্ডলের যুব মোর্চার সভাপতি

নেপাল মজুমদার,গলসি বিধানসভার কো কোনভেনর রোহিত শর্মা সহ অন্যান্যরা।

বর্ধমান সদরের জেলা সহ সভাপতি রমণ শর্মা জানিয়েছেন, গত ২৫ বছর আগে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্থানের সেনা ভারতের টাইগার হিলের দখল নিয়েছিল। সেই টাইগার হিলকে দখলমুক্ত করতে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতের বহু সেনা জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন। হাজারেরও বেশি সেনা জওয়ান আহত হয়েছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত ভারতের সেনাবাহিনী টাইগার হিলের দখল নিয়েছিল এবং টাইগার হিলের ওপর ভারতের পতাকা উড়িয়েছিল। সেই দিনটিকে কার্গিল বিজয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়। সেই দিনটিকে স্মরণ করে শহিদদের উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়।

যোগাসনে সাফল্য, থাইল্যান্ডের প্রস্তুতি শ্যামপুরের আদ্রিতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: হাওড়ার প্রান্তিক এলাকা শ্যামপুর থানার কমলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষখালি এলাকায় নবীন প্রজন্ম মেতে রয়েছে যোগব্যায়ামে। কয়েক বছর আগে থেকেই কচিকাঁচাদের মোবাইল আসক্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখতে যোগব্যায়ামকেই হাতিয়ার করেছেন এলাকার বেশ কিছু যুবক। প্রত্যেককেই ওয়ান ইজ টু ওয়ান রেশিওতে যোগব্যায়ামে বাড়ির ছোটদের যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যার নজির মিলেছে হাতেনাতে।

জানা গিয়েছে, যোগাসনে

নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করে অবশেষে থাইল্যান্ড যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে হাওড়ার শ্যামপুর থানা এলাকার কমলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীঘাটু গ্রামের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী আদ্রিতা মান্না। তিন বছর থেকেই যোগাসন অভ্যাস করছে সে। সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত এক সর্বভারতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতায় নজরকাড়া সাফল্য পায় সে। বাবা মানস মান্না একটি মুড়িকল চালিয়ে দিন গুজরান করেন। মা মৌসুমী দেবী আইসিডিএসে কাজ করেন। স্বাভাবিক ভাবেই নিম্নবিত্ত এই পরিবারের থাইল্যান্ড যাওয়ার জন্য খরচ একটি বড় বিষয় তবু আশায় আশায় দিন চলছে আদ্রিতার মা-বাবার।

প্রশিক্ষক দুধকুমার থান্ডার রীতিমতো গর্বিত আদৃতাকে নিয়ে, চিন্তিতও। আদৃতার সাফল্য কামনায় এখন তাকিয়ে এলাকার বাসিন্দারা। প্রসঙ্গত, থাইল্যান্ড গিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া রীতিমতো একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। আর এতেই চিন্তার ভাঁজ আদ্রিতার পরিবার ও কোচের কপালে। ছোট্ট আদ্রিতা এখন জোরকদমে প্র্যাকটিস করছে আর আদ্রিতাকে প্রতিদিন মোটিভেট করার জন্য তার মা-বাবা জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা পোশাক পরিয়ে এবং পুরস্কারগুলি সামনে রেখে অভ্যাস করাচ্ছেন অবশ্যই কোচের তত্ত্বাবধানে।

Notice e-Tender

The Prodhan Garibpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No.: 05/ PRODHAN/ GARIBPUR GP/2024-25.** (FOR-12-WORKS) Dated: **26.07.2024**, Last date of Bid submission **05.08.2024 upto 14:00 Hours.** For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Garibpur G.P.
DOMKAL BLOCK,
MURSHIDABAD

NIT No. SFDC/MD/NIT- 46(e)/2023-24 (2 nd Call of sl. no.7), SFDC/MD/NIT- 48(e)/2023-24 (2 nd Call) & SFDC/MD/NIT- 44(e)/2023-24 (3 rd Call)

SFDC Ltd. Invites. 3 (three) nos. tender for 4 (four) nos. different works in different district from the bonafide and resourceful contractors having experience for similar type of works. Bid submission end date on **12/08/2024 up to 4.00 p.m.** Technical Bid opening date on **14/08/2024 at 4.00 p.m.**

For details, please visit our **website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.**

ABRIDGE SHORT TENDER NOTICE SNIT NO.-WBIW/EE/CID/SNIT-05/2024-25.

Executive Engineer, Contai Irrigation Division. invites Off-Line short notice tender for 02 (Two) Nos. Source of Fund ***SDS/MAINTENANCE*** works in the District Purba Medinipur. Amount Put to Tender from **Rs. - 613980.00** to **Rs.-766060.00.** Requisite information's is available in the web site **www.wbiwd.gov.in**, and also in Contai (I) Division's office notice board, last date of application on **02.08.2024 up to 4.00 PM.**

(Sd/-K. Mandal)
Executive Engineer
Contai irrigation Division.I & W Dte. Contai, Purba Medinipur.

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly

NOTICE INVITING TENDER

The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 35/ E.O. Kh-II / 2024-25, Date: 26.07.2024. Tender ID: 2024_ ZPHD_722583_1 to 5** for 5 Nos. Toilet. Last date of bids ends on **05.08.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-৩০-২৪, তারিখ ২৬.০৭.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নরূপ কাজের জন্য বৈধ ইলেক্ট্রিক কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স আছে এবং আর্থিকভাবে নিম্নরূপ কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম এরূপ নামী টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** (ক) আসানসোল ডিভিশন - দুর্গাপুর-আসানসোল সেকশনে লাইনের ব্যবহার ক্ষমতা সর্বোচ্চ করতে বিভিন্ন স্থানে পাথওয়ের ব্যবস্থাকরণ। (খ) আসানসোল ডিভিশন - অন্ডাল-সাঁইথিয়া সেকশনে লাইনের ব্যবহার ক্ষমতা সর্বোচ্চ করতে বিভিন্ন স্থানে পাথওয়ের ব্যবস্থাকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮২,৭০,৫১৮.১৪ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৬৫,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৯ মাস। **বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৮.২০২৪-এ সকাল ১১টা। রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov. in**-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।

(ASN-128/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

NIT No. SFDC/MD/NIT-05(e)/2024-25 (2 nd call)

SFDC Ltd. Invites a tender for the 2 (two) nos. works i.e. "Construction of jetty in connection with construction of fishing harbor at Namkhana; and Construction of jetty in connection with construction of fish landing centre at Haripur" from the bonafide and resourceful contractors having experience for similar type of works. Bid submission end date on **20/08/2024 up to 4.00 p.m.** Technical Bid opening date on **21/08/2024 at 4.00 p.m**

For details, please visit our **website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.**

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-54/4TH CALL/2023-24** for **'Construction of Storm Water Drainage at Pratvanchal Para in Ward No- 25 under Krishnagar Municipality'** The intending Bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in for details. Tender Id: 2024_MAD_722672_1.

Sd/-
Chairman
Krishnanagar Municipality

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK

e –Tender are invalid through online Bid System under following. **1) NIeT NO:- 02/ BANNYESWAR GP/2024-25(2nd Call), DATE:-25.07.2024.** The last date for online submission of all tender is **03.08.2024 up to 14:00 hours.** For details please visit web site **htpp:// wbtenders.gov.in** as office notice.

Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. e-Tender details given below:
NIT No.400/MOG-I/24, dated 27-07-2024,
NIT No.401/MOG-I/24, dated 27-07-2024
Last Date of Bid Submission: **06-08-2024 upto 18-55 Hrs.**
For details log on **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

OFFICE OF THE
GUMA II GRAM PANCHAYAT
(Under Habra-II PanchayatSamity, North 24 Parganas)

13 (Thirteen) nos E-tender has been invited for the work Tender ID
2024_ZPHD_722341_5,
2024_ZPHD_722341_1,
2024_ZPHD_722542_1,
2024_ZPHD_722341_3
2024_ZPHD_722341_2,
2024_ZPHD_722341_4,
2024_ZPHD_722418_1,
2024_ZPHD_722418_2
2024_ZPHD_722418_7,
2024_ZPHD_722418_,
2024_ZPHD_722418_4,
2024_ZPHD_722418_5
2024_ZPHD_722418_6
UNDER GUMA II GP." Under 15THSFC Tender notice Dated : **26/07/2024,** Last Date : **02/08/2024,** Tender Open Date: **07/08/2024**

Sd/- Pradhan
Guma II Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নং ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫১৯৪৩৪৬, তারিখ ২৪.০৭.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫, কাঁচরাপাড়া কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য কাস্টম বিড সার্ভিস আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ০৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য শপ-৩৫/কেপিএ-তে হালিশহর, রিভারসাইড পাম্প হাউসে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক সম্পদ সহ বিদ্যুৎ সরবরাহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফলাফল ও কার্যক্রম ভিত্তিক আউটসোর্সিং। **টেন্ডারের অনুমিত মূল্য ঃ** ১,৮৮,৬১,৬৩৪.৪৪ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থঃ** ২,৪৪,৩১০ টাকা। **দরপ্রস্তাব প্রদানের শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **চুক্তির মেয়াদঃ** ০৩ বছর। জিইএম কাস্টম বিড সার্ভিসের বিড নথিসমূহ জিইএম সাইট সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস অর্থাৎ জিইএম পোর্টাল https://gem.gov.in-এ পাওয়া যাবে এবং এর জন্য অনলাইনে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে এবং জিইএম পোর্টাল অর্থাৎ https://gem.gov.in-এর মাধ্যমে দাখিল করতে হবে।

MISC-114/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
PATHARPRATIMA GRAM PANCHAYAT
Vill- Madhabnagar, P.O.- M. Durgagobindapur, P.S. Patharpratima, Dist- S. 24 Pgs, PIN- 74331

ABRIDGED NIT

On behalf of Patharpratima Gram Panchayat of Patharpratima Block under S 24 Pgs dist. invites bids through e-tendering process for construction of **8 nos works within** the GP area. The last offline bid submission date is **01/08/2024 till 01:30 pm.** The Tender IDs are Tender **ID 2024_ZPHD_721501_1., 2024_ZPHD_721551_1., 2024_ZPHD_721576_1., 2024_ZPHD_721682_1., ID 2024_ZPHD_721697_1., ID 2024_ZPHD_721719_1., ID 2024_ZPHD_721739_1.,** ID 2024_ZPHD_721765_1. For details, please visit to our GP Office for details.

Sd/- Pradhan,
Patharpratima GP

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
দূরভাষ: ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/১২/১৩, ফ্যাক্সঃ- ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.myhmc.in দেখুন

এইচএমসি/এইচডব্লুডব্লু/পি-০৪/২৪/২৫ তারিখ: ২৫.০৭.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি- প্রতিষ্ঠিত,সঙ্গতিপন্ন এবং প্রখ্যাত সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে **"হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস এবং শ্রীরামপুরে ৪০০ এমটি ফেরিক আলম বা অংশত আইএস : ২৯৯-২০১২, গ্রেড -৪, ৫ম সংশোধন অনুযায়ী ২০২৪-২৫ আর্থিক বর্ষের জন্য বার্ষিক আবশ্যক মতে সরবরাহের"** জন্য নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং হাওয়া ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগ, পদ্মপুকুর / **https://wbtenders.gov.in** থেকে। **টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ১৪.০৮.২০২৪ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন বাতিলের অধিকার রাখেন। টেন্ডার আইডি : **2024_MAD_721649_1**

সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

১২ (৩) /২৪-২৫ ২৬/৭/২৪

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 48, KOLKATA, SATURDAY
27 JULY 2024, PAGE 8
কলকাতা ২৭ জুলাই ২০২৪

মানুষ হিসেবে খেলোয়াড়দের বোঝা গম্ভীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, মনে করেন শাস্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে খেলোয়াড় ও তাঁদের মেজাজ বোঝা;এমন মনে করেন রবি শাস্ত্রী। ভারতের সাবেক প্রধান কোচ আরও বলেছেন, গম্ভীর সমসাময়িক বলে নতুন ভাবনা আনতে পারবেন।

চুক্তি নবায়ন না করায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে রাহুল দ্রাবিড়ের। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন গম্ভীর। যিনি এই প্রথম সরাসরি কোনো দলের কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আগামীকাল শুরু হবে ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজ, যেটি হতে যাচ্ছে গম্ভীরের অধীনে প্রথম।

আইসিসি রিভিউ অনুষ্ঠানে ৪২ বছর বয়সী গম্ভীরকে নিয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, 'সে সমসাময়িক, আইপিএলে সদ্যই দারুণ একটি মৌসুম গেছে তার। আমার মনে হয় সে উপযুক্ত বয়সে আছে, সে তরুণ। নতুন ভাবনা আনবে। বিশেষ করে সাদা বলে সে বেশির ভাগ খেলোয়াড়কে জানে, আইপিএলে দলগুলোর অংশ ছিল বলে।'

সম্প্রতি কলকাতা নাইট রাইডার্সে সাফল্য পেয়েছেন গম্ভীর। যদিও আইপিএলের দলটির মেন্টর হিসেবেই ছিলেন সাবেক এ

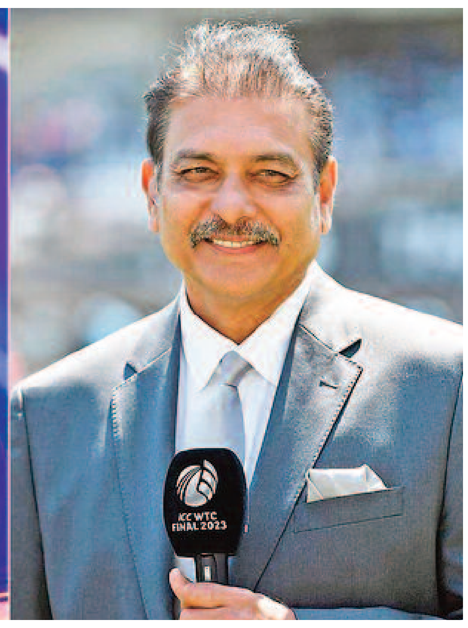

ব্যাটসম্যান। তবে খেলোয়াড়দের একসূত্রে গাঁথা, সুনীল নারাইনকে আবার ওপেনিংয়ে ফেরানো, হার্শিত রানার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপারে কৃতিত্ব দেওয়া হচ্ছে গম্ভীরকে।

তবে ভারত জাতীয় দলকে সামলানো যে ভিন্ন ধরনের এক চ্যালেঞ্জ, সেটি জানা কথাই। শাস্ত্রী বলেছেন, 'অবশ্যই খেলোয়াড় ব্যবস্থাপনা কোচ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। সে কীভাবে এগোয়, সেটি দেখাটা চমকপ্রদ হবে। আমার মনে হয় তার অস্ত্র আছে, তার উপকরণ আছে এবং তার অভিজ্ঞতাও আছে।'

শাস্ত্রীর মতে, গম্ভীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে মানুষ হিসেবে তাঁর খেলোয়াড়দের বোঝা, তাঁদের মেজাজ বোঝা। শাস্ত্রী বলেন, 'যত দ্রুত সম্ভব খেলোয়াড়দের বুঝতে পারাটাই ব্যাপার। তাদের শক্তির জায়গা কোনটি, তারা কেমন মানুষ এবং মেজাজ কেমন। তাদের ব্যক্তিত্ব কেমন। একজন মানুষকে বুঝতে পর্দার আড়ালে অনেক কিছুই করতে হয়।'

তবে সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজেও গম্ভীরের ঝামেলা হবে না বলে মনে করেন বর্তমানে ধারাভাষ্যে ফিরে যাওয়া শাস্ত্রী, 'আমার মনে হয় সেটিই তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে, যেটি তার জন্য সমস্যাও হবে না। কারণ সে সমসাময়িক। সে তাদের বাইরে থেকে দেখেছে, যারা কলকাতা ও লক্ষ্ণৌয়ের হয়ে খেলেছে তাদের সামলেছেও।'

সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজটি হবে এ সংস্করণের কোচ গম্ভীরের প্রথম। এরপর দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আরও দুটি টেস্ট আছে ভারতের। এরপর অস্ট্রেলিয়ায় বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ভারত খেলবে পাঁচটি টেস্ট।

এদিকে ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, গম্ভীরের কোচিং প্যানেলে যোগ দিয়েছেন নেদারল্যান্ডসের সাবেক অলরাউন্ডার রায়ান টেন ডেসকাটে। এ ব্যাপারে বিসিসিআই এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, শ্রীলঙ্কায় জাতীয় দলের অনুশীলনে দেখা গেছে ডেসকাটেকে।

এর আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচিং স্টাফেও ছিলেন ডেসকাটে। কলকাতায় গম্ভীরের অধিনায়কত্বে তিনি একসময় খেলেছেনও। ডেসকাটে ছাড়াও ভারত জাতীয় দলে গম্ভীরের সহকারী কোচ হিসেবে অভিষেক নায়ারও যোগ দিয়েছেন বলে জানাচ্ছে ভারতের সংবাদমাধ্যম। নায়ারও কলকাতায় গম্ভীরের সঙ্গে কাজ করেছেন। এ ব্যাপারেও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি বিসিসিআই। এদিকে বোলিং কোচ হিসেবে সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার মরনে মরকেলকে গম্ভীর চান বলেও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

খণ্ডচিত্রে প্যারিস অলিম্পিক উদ্বোধন

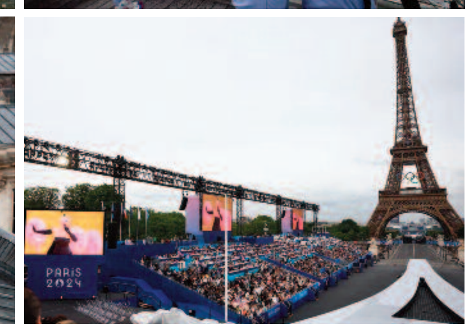

'প্যারিসে রেল নেটওয়ার্কে হামলাকারীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হবে'

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলিম্পিক শুরু হতে আর কয়েক ঘণ্টার অল্প সময়ই বাকি, কিন্তু এর মধ্যেই বড় বিপর্যয় গ্রাস করেছে প্যারিস শহরকে। দুষ্কৃতকারীদের হামলায় বাজেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্যারিসের দ্রুতগতির রেল নেটওয়ার্ক। এতে করে ভোগান্তিতে পড়েছেন লাখ লাখ মানুষ। তবে এই হামলায় ভয় না পাওয়ার আহ্বান সবার প্রতি জানিয়েছেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী গাব্রিয়েল আত্তাল। একই সঙ্গে তিনি দ্রুতই হামলাকারীদের খুঁজে বের করে শাস্তির ব্যবস্থা করার কথাও বলেছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে আত্তাল এক পোস্টে লিখেছেন, 'আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই অপরাধীদের খুঁজে বের করা এবং শাস্তি দেওয়ার কাজ শুরু করেছে।'

বার্তা সংস্থা এএফপি তদন্তকারী কর্মকর্তাদের বরাতে জানিয়েছে, 'এটি দুষ্কৃতকারীদের কাজ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে উচ্চগতির ট্রেন ও রেল ট্র্যাকের। ফ্রান্সের রাষ্ট্রায়ত্ত রেল নেটওয়ার্ক কর্তৃপক্ষ এসএনসিএফের কর্তারা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতেই প্যারিসের সঙ্গে ফ্রান্সের অন্যান্য শহরের যোগাযোগের রেল লাইনগুলোয় হামলা চালায় দুষ্কৃতকারীরা। বিভিন্ন স্থানে রেললাইন উপড়ে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে। এতে করে পুরো ফ্রান্সের রেল নেটওয়ার্ক লন্ডভন্ড হয়ে গেছে বলেই জানিয়েছেন এসএনসিএফের কর্তারা। এ ঘটনায় ফ্রান্সের আট লাখ রেলযাত্রী ভোগান্তিতে পড়েছেন।'

ফ্রান্সের পরিবহনমন্ত্রী পাত্রিস ভারগিরাত বলেছেন, পুরো নেটওয়ার্ক আবার স্বাভাবিক করতে সপ্তাহখানেক সময় লাগবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, হামলার ধরন ও আলামত দেখে তাঁর মনে হয়েছে, এটি বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। অলিম্পিক আয়োজনকে বাধাগ্রস্ত করতেই এটি করা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

এবারের অলিম্পিক আয়োজনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে ফ্রান্স সরকার। রাজধানী প্যারিসের নিরাপত্তাব্যবস্থা রীতিমতো নজিরবিহীন। প্রায় ৫০ হাজারের কাছাকাছি পুলিশ নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে।

১০ হাজার সেনা সদস্যও মোতায়েন আছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাও অলিম্পিকে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে।

এখনো পর্যন্ত রেল নেটওয়ার্কে এই হামলার দায় কোনো গোষ্ঠী স্বীকার করেনি। ফ্রান্সের ক্রীড়ামন্ত্রী এমিলি কাস্তেরা বলেছেন, 'এই হামলার খবর আমাকে রীতিমতো হতবাক করে দিয়েছে। পুরো ব্যাপারটিই ধ্বংসাত্মক।

'বিয়ের সময় স্ত্রী খুব ছোট ছিল', বাল্য বিবাহকেই কি সমর্থন? রজ্জাকের মন্তব্যে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: আব্দুল রজ্জাকের একটি মন্তব্য নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেছেন, বিয়ের সময় তাঁর স্ত্রীয়ের বয়স খুব কম ছিল। অনেকে মনে করছেন এই মন্তব্য করে বাল্য বিবাহকেই উৎসাহ দিয়েছেন পাকিস্তানের ক্রিকেটার।

২০২৩ সালের একটি ভিডিয়োয় রজ্জাক বিয়ে নিয়ে মন্তব্য করেন। পাকিস্তানের এক চ্যানেলে তিনি বার বার স্ত্রীয়ের সম্পর্কে বলেন, তও খুব ছোট ছিল। রজ্জাকের স্ত্রী আয়েশা। বিয়ের সময় তাঁর বয়স খুব কম ছিল বলে জানিয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার। রজ্জাকের ওই মন্তব্য খুব ভাল ভাবে নেননি অনেকেই। অনেকের মতে রজ্জাক বাল্য বিবাহকে উৎসাহ দিয়েছেন।

গত বছর ঐশ্বর্যা রাই বচ্চনকে নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন রজ্জাক। এক দিনের বিশ্বকাপ থেকে পাকিস্তানের বিদায়ের পরে সে দেশের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে তিনি বলেছিলেন, ''যদি আমি ভাবি যে ঐশ্বর্যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তার পর সুন্দর সুন্দর সন্তান হবে, সেটা কি কখনও সম্ভব! আগে নিজের মানসিকতা ঠিক করতে হবে। বুঝতে হবে যে আমি কী চাই। না হলে ভাল ক্রিকেটারও তৈরি হবে না আর পাকিস্তানও জিততে পারবে না।''

রজ্জাকের কথা শুনে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকেরা হেসে ওঠেন। কিন্তু অনকেই প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারের সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সমালোচনা করতে গিয়ে অন্য কোনও উদাহরণ দিতে পারতেন রজ্জাক। ঐশ্বর্যার মতো এক জন খ্যাতনামীর নাম টেনে ভাল করেননি তিনি। এতে তিনি নিজেকেই মজার পাত্র করে তুলেছেন বলে মত আরও অনেকের।

শনিবার ডুরান্ডের প্রথম দিনেই নামছে গত বারের বিজয়ী মোহনবাগান, প্রতিপক্ষ ডাউনটাউন হিরোজ

মোহনবাগান মাঠে অনুশীলন করলেন সবুজ-মেরুণ ফুটবলাররা।

নিজস্ব প্রতিনিধি: শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে ডুরান্ড কাপ। গত বারের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান নামছে প্রথম দিনেই। যুবভারতী স্টেডিয়ামে প্রতিপক্ষ ডাউনটাউন হিরোজ। কাশ্মীরের ক্লাবের বিরুদ্ধে সতর্ক মোহনবাগান। আরও বেশি সাবধানি, কারণ কলকাতা লিগে এ বছর তাদের পারফরম্যান্স একেবারেই ভাল নয়। তবে কলকাতা লিগের প্রভাব ডুরান্ড কাপে পড়বে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন বাস্তব রায়। মূল দলের সহকারী কোচ হলেও ডুরান্ডে তাঁর অধীনেই খেলবে মোহনবাগান।

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে সদ্য চুক্তি হওয়া গোলকিপার ধীরজ সিংহকে নিয়ে এসেছিলেন বাস্তব। তিনি বলেন, তপ্রতিপক্ষকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি। কারণ, ওরা আমাদের কাছে পুরোপুরি অজানা। এ বছর একটাও ম্যাচ খেলেনি। ওদের চিনি না। আমাদের কাছে যত দূর খবর, ওরা দু'জন বিদেশি নিয়ে এসেছে। তাই হালকা করে দেখার কারণ নেই। মোহনবাগান কাউকে হালকা নেয় না।দ

কলকাতা লিগের খারাপ পারফরম্যান্স প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, কলকাতা লিগের সঙ্গে এটাকে জড়াবেন না। এটা সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা। ছেলেরা খেলার জন্য মুখিয়ে আছে।

খারাপ সময়টা কাটাতে চাই ডুরান্ডে। কলকাতা লিগে খেলার জন্য আমাদের আলাদা দল রয়েছে। কোনও অসুবিধা নেই দুটো প্রতিযোগিতা একসঙ্গে চললে। তবে আপাতত কালকের ম্যাচের দল সাজাব। তার পর কোচ এসে সিদ্ধান্ত নেবেন। ওটায় আমার কোনও হাত নেই।

তবে কলকাতা লিগের পারফরম্যান্স নিয়ে যে খুব একটা খুশি নন, এটা বলে দিয়েছেন বাস্তব। তাঁর কথায়, রিজার্ভ দলে যারা খেলছে তারা কেউ প্রতিষ্ঠিত নয়। নিজেকে কেউ যদি প্রতিষ্ঠিত মনে করে সেটা ভাল নয়। ওদের কাছে সুযোগ রয়েছে। নিজেকে প্রমাণ করতে না পারলে ক্লাব কারও জন্য বসে থাকবে না।

এ দিকে, সাড়ে তিন বছর পর আবার মোহনবাগানে ফিরে খুশি ধীরজ। এ দিন বলেছেন, দু'মাসের বিরতি পেয়েছি। অফ-সিজনে নিজেকে ফিট রাখার চেষ্টা করেছি। তবে খেলাবেন কি না সেটা কোচের সিদ্ধান্ত। মোহনবাগানে আবার ফিরতে পেরে ভাল লাগছে।

যদিও ধীরজকে খেলানোর সম্ভাবনা কম। আশিক কুরুনিয়ন এবং ধীরজকে অনুশীলনে আরও ভাল করে দেখে নিয়ে মাঠে নামানোর পক্ষপাতী মোহনবাগান। এ দিকে, বৃহস্পতিবার শহরে এসে শুক্রবার অনুশীলনে যোগ দেন স্কটিশ ডিফেন্ডার টম অলড্রেড। তবে বল পায়ে অনুশীলন করেননি। স্ট্রেচিং করেই সময় কাটিয়েছেন। দীর্ঘ ক্ষণ বাস্তবের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায়।

লরাঁ ও সেসিল লান্দির জন্য পারিবারিক এক অলিম্পিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: লরাঁ লান্দি ও সেসিল লান্দি, নাম দুটি শুনেই হয়তো বুঝে গেছেন, দুজনের মধ্যে কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে। হ্যাঁ, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। দুজনই ছিলেন ফ্রান্সের জিমন্যাস্ট দলের সদস্য। একজন পুরুষ দলের, অন্যজন নারী দলের। লরাঁর জন্ম ফ্রান্সে হলেও তিনি যুক্তরাষ্ট্রেরও নাগরিক। আর তাঁর স্ত্রী সেসিল ফ্রান্সের নাগরিক। ফ্রান্সের হয়ে অংশ নিয়েছেন ১৯৯৬ অলিম্পিকে।

এবার অলিম্পিক হচ্ছে তাঁদের দেশ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। ৪৬ বছর বয়সী লরাঁ ও ৪৪ বছর বয়সী সেসিলও আছেন এই অলিম্পিকে। থাকবেন জিমন্যাস্টিকস ফ্লোরের পাশে। তাঁরা দুজনই যে যুক্তরাষ্ট্রের জিমন্যাস্ট সিমোনে বাইলসের কোচ। এবারের অলিম্পিকে ফ্রান্সের ডাইভিং দলে আছেন তাঁদের ১৭ বছর বয়সী মেয়ে জুলিয়ে লান্দিও। সব মিলিয়ে লান্দি পরিবারের জন্য এবারের প্যারিস অলিম্পিকটা পারিবারিকই।

জিমন্যাস্টিকসে বাইলসকে সোনা জেতাতে সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন দুই লান্দি, লরাঁ ও সেসিল। অন্যদিকে তাঁরা প্রার্থনা করবেন ডাইভিংয়ে সিনক্রোনাইজড ৩ মিটার স্প্রিংবোর্ড ইভেন্টে মেয়ে জুলিয়ে যেন ভালো করেন।

বাইলস আর তাঁর যুক্তরাষ্ট্র দলের সতীর্থদের অনুশীলন করানোর পর সেসিল লান্দি এমন একটি অভিজ্ঞতার বিষয়ে বলেছেন, 'আমি এই স্বপ্ন কখনোই দেখিনি। আমরা দুজন (স্বামী-স্ত্রী) ফ্রান্সে, প্যারিসে অলিম্পিক ভিলেজে...কান্না থামিয়ে রাখার চেষ্টা করছি আমি।'

একজন জিমন্যাস্ট ও কোচ হিসেবে লম্বা ক্যারিয়ার কাটানোর পর অলিম্পিকে টেনিসের রাফায়েল নাদাল ও সাঁতারের কেটি লেডেকির মতো তারকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার অভিজ্ঞতায় আরও একবার আপ্লুত সেসিল, 'এটা পাগলাটে, কিন্তু অলিম্পিক এ রকমই। সবাইকে দেখতে পাওয়াটা অসাধারণ এক ব্যাপার।'

সেসিল লান্দি এরপর যোগ করেন, 'এসব অ্যাথলেটের পাশে থাকতে পারাটা দারুণ। এখানে সবাই একই কারণে এসেছে, অলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এবং আমার কাছে এটা অসাধারণ ব্যাপার।'

কেক কেটে আসিয়ান কাপ জয়ের ২১তম বর্ষ পালন করা হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**